কপালিনী

Babu Ashu Tosh Bhattacharya
with the author's

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র ।

CALCUTTA:

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRABURTY,

AT THE KALIKA PRESS.

17, Nundo Coomar Chow'hury's 2nd Lane.

AND

PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJI.

201, Cornwallis Street, Calcutta.

অগ্রজতুল্য পূজ্য, পরমাত্মীয়

দেব-প্রতিম-চরিত্র,

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দার্শনিক,

আমার সাহিত্য-গুরু

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্. এ.

মহানুভবের শ্রীচরণে,

এই গ্রন্থ

আন্তরিক ভক্তির উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম।

ভূমিকা।



রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য সাধনে সাধারণতঃ দৃশ্যকাব্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া, আমি প্রথমে এই পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। বঙ্গসাহিত্য-তরুর অপূর্ব্ব ফল "সিরাজ-দ্দৌল্লা"র রসাস্বাদ লাভ করিয়া, হৃদয়ের আবেগে আমি হতভাগ্য নবাবের চরিত্র নাটকাকারে চিত্রিত করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হই। তবে যে শক্তিতে উক্ত গ্রন্থ সুবিকাশিত হইয়াছে, সেই শক্তির অভাবে দুর্ভাগ্য সিরাজের ঐতিহাসিক চরিত্র প্রস্ফুট করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি—বলিতে পারি না। যাহা হউক, যাঁহার "সিরাজদ্দৌলা" পাঠ করিয়া আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, বঙ্গ-সাহিত্য-জগতের সেই সমুজ্জল রত্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের নিকটে আমি চিরঋণী।

প্রথমে এই নাটকের চারি অঙ্ক লেখা হইলে, নানা কারণে আমাকে ইহার শেষ অঙ্ক লেখা বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু "শিবপুর' ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের "নাট্য সমিতি" দ্বারা ইহার অভিনয়-উদ্দেশ্যে, আমার জীবনব্যাপী স্নেহের আধার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উত্তেজনায়, আমি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হই; এবং উক্ত সুযোগ্য ছাত্রসমিতি কর্ত্তৃক, ১৮৯৯ সাল ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইহা অভিনীত হয়। নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া অভিনয় এত সুন্দর হয় যে, উপস্থিত সাহিত্যসেবী মহোদয়গণ অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া, পুস্তক মুদ্রিত করিতে

আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। যাহা হউক, আমার কাব্যপ্রিয় উদ্যমশীল ভ্রাতার ও তাঁহার কাব্যানুরাগী সহাধ্যায়ী বন্ধুবর্গের উৎসাহ না পাইলে, হয়ত আমার এ উদ্যম সফল হইত না। এক্ষণে তাঁহারা ছাত্রজীবন অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ;—আজ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ঘটনাচক্রে প্রায় চারি বর্ষ পরে, আজ যাঁহার আগ্রহে ও অনুগ্রহে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল, আমার সেই অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিকটে আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। তিনি স্বহস্তে মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ না করিলে, এত শীঘ্র ইহা প্রকাশিত হইত না। তিনি স্বয়ং সাহিত্য সেবায় সতত ব্রতী থাকিয়াও, সহৃদয়তাগুণে আমার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না।

আর আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্. এ. মহোদয় প্রমুখ যে সকল সাহিত্যোৎসাহী কৃতবিদ্য মহোদয় ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া ও স্থানবিশেষ পরিশোধিত করিতে নির্দ্দেশ করিয়া, ইহার মুদ্রাঙ্কনে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কোন্নগর।
সন ১৩১০ সাল, ২০শে অগ্রহায়ণ। } গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রী।

পুরুষ।

ব্রহ্মচারী	...	সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ভৈরবদলের গুরু।
চণ্ডদেব উগ্রদেব	... ...	ভৈরবদলের নায়ক।
সমরলাল	... ...	জনৈক দেশত্যাগী জমিদার-পুত্র।
সিরাজদ্দৌলা	... ...	বঙ্গের নবাব।
রুদ্রপাল	...	নবাবের প্রধান পারিষদ।
মির্জাফর	... ...	নবাবের প্রধান সেনাপতি।
মোহনলাল রায়দুর্লভরাম	...	নবাবের সৈনাধ্যক্ষ।
মিরণ	... ...	মির্জাফরের পুত্র।
মির কাশেম	... .	মির্জাফরের জামাতা।
মির দাউদ	... ...	মির্জাফরের ভ্রাতা।
কৃষ্ণবল্লভ	... ...	রাজা রাজবল্লভের পুত্র।
জয়মল	...	রুদ্রপালের অনুচর।
জগা ও খগা	... ...	রুদ্রপালের গুপ্তচর।
মহম্মদী বেগ	... ...	ঘাতক।
দেমো	... ...	চণ্ডাল।

ভৈরবগণ, পারিষদগণ, সৈনিকগণ, প্রহরী, দূত ও ফৌজদার।

স্ত্রী।

মহামায়া	...	...	ব্রহ্মচারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও রুদ্র-পালের পত্নী।
কপালিনী	...	..	ব্রহ্মচারীর কনিষ্ঠা কন্যা।
কুণ্ডলিনী	...	...	কপালিনীর সখী।
লুৎফুন্নিসা মনিয়া }	...	..	নবাবের বেগমদ্বয়।
বাঁদী	...	...	মনিয়াব পরিচারিকা।

কপালিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল—গঙ্গাতীরে শ্মশান।
সময়—রাত্রি—তৃতীয় প্রহর।

চিতাগর্ভস্থিত দগ্ধবংশদণ্ড ধরিয়া উন্মাদবেশে সমরলাল দণ্ডায়মান।

স। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) উঃ—
পাষাণি! চরণে তোর সঁপেছি জীবন,
সঁপেছি জগৎ মোর ইহ-পর-লোক,
পূজিতে কি রমণীর পাষাণ হৃদয়?
রমণী-চরণ-তীর্থে, ধর্ম্মে কর্ম্মে দিয়া
জলাঞ্জলি—দিয়া বলি আমিত্ব আমার,
করি ছিন্ন হৃৎপিণ্ড—করিনু সাধনা,
ফল তার, রমণি রে, সুধু কি যাতনা?—

স্থধু দাহ ?—আৰ্ত্তনাদ ?—জীবন্তে মরণ
ঘোর !! (ক্ষণ বিলম্বে শ্বাস ফেলিয়া)
না না, সে ত নারী নয় ! হিয়াহীনা
পাষাণ-প্রতিমা !! এ যে পাষাণী পূজায়,
হারান্থ সর্ব্বস্ব, হায় ! হইনু উন্মাদ !
উন্মাদ কুক্কুর সম দ্বারে দ্বারে ফিরি,
ঘুরি মরু—ঘোর বন—আঁধার শ্মশান !—
না নিভে অনল ; ছুটি জ্বালায় চীৎকারি।
হেরি মোরে—হাসে ধরা, হাসে তারা, হাসে
নির্ম্মম সংসার ! ছি-ছি ! হাসিস্, রমণি—
পাষাণি—রাক্ষসি,—তুই ? হা-হা ! জ্বলে যায়
অস্থি-মজ্জা,—জ্বলে যায় হিয়া ! যায়—যায়—
জ্বলে যায় এ সংসার রমণী-পূজার !!

[অবসন্ন হইয়া ভূমে পতন।]

দেমো চণ্ডালের প্রবেশ।

দে। (সবিস্ময়ে) কই ! কেউ কোত্তা নি ! আরে মোর ভাগ্যি পোড়া ! কদিন নি একডা মড়া ? কান্না শুনে—হেসে মনে, ছুটে এনু ঘুম ভেঙে। বঃ—সব ফর্শা ! কেউ কোত্তা নি ? চোক খেয়ে—দেকেও ত্থাবতা, মারে নি লোগ—একডা।—

(সমরকে ভূপতিত দেখিয়া বিস্ময়ে)

হ্যাদিও—ওকি—ওডা !! দেক্‌চি বড়ে মুদ্দোর একডা ! যদি নি কড়ি পুড়্‌তে চিতেয়, ক্যানে নি ডুবে মল্লি গাঙে ? কানি খানা

নিয়ে খুলে, দিচ্চি এই এক লাথির চোটে ডুব্য়ে মাঝ দরিয়ায়। (কাপড় খুলিয়া লইতে ভয়ে ও বিস্ময়ে) আরে বাবা! নড়ে এযে! জ্যান্তো মড়া দেকৃচি এডা!! জ্যান্তে নিদ্ দিয়ে চিতেয়, তাই নি জলে হেতায় চিতে!—হ্যাদে ব্যবসাডা মোর দিলে জান্নবে! রঃ! রঃ! ঘুম্ মারা মজা মেরে—দিচ্চি ভেঙে।—

(পোড়া বংশের খোঁচা মারিয়া)

আরে—ও সুমুন্দি—ই

স। (সহসা চকিতভাবে দাঁড়াইয়া)

পাষাণি। আনিলি কোথা? ভারত ঘুরায়ে
নাহি দিলি স্থান;— এ যে আঁধার শ্মশান!!
সব ভস্ম এ শ্মশানে! মানবের রূপ,
দর্প, দীপ্ত অহঙ্কার, বৈভব, বাসনা—
অই ভস্ম স্তূপাকার!! অই ভস্ম-স্তূপে,
বিস্মৃতি আবরি' সব ঘনঘোর কাল-
অন্ধকারে! আর হেথা—এ হৃদি-শ্মশানে,
সব ভস্মে পরিণত—আঁধার নিহিত!
কেন তবে ভস্মস্তূপে, স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে
চমকে কালাগ্নি-স্মৃতি? শিরায় শিরায়,
সহস্র শিখায় কেন সে বহ্নি জ্বলিয়ে,
করে দাহ—করে ক্ষিপ্ত, দিশাহারা মোরে?
রূপগিরে! স্মৃতি তোর—কেন জ্বালে চিতা
অন্তরে বাহিরে মোর? চিতা!—চিতা!! অই

স্মৃতি-চিতা জ্বলে জাহ্নবীর জলে, ব্যাপি
আকাশ-পাতাল—ব্যাপি ইহ-পর-কাল !!

দে। (বিস্ময়ে) আরে—ওঃ যে ক্ষেপ্পা !! বেতর বেহায়া এডা,—রমুণী—রমুণী—করে মরে! হো-হো! রমুণী ত মেয়ে লোগ—দীল্লিকা লাড্ডূ, বলিহারি! না হলেও নি—হলেও বাঁচোয়া নি, বাবা! রাকো বুকে—সোবি আচ্ছা; খ'ল রে যদি—তবেই মরেচ, বাপ—অম্নি সাপ ডক্কোধরে ফোঁস্! আরে ক্ষেপ্পা ভাই! ছেড়ে দেরে অই রঙ্ করা রমুণীর জেতে। যোড় হাতে—মুক্ চেয়ে —আছি পায়ে পড়ে; তবু খেয়ে ঠোনার ছোবল—ত্থাক্ ডোবর ট্যাঁপোর গাল দুটো মোর! মরি। মরি! তাই বলি—ও বুলি ছেড়ে দে।

স। আরে কে তুই ডাকিস্? ডাকিতে আমারে,
নাহিক কেহ ত আর এ দগ্ধ-সংসারে।
আমি, ডেকে ডেকে ফিরি—হাহাকারি ঘুরি,
হৃদয় ফাটিয়া ঝরে রুধিরের ধারা;
কেহ না শুধায়—কেহ নাহি ফিরি চায়,
হি-হি-হি সংসার হাসে !! নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর—
নিদারুণ এ জগৎ! সংসার-তাড়িত
এ ক্ষিপ্ত কুক্কুরে; তবে, কে তুই ডাকিস্?

দে। আরে ক্ষেপ্পা! রমুণী—পেত্নীর জাত।—পেলে এক-বার, চোকের ধাঁধায় তাক্ লাগয়ে, ঘুরয়ে মারে জান্‌ডা কেড়ে! যা রে ক্ষেপ্পা ভাই! এত নি রমুণী আড্ডা;—এযে জ্যান্ত যোমের

আড্ডা এডা! সরে পড়ো, বাবা! শুন্‌লে এ রমুণী-রমুণী-বুলি,
মাগী মোর গর্ম্মে গিয়ে—খাবে মোর মুণ্ডু আস্তো কচ্‌কচিয়ে!
যা—বাবা! ছেড়ে যা এ ঠাঁই।

[প্রস্থান।

স। যাব—যাব একেবারে—ছুদিনের পরে।
একবার—শেষবার—ডাকিব চীৎকারি
আশা মিটাইয়া।—যাবে পাষাণ ফাটিয়া
উঠিবে শ্মশান কাঁদি! দেখি তার হৃদি-
অন্তঃস্তলে, কাঁপে কিনা শিরা একবার।

[প্রস্থানোপক্রম।

[ধীরপদে কপালিনীর প্রবেশ।

ক। ছি-ছি-ছি! উন্মাদ তুমি?

স। না হ'লে উন্মাদ,
কে পূজে পাষাণী?

ক। আহা! পাষাণীর পূজা
মাতা প্রকৃতির পূজা—করে যেই, ধন্য
সেই নর।

স। হা-হা! পুজি রমণী-পাষাণী।

ক। রমণী—পাষাণী নয়, রমণী—জননী।
হৃদয়-শোনিতে নিত্য পালিছে সংসার,
হের, নর, নারীরূপা প্রকৃতি আপনি!

স। নাহি জানি কিবা নারী। জানি শুধু আমি

পূজি যারে হৃদিমাঝে, কুসুম-নির্ম্মিতা
পাষাণী সে নারী !!

ক। নহে কামনা-বিহীন
সাধনা তোমার, নর !

স। আরে রে যোগিনি !
কি বুঝিবি এ পূজা-বিধান ?

ক। বুঝিয়াছি—
পূজা নয়, সে তোমার মনের বিকার।
বুঝিয়াছি, হে মানব ! নারী-পূজা নাহি
জান কভু ; কর স্বধু ইন্দ্রিয়-সাধনা।

স। ইন্দ্রিয়-সাধনা !! আরে, সর্ব্বস্ব-বর্জ্জন—
আত্ম-বিসর্জ্জন, সে কি ইন্দ্রিয়-তর্পণ ?
সরে যা' রমণী-মায়া-মরীচিকা—মহা
ইন্দ্রজাল !!

ক। যাই—শুন, নর ! মনসাধ—
গাঁথি মালা তারাফুলে, পরি এই গলে।
দিবে পাড়ি' - নীল-নভঃ-শোভা অই ফুল্ল
তারাফুল ?

স। তুইও কি উন্মাদিনী, বালা ?

ক। নহি উন্মাদিনী – সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী।

স। সন্ন্যাসিনী-হৃদে, তবে, কেন রে সে সাধ—
মানব-অসাধ্য যাহা ?

ক। কহ, নর, শুনি—
সাধ্যাতীত কেন মানবের ?
স। দূরে—দূরে,
রহে তারা—বহুদূরে। মর্ত্ত্য-মানবের
সাধ্য সীমা-পারে।
ক। পুড়িতেছ, হে মানব।
আকাঙ্ক্ষা-অনলে ঘোর। আকাঙ্ক্ষা-বাহিরে
যাহা—জান যদি তাহা সাধ্যের অতীত,
কেন তবে সে নারীর প্রণয়-প্রয়াস ?
অই দুব আকাশেব তারা হ'তে দেখ
ভাবি, নর, আরো দূরে নহে পর-নারী ?
পরনারী !!! কি জানিবি, তুই রে যোগিনি ?
যার স্মৃতি হৃদিমাঝে শক্তি-সঞ্জীবনী,
যে প্রতিমা ইষ্টদেবী-মূর্ত্তি এ অন্তরে,
সেই ত আমার। আমার কি নহেক সে—
শৈশব হইতে যারে রেখেছি লুকায়ে,
অন্তরের অন্তঃস্তল মাঝে ? যার তরে
গৃহত্যাগী—সর্ব্বত্যাগী, প্রাণময়ী সেই
নহে কি আমাব ?
ক। নহে সে তোমার আর।
স। সে আমার।—সে আমার সৌন্দর্য্য-আধার
সে মোর বাসনা, আশা, ভাবনা, যাতনা।

হয়েছি উন্মাদ তার তরে ; অন্বেষণে
তার, ফিরিতেছি কত দেশ-দেশান্তর—
কত দীর্ঘ-দীর্ঘ বর্ষ ধরি। সে আমার,
সেই ত সর্ব্বস্ব মোর-- সেই সর্ব্বনাশী।
কি বুঝিবি—

ক। দেখ—দেখ—দেখ নিরখিয়া
সৌন্দর্য্যের পরিণাম—শ্মশান-আঁধারে!
শ্মশানের শোভা শান্তিময়—কালিজয়ী!
ও শোভায় মগ্ন বিশ্ব-সংসারের শোভা!
হের রে উন্মাদ! যার তরে মৃত তুমি,
মৃত্যু সেই তব—সেই সর্ব্বনাশী, যার
মহানিদ্রা—অই মহা সৌন্দর্য্যে মিশিয়া!
গায় অন্ধকার ; নাচে ভূত পঞ্চ দিয়া
করতালি ; হাসে অই মানব-কপাল!!
গাওরে উন্মাদ! ভুলি ভ্রান্তির বিকার,
অনন্ত-সৌন্দর্য্য-গীত! হের—হের চির-
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মহা-গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত,
শ্মশানের ঘোর শোভা—মার শোভা কিবা
অপরূপ! এবে ত্যজ—ত্যজহ বিরূপ।
পাবে শান্তি, এস সঙ্গে সত্য-পথে, নর!

[প্রস্থান।

ম। (বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে)

একি—একি প্রহেলিকা !! কেবা এ বালিকা ?
ছায়া !—ছায়া !! সেই বাল্য-স্মৃতি-ছায়া !!—সেই
গীতি-প্রতিধ্বনি !! কেন ভস্ম-স্তূপে, স্মৃতি-
শান্তি-শতদল-ছায়া ? বাড়িছে বিষের
জ্বালা ! যাক্—যাক্ স্মৃতি ;—কোথায় বিস্মৃতি ?
দূর হ'ক স্বপ্ন ;—মায়াবিনী-মায়া-জাল।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল—পর্ব্বত সানুদেশ
সময়—প্রভাত।

ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্র। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই। নাহি শেষ—নাহি
এর সীমা। এই ধরা, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা,
'রহে অনু-পরিমাণ বিশ্ব-তুলনায় !

কত কোটি-কোটি গ্রহ উঠে—ফুটে, ঘুরে
ঘোর রাশি-চক্র-পথে অনন্ত ঘুরিয়া ;
লীন হয় শেষে মহাশূন্যতে মিশিয়া।
মানব-জ্ঞানের সীমা—নহে বিশ্ব-সীমা,—
'অনন্ত' দাঁড়ায়ে সেথা ! কল্পনার পার—
হেরি অন্ধকার, ভাবে অন্ত অনন্তের !

[কপালিনীর প্রবেশ।

ক। পিতা, কেবা সে উন্মাদ ? কহ মোরে, হেরি
তারে, কেন—কেন পুনঃ হেরিতে বাসনা ?

ব্র। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া)
সাবধান, কপালিনি, বাসনা হইতে।

ক। তব সাথে কত দেশে, নগরে নগরে,
করেছি ভ্রমণ দেব ! করেছি ভ্রমণ
মহা বনে, মরুভূমে ; হেরেছি নয়নে
শত শত নর-নারী, কত জীব-জাতি,
তরু-লতা কত, কত ফল-ফুল-রাজি।
বাসনার ছায়া কভু পড়ে নাই মনে ;
কেন তবে, কহ, পিতা, ফিরে এ নয়ন
নিরখিতে সে উন্মাদে ?

ব্র। নাহি শঙ্কা ; শুন,
সন্ন্যাসিনি ! মহাপথ দে'ছি দেখাইয়া ;
যাও চলি চক্ষু মেলি। কণ্টকিত তব

যদি হের পথমাঝে, যে অস্ত্র দিয়াছি—
ছিন্ন করি যেও চলি। অই যে মানব,
মজি মরু-মরীচিকা-মোহে, মুদি আঁখি
মোহ-তৃষানলে করে ঘোর আর্ত্তনাদ,
দেহ তারে শান্তি-বারি,—বাঁচাও উন্মাদে ;
দেহ পথ দেখাইয়া। কিন্তু সাবধান—
সংসার-আঁধারে, বৎসে !

ক। না জানি সংসার
কিবা—কিবা সে আঁধার ! মহা-মন্ত্র-বলে,
অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ী জগৎ-প্রতিমা,
দিয়াছ স্থাপিয়া হৃদে ; জগৎ-জননী
পূজা—কার্য্যমাত্র মোর এ ছার জীবনে।
নিরখি উন্মাদে, কিন্তু, বহুকাল-দৃষ্ট
বিস্মৃত স্বপন সম, কি যেন কি ছায়া—
আসে কাছে—কোথা দূরে যায় মিলাইয়া !
কহ, পিতা, কিবা এই ছায়া ?

ব্র। সাবধান—
সাবধান, কপালিনি ! কাল-সংসারের
ছায়া উহা। ছায়া হতে উদয় বাসনা ;
বাসনায় জ্ঞান-লোপ ; জ্ঞান-লোপে - ভবে
নরক-বিস্তার। আছে যে গূঢ় রহস্য,
জানিবে পশ্চাতে। এবে শুন, কপালিনি

মার কার্য্যে—মহাকার্য্যে, করেছি তোমারে
ব্রতী, এবে, বৎসে, তার পরীক্ষা ভীষণ।
যাও, মার কার্য্যে— জ্যোতির্ম্ময় মহাপথে
ফিরাও মানবে।

ক। গুরুদেব তুমি; স্মরি
ও চরণ, মার কার্য্য করিব সাধনা।

[প্রস্থান।

ব্র। জগদম্বে! কি করিলে? মহাভ্রমে এযে
ফেলিলে, জননি, পুনঃ। পদে পদে ভ্রম,
নাহিক নিস্তার। হব কেমনে উদ্ধার,
মায়ার বিকার হতে, কহ, মহামায়া?
পরমা প্রকৃতি তুমি; প্রকৃতি-সাধনা
বিনা, নাহি জানে বালা—চির-সন্ন্যাসিনী।
কেন তবে, জগন্ময়ি! সন্ন্যাসিনী-হৃদে,
সংসার-কুহক-ছায়া পশে অলক্ষিতে?
শ্মশানে রোপিত এই লতা, চিরদিন
চিতার অঙ্গারে, মাতঃ, হয়েছে বর্দ্ধিত,
কেন তবে সে হৃদয়ে, হে বাসনাময়ি!
বাসনা কোরক হয় অজ্ঞাতে বিকাশ?
লীলা তব, লীলাময়ি, নারি বুঝিবারে!

[চণ্ডদেব ও কুমার কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ।

কৃ। নমে দাস, ভগবন্! (পদধূলি গ্রহণ)

ব্র। হউক মঙ্গল।
বৎস! কি সংবাদ?
কৃ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ইচ্ছা স্বীকার, প্রভু,
দুর্ব্বৃত্ত নবাব হতে লভিতে নিষ্কৃতি।
বিদিত সকলি তব।
চ। শুনিলাম, দেব!
আসিছে সিরাজ শত্রু জয় করি। তাই,
প্রভুত্ব-বিলোপ-ভয়ে—বিলোপি কৌশলে
শক্তিধর দণ্ডধরে, স্বার্থরক্ষা তরে,
বসাতে সবার বাঞ্ছা দুর্ব্বল বঞ্চকে!
ব্র। বুঝেছি বাসনা; শক্তি নাহি কার ক'রে
যবন নিপাত, ধরে রাজ্য নিজ করে।
কৃ। সপ্তশত বর্ষ, দেব, দাসত্ব-দলনে,
নাহি শক্তি—করে প্রজা রাজার শাসন।
তাই এ মন্ত্রণা, দেব!
ব্র। মাতঃ জন্মভূমি!
না হেরি আঁধার হতে তোমার উদ্ধার!
কৃ। হেরি, দেব, এই ঘোর দেশের দুর্গতি,
প্রাণ নাহি রহে স্থির। রাজা রুদ্রপাল —
নামে যার উঠে কাঁপি সহস্র নরক,
সিরাজের পাপ-তৃষা বাড়ায় সতত
প্রলোভনে। ফিরে চর চারিদিকে তার,

হরিতে রূপসী নারী ;—ঘরে ঘরে স্বধু'
ঘোর হাহাকার ! আর না পারি হেরিতে
দারুণ পীড়ন, প্রভু !

ব্র। জানিছে কুমার !
দেশের দুর্গতি ; কিন্তু নিয়তি সকলি !
হারাইয়া আর্য্যশক্তি, লভি দাসত্বের
অতি ঘৃণ্য অধোগতি, দিতেছি আহুতি
নিজে—যবনের পাপ-বিলাস-অনলে !
কেন দুষ' বালক সিরাজে ? বিজেতার
বিনা অত্যাচার, নাহি ভাঙ্গে কভু নিদ্রা
বিজিত জাতির,—নাহি জাগে শক্তি, মৃত
জাতীয় জীবনে।

কু। এবে বিলম্বে যে আর,
বিলুপ্ত হইবে, দেব, এই আর্য্য-জাতি,
পবিত্র ভারত হতে।

ব্র। ত্যজ বৃথা ভ্রম।
অজ্ঞান-তিমিরে ছিল মগ্ন যবে ধরা,
জ্ঞানালোক আর্য্য-হৃদে হয় বিকশিত।
সংস্কার-প্রভাবে, বৎস, সে মহা আলোক—
শক্তি-কণা-পরিমাণে, হিন্দু-জাতি-প্রাণে
তবু আছে সঞ্চারিত, কভু নাহি হবে
লুপ্ত এই আর্য্য-জাতি

ক্ব। বিদরে হৃদয়,—
হিন্দুর অস্তিত্ব, দেব, কালে মিশাইবে
যবন-প্লাবনে।
ব্র। শুন, বৎস! প্রকৃতির
নিয়ম-প্রভাবে, সভ্যজাতি-পরাক্রমে,
অসভ্য বর্ব্বর জাতি ধ্বংশ হয় ক্রমে।
বিনা উৎপীড়নে, জেতা-জিত-ভাব নাহি
থাকে আর; যায় কালে মিশিয়া প্রবলে—
দুর্ব্বল যে জাতি। অনুসরি এই নীতি,
এ জগতে খ্যাত আকবর; ছিল গুপ্ত
লক্ষ্য তার—করে এক হিন্দু-মুসল্‌মানে।
মিবারে—'প্রতাপ' উঠি প্রদীপ্ত ভাস্কর,
যবন-উদ্দেশ্য গূঢ় ভস্ম করে তেজে।
হেরি ব্যর্থ সেই নীতি, হিন্দুর উচ্ছেদে,
নির্য্যাতন—মূলমন্ত্র করে আরঙ্গেব।
নিদারুণ সে পীড়নে, যেন ভস্মাবৃত
স্ফুলিঙ্গ হইতে, দুই দিকে বহ্নি-শিখা
জ্বলে আচম্বিতে! দক্ষিণে মারাঠা জাতি,
পশ্চিমেতে শিখ—নব অভ্যুদয়ে মাতি—
মোগল-সাম্রাজ্য-ভিত্তি করেছে শিথিল;—
অচিরে মোগল-রাজ্য হইবে পতন।
ক্ব। ভগবন্‌! কতদিনে—কেমনে হইবে
যবন-উচ্ছেদ?

ব্র। ত্যজি নীচ প্রতারণা,
আর্য্যের মহত্ত্বে কর সহ্য, এ অসহ্য
যবন-পীড়ন। ধর ধৈর্য্য ;—এক প্রাণে
কর সবে সমম-সাধনা ; মাতৃ-মন্ত্রে
দিয়া আত্ম-বলি, কর শক্তি-আরাধনা।

ক্ক। এ তত্ত্ব বুঝিল দাস। কিন্তু, ভগবন্ !
কি জানাব পিতৃপদে, কি দিব উত্তর
জিজ্ঞাসিলে ভূমিপাল-দলে,—প্রার্থী সবে
পূজিবারে ও পদ-পঙ্কজ।

ব্র। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) বিনা কৃপা
জননীর, হে কুমার ! না হেরি উপায়।
ভারতের ভবিতব্য কিবা কালোদরে—
জননী-বাসনা কিবা, জানিব ধ্যানেতে
বসি। আজি সন্ধ্যাযোগে, মহাযোগে হব
মগ্ন ; ভঙ্গ হবে ধ্যান তৃতীয় সন্ধ্যায় ;—
জননী-আদেশ হবে প্রচারিত। যাও,
বৎস ! আশ্রমেতে এবে করগে বিশ্রাম ;
দেবীর আদেশে কার্য্য করিব সাধন।

ক্ক। কৃতার্থ হইল দাস। (পদধূলি গ্রহণ)

ব্র। যাও, চণ্ডদেব !
রেখ' লক্ষ্য অলক্ষ্যে রহিয়া, যবনের
এবে কার্য্য-লক্ষ্য কিবা।

চ। যে আদেশ, দেব!

[কৃষ্ণবল্লভ ও চণ্ডদেবের প্রস্থান।

ব্র। সসীম মানব-বল। অসীম বাসনা
সুধু। বাসনায় নর গ্রাসে বসুন্ধরা,
করে চূর্ণ গ্রহ-তারা; সমীরণে রোধে
কারাগারে; পারাবারে ধরে করতলে।
বাসনা জীবন-ব্যাপী; কভু নাহি মিটে
মানব-বাসনা-তৃষা। যত যায় দিন,
ক্ষুদ্র কেন্দ্র বাসনা হইতে, বাড়ে ক্রমে
পরিধি তাহার—ব্যাপি বিশ্বচরাচর?
সতত বাসনা-মদে প্রমত্ত মানব,
শিয়রে মরণ—তবু পতঙ্গ-ক্রীড়ায়
পুড়ে বিশ্ব-বিস্তারিত বাসনা-শিখায়!
দুর্জ্জয় বাসনা জ্বলে চক্রীদল-হৃদে—
বধিবে যবনে শ্বেত-বণিক-সহায়ে।
নাহি ভাবে কভু, এ বাসনা ফলে, কি যে
প্রদীপ্ত অনল-রাশি জ্বলিবে ভারতে!—
নাহি ভাবে মনে এ বাসনা পরিণাম!
বাঞ্ছাময়ি! দেখি কিবা বাসনা তোমার।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল—ভাগিরথী-তীর—আরে নবাব-শিবির।

সময়—সন্ধ্যা।

[নবাব সিরাজদ্দৌলার চিন্তামগ্নাবস্থায় প্রবেশ।

সি। গতাসু সকলে—ছিল যারা প্রতিদ্বন্দ্বী,
এ বঙ্গের রাজদণ্ড হরিতে কৌশলে।
গতাসু সমর-ক্ষেত্রে, গর্ব্বিত নির্ব্বোধ
ভ্রাতা সওকতজঙ্গ। রণজয়ী আমি;
রণ-জয়-দৃপ্ত অই সেনাদল মম,
বীর-নাদে জয়ধ্বনি করিছে আস্ফালি।—
কাঁপিছে জাহ্নবী জল,—কাঁপিছে অম্বর
অই ভীম জয়-নাদে;—কাঁপিছে সভয়ে
বঙ্গভূমি। কিন্তু, হায়, এই হৃদাকাশ
সুদূর জলদ-ছায়ে কেন ছায়াবৃত?
অই জয়োল্লাসে, করি দী[illegible]রশ্মিজাল,
না পারে হরিতে কেন অন্ধকার-ছায়া,
হৃদয় মাঝার হতে? ভবিষ্য-জীবনে,

না জানি কি বিভীষিকা যবনিকা তুলি,
ধরিবে বিকট রঙ্গ—ঘোর রক্তলীলা !!

[সহসা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রেতাত্মার আবির্ভাব।

আ। সিরাজ ! ভাবনা বৃথা। ভবিষ্য ভাবিয়া
ঘোর, ডাকে মাতামহ তোর—হের, বৎস !

(সিরাজের সবিস্ময়ে স্তম্ভিতভাবে করযোড়ে দণ্ডায়মান)

তোরি তরে রক্ষিবারে বঙ্গ-সিংহাসন,
এ বৃদ্ধ-জীবন অসি হস্তে রণাঙ্গনে
করেছি যাপন। বৎস ! ছিল রে বাসনা—
উচ্ছেদি সমূলে ক্রমে স্পর্দ্ধিত বণিকে,
নিষ্কণ্টক রাজ্যে তোরে দিব বসাইয়া।
না মিটিতে সে কামনা, হায় ! কাল-কীটে
কাটিল জীবন-বৃন্ত ;—ফুরাইল আশা।
ইংরাজ-জলদ-জালে, এবে হেরি, বৎস,
ঘোরাবৃত ভবিষ্যৎ-ভাগ্যাকাশ তোর'
আইনু ছুটিয়ে। সেই অন্তিম-শয্যায়
মোর, যে প্রতিজ্ঞা করেছিলি, প্রাণাধিক,
প্রজাকুল-হিতে,—পবিত্রতা স্মরি তার,
না বর্দ্ধিতে, সে বণিকে হবে খেদাইতে
দূর সিন্ধু পারে। স্মরি নিজ ধর্ম্ম—স্মরি
প্রতিজ্ঞা আপন, কর বঙ্গ-সুশাসন।

[ক্রমে অদৃশ্য হওন।

সি। (নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে)
কৃতার্থ এ দাস তব পবিত্র দর্শনে।
করেছিনু যে প্রতিজ্ঞা পরশি ও পদ,
নাহি হবে তাহা কভু বিস্মৃত কিঙ্কর।
যে মদিরা হলাহল, করেছিল মোর
এ জীবন—পাপময়, উচ্ছৃঙ্খল ঘোর,
রক্ষিতে প্রতিজ্ঞা, তাত, পদাঘাতে তাই
সে গরল-সুরা-পাত্র করেছি চূর্ণিত!
অনুসরি প্রজাহিত, এই রাজ্য মম
করিব শাসন। হয় যদি প্রয়োজন—
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন ইংরাজ-উচ্ছেদে।

(দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণবিলম্বে)

ধরি রাজদণ্ড, হেরি মৃত্যু-বিভীষিকা!—
চক্রান্ত চৌদিকে!! ক্ষম, তাত! রক্ষ দাসে;
দেহ শান্তি—রক্ষিবারে মোগল-প্রভাব।

[মোহনলালের প্রবেশ।

এস, বীরবর! বন্ধুবর!

মো। বঙ্গেশ্বর!
পূর্ণিয়া-শাসন-ভার অর্পি মম করে,
করেছ যে পুরস্কৃত, প্রভু কভু দাস
না হবে বিস্মৃত। রণজয়ে জয়ী আজি;

বৈরী ধরাশায়ী ; তব বিপুল বাহিনী,
করে উচ্চ জয়ধ্বনি মাতিয়া উল্লাসে।
কেন তবে নরনাথ! এ আনন্দে হেন
নিরানন্দ আজি ? কেন ম্রিয়মাণ ?—কেন
উল্লাস-প্লাবিত অই শিবির ত্যজিয়ে,
একাকী বিজনে এবে কর বিচরণ ?

সি। সত্য বটে, গৃহ-বৈরী একে একে সবে
ধরাশায়ী। করি ক্ষমা—বরি উচ্চ পদে
রাজদ্রোহীগণে, করি যত্ন—করিবারে
বশীভূত। কিন্তু হায়! নহে নিষ্কণ্টক
রাজ্য মম। ক্ষুদ্র যেই কাল-ভুজঙ্গম—
করিলে গর্জ্জন মাঝে-মাঝে গৃহ-মাঝে,
না বধিয়া—গৃহস্বামী পারে কি নিশ্চিন্তে
কভু ঘুমাইতে ? ধরি দিব্য ছায়া-মূর্ত্তি,
কহিলেন মমতায় মাতামহ মম—
"ইংরাজ-জলদ-জালে, এবে হেরি বৎস,
ঘোরাবৃত ভবিষ্যৎ-ভাগ্যাকাশ তব।"

মো। (স্বগত) ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ-বাণী !! সত্য কি এ
তবে—দৃপ্ত ব্রিটিশের অদৃষ্ট প্রবাহে,
যাবে ভাসি এ যবন ? না-না—বৃথা শঙ্কা।
ষড়যন্ত্র চারিদিকে ; সশঙ্ক বালক,
জাগ্রতে দেখেছে স্বপ্ন চিন্তার বিকারে।

(প্রকাশ্যে)

বুঝিনু, নৃমণি! চিন্তা তব। দেহ আজ্ঞা
এ মেঘ না হতে ঘনীভূত, প্রভু, ভীম
প্রভঞ্জন-বলে, দিই দূর সিন্ধু-পারে
সমূলে উড়ায়ে। নহে মহারাষ্ট্র-দস্যু
দুর্দ্দান্ত প্রবল—নহে দিল্লীর মোগল
ধন-বল-শালী; কেন তবে, বঙ্গেশ্বর!
ডরিব এ মুষ্টিমেয় বণিকে আমরা?
কর্ণাটে ক্লাইব-নাম হয়েছে প্রচার;
তাই কি ইংরাজ ভয়ে হয়েছ আকুল
তুমি—বঙ্গ-অধীশ্বর? বীরবর তুমি;
পূর্ণিয়া-সমর সজ্জা নাহি ত্যজি, বীর,
চল যাই রণরঙ্গে ইংরাজ-উচ্ছেদে।
গর্ব্বিত খৃষ্টান তবে, স্তব্ধ হবে হেরি—
কিবা বল ধরে ভূজে হিন্দু-মুসলমান।

সি। হে বীর! বীরত্বে তব নাহিক সংশয়।
তব বাহু-বলে আজি বিজয়ী সিরাজ,—
তব পাশে চির-ঋণী বঙ্গ-অধিপতি।
কিন্তু, কি করিবে বাহুবল, যেথা, বীর,
বঞ্চনা প্রবল সদা? চাতুর্য্যের বলে,
হরিতে প্রভুত্ব মম—ইচ্ছা ইংরাজের।
শান্তি তরে, ত্যজি স্বার্থ—অর্থ দিয়া সন্ধি

করিনু বন্ধন।—হ'ল অলীক স্বপন !!
ফরাশি-বিরোধ-ছলে, আবার ইংরাজ
চায় দিতে বাধা মম স্বাধীন ইচ্ছায় !

মো। বৃথা এ ভাবনা ত্যজ এবে, বঙ্গেশ্বর!
ধরিতে কৃপাণ এই—র'বে যতক্ষণ
শক্তি ভুঁজে মোর, নিজ কর্ত্তব্য-সাধনে—
প্রভুকার্য্যে প্রাণপণে র'বে নিয়োজিত।
না তুলিতে ফণী, দিতে হবে ভাঙ্গি, প্রভু,
ইংরাজ-ভুজঙ্গ-দন্ত—বীরত্ব-প্রতাপে।
নতুবা সঞ্চয়ি বল—হইলে সবল,
হইবে দুর্দ্দম এই শ্বেত বিষধর—
চাতুর্য্যে অতুলনীয়। জানে—বীর্য্য-বল
হিন্দুবীর ; নাহি জানে—চাতুর্য্য-ছলনা।
দেহ আজ্ঞা—যাই এবে ; এ ফুল্ল সন্ধ্যায়,
রঙ্গময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে,
দিব না ব্যাঘাত, প্রভু !

[অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।

সি। এ হেন বিশ্বস্ত
বীর মহাযোদ্ধা, যদি রহিত আমার
পঞ্চজন আর—তুচ্ছ ব্রিটিশ-বণিকে ;
জাহ্নবীর জলে, এতদিনে সুনিশ্চয়
দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয় বর্গী হ'ত নিমজ্জিত।

কিন্তু, হায়! যত রাজকর্ম্মচারী মম,
বিশ্বাসঘাতক সবে—কৃতঘ্ন—বঞ্চক!
ভাগ্যে যাহা থাকে, নাহি ভাবি ভবিষ্যৎ—
করি কার্য্য এবে রাজ-কর্ত্তব্য-সাধনে।
(ধীর পদে বিচরণ।)

[মিরণের প্রবেশ।

মি। (স্বগত) সিরাজ করিছে স্বপ্নে সাম্রাজ্য-সম্ভোগ!
আছে যে ক'দিন, রক্ত-স্রোতে পরিষ্কার
করুক আমার পথ। জানে না এ মূঢ়,
কার তরে রুদ্রপাল কূট-বুদ্ধি-বলে,
করে রক্ষা সিংহাসন। জানে না, অচিরে
ও বক্ষে খেলিবে ছুরি—শোভিবে এ শিরে
এ বঙ্গ-কিরীট দীপ্ত! অন্ত শির নত
এই; কল্য ধূলি-বিলুণ্ঠিত ও মুণ্ডে দর্পিত,
পাতি রাজ-সিংহাসন বসিবে মিরণ,—
কামিনী-কুসুম-হারে শোভিয়া সুন্দর।
(অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে)
জাঁহাপনা! পরিহরি প্রমোদ-উল্লাস,
বিরলে বিজন ভূমে কেন একা কর
বিচরণ? অদর্শনে তব সহচর সবে,
বিষণ্ণ উল্লাসহীন,—বিজয়-উল্লাসে
উল্লসিত কর সবে দিয়া দরশন।

সি। শুন, বন্ধু! এ সুদিনে কাতর অন্তর,
স্বর্গীয় নবাবে স্মরি। কাঁপে বক্ষ মম
অমিত বিক্রমে; এ প্রভাব—পরাক্রম,
নারিনু দেখাতে, হায়! সেই স্নেহময়
মাতামহে! তাই, বন্ধু,—বিষাদে বিরলে
ফেলি অশ্রুজল।

মি। হেন শুভদিনে স্মরি
মৃতজনে, নাহি ফল, হে জনাব! আজি
শত্রু-জয়ী তুমি; শত্রু-হীন এবে বঙ্গ-
অধিপতি।

সি। কহ, বন্ধু সত্য কি সিরাজ
শত্রুশূন্য আজি?

মি। সত্য—সত্য সুনিশ্চিত!

সি। হ'ক সত্য বাক্য তব। চল, সবে মিলি,
বৈরী-নাশে মাতি আজ বিজয়-উল্লাসে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[চণ্ডদেবের প্রবেশ।

চ। এই কি সিরাজ সেই—দুর্নাম সর্ব্বত্র
যার নরাকার প্রেত বলি? বুঝিলাম—
বিদ্রোহী বঞ্চক সবে, বালকের শিরে
ঢালি চির-কলঙ্কের কালি—করে কেলি

গুপ্তভাবে অতি, সদা স্বার্থ-সিদ্ধি-তরে!
হেরিনু---সিরাজ নহে মদ্যপ পিশাচ;
ধরে শক্তি হৃদে—ধরিবারে রাজদণ্ড
প্রজার পালনে। ছিল ইচ্ছা—এই শূলে
বক্ষ দীর্ণ করি, দিব ঘুচায়ে পাপের
লীলা—বঙ্গে হাহাকার। কিন্তু, হেরি শক্তি
বালক-হৃদয়ে অই, আনত ত্রিশূল
মম। যাক্—দেখিলাম সব গুপ্তভাবে।
দেখি এবে কেমনে হইবে বঙ্গে, পুনঃ
হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত, ভবানী-কৃপায়।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল—নবাব-শিবিরের অভ্যন্তরভাগ।
সময়—প্রথম রাত্রি।

নবীন ও প্রবীন দুইজন পারিষদ সমাসীন।
(সম্মুখে নানাবিধ সুরা ও পানপাত্র সুসজ্জিত)

ন-পা। (স্ফাটিক পাত্রে সুরা ঢালিয়া) ধর, বাবা! মারো কোসে টান্।

প্র-পা। আস্‌লে নবাব ; আগে এতটা ভাল নয়, হে ভায়া !

ন-পা। আর, বাবা, ভাল-মন্দ ! সে ভরসা নাই বড়—বৃদ্ধ বন্ধু ! ঢুক্ করে যা পার এখন—ধর।

প্র-পা। (সুরাপাত্র হস্তে লইয়া) বটে,—হ'ল কিহে ভায়া ?

ন-পা। ছিল সোনা ব্যাঙ—ডুবে মদে ; হ'ল বোড়া ফোঁস্—বসে মস্‌নদে ! আর বাবা ! লাগাও এখন কোসে চুমুক্। যায়-যাক্ জাহান্নমে এ দুনিয়া।

প্র-পা। (এক দমে পান করিয়া) আঃ! আঃ! তোফা !—তোফা !! (শূন্যপাত্র পূর্ণ করিয়া) ধর, ভায়া। মারো টান্।—আসুক্ উড়ে পরিজান্ !

ন-পা। তবে—তবে -বৃদ্ধ বন্ধু ! এখন তোমার সে জ্বলন্ত রূপসীর—ক্ষরন্ত সুধা করি পান। (পান করিয়া পাত্র রাখিয়া দেওন)

প্র-পা। হো-হো ! সেত আর নয় আধ-ফোটা কমলের কুঁড়ি ; সে যে অভ্রভেদী বিন্ধ্যগিরি—এখন নতশির, ভায়া !

ন-পা। তবু—তবু এখনও রসের নির্ঝর যা ছুটে, ভেসে যায়—বন্ধু, কত—কত মত্ত হাতী !

প্র-পা। বেশ্ ভায়া ! বলিহারি ! যাক্—সত্য বল্‌তে কি, আমার সেই কুরঙ্গনয়নী রঙ্গিনী প্রেয়সীরে বলেছিলাম—যে দুদিন রও, বুড়ো আলিবর্দ্দিকে গোরে যেতে দাও,—তা হলেই কিস্তি-মাৎ !—ইস্তক-বিস্তি-কাবার !—আমরাও আদত নবাব !!

তখন বেগম সাহেবা না চাহিতে, একটা কি—অমন শ'খানেক আকাশের চাঁদ ধরে দিব ;—সাগর-ছেঁচা অমন দশ-বিশ-গণ্ডা মুক্ত-মাণিকের ঝুড়ি খুলে দিব। এখন ভণ্ডামির বেতর ব্যাপার দেখে—তাক্ লেগেছে, বাপ্! হায় রে কপাল! এ কপালে এখন আছে দেখ্‌ছি স্রধু—সে রঙ্গিণীর রঙ্গিন চরণ-ভঙ্গিমা !!

ন-পা। যা বলেছ, বন্ধু! ঐ ভয়ে ঘুরে যাওয়া বন্ধ—একেবারে। সেথা আমার তিনি—সেই যৌবন-জোয়ার-টানে ঢল্-ঢল্ ঢল্ পদ্মিনী মানিনী—সেই রাগে ফোঁস্-ফোঁস্-ফোঁস্-গর্জ্জনে গর্ব্বিনী প্রেয়সী আমার, আহা! আশাপথ চেয়ে আঁচল বিছায়ে আছে!

প্র-পা। পেয়েছ খেতাব—'বাহাদুর'। ভয় কি, বাপ্! যাও—এখন বিবিজানকে ছেড়ে দাওগে বাহাদুরী! হো-হো-হো!

ন-পা। সে বড় বিষম ঠাঁই, বন্ধু! সেথা স্রধু কর্‌লে ফাঁকা বাহাদুরী, সেই রুণু-রুণু-ঝুনু-নিতম্ব-রঙ্গিণী—রণ-রঙ্গিনী রূপে সম্মার্জ্জনী ধরি, হয় অতি ভয়ঙ্করী !! ভয়ে এই দিগ্‌গজ পুরুষ, দুনিয়া আঁধার দেখে—শ্রীপদ-পঙ্কজে পড়ি বারবার করে নমস্কার! তবে—তবে মুস্কিল আসান্ হয়, বাবা!

প্র-পা। সাবাস্! সাবাস্ বাহাদুরী! যাক্, যা থাকে কপালে! এখন ঢাল—ঢাল মদিরা-মধু। মজুক্—মজুক্ অভাগা সিরাজ!

ন-পা। পথে এস, বাবা! (সুরা ঢালিবার উপক্রম)

প্র-পা। (ত্রাস্ত হইয়া) রও—রও—কে আসে ঐ?

ন-পা। (সুরাপাত্র যথাস্থানে রাখিয়া) দেখো, বাপ্! চাল্ না বেচাল হয়।

প্র-পা। বড়—কিছু ভয় নাই।

[মিরণের প্রবেশ।

আঃ! সেনাপতি-পুত্র—তুমি ?—তুমি একা ? নবাব কোথায় ? যুদ্ধে জয় হ'ল ; সে বোকা সওকতজঙ্গ নিপাত গেল ; সেনাদল আমোদে মাতোয়ারা ; চারিদিকে জয়ধ্বনি—উল্লাসের রোল! এমন একটা উৎসবের দিনে—কোথায় এ নবাব-শিবিরে, সুরা-সিন্ধু-মন্থনে—লহরে লহরে শতশত রঙ্গময়ী ষোড়শী মোহিনীর রূপের ফোয়ারা ছুটবে ;—আর আমরা তায় স্বর্গসুখে হাবুডুবু খাব! না—কোথা আজ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে !! না মর্‌তে বুড়ো আলিবর্দ্দি, এমন ছোক্‌রা বয়সে—সেই সিরাজ হল কি দুদিনে, বাপ্।

মি। বৃদ্ধের অধম !!

প্র-পা। না বস্‌তে মস্‌নদে, একেবারে এত মেজাজ গরম—ভাল নয়।

ন-পা। ভাল নয়—তাত ঠিক। জাহান্নমে যাবার লক্ষণ! তবে দেখা যাক্, কতদিন—কতদূর আর চলে এই চাল্! (পাত্রে সুরা ঢালিয়া মিরণের হস্তে প্রদান) যাক্—জাহান্নমে যাক্ পাগল সিরাজ। ধর, বন্ধু! এস—নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করা যাক্।

মি। (সুরাপূর্ণ পাত্র হস্তে ধরিয়া)

দেখ দেখি—মন-বিমোহিনী রঙ্গময়ী
সুরা এই, সুখের বেহস্ত লয়ে, কিবা
ব্যঙ্গভরে করে টল্‌মল্‌! মূর্খ যেই—
নাহি ভজে সুরাদেবী। এস, দেবি! পূজে
কৃতজ্ঞ এ ভক্ত তোমা প্রেম-ভক্তি-ভরে।

ন-পা। (পাত্রে সুরা ঢালিয়া ও ক্ষণেক হস্তে ধরিয়া)
হে সুরা-সুন্দরি! চির-শক্তিময়ী তুমি,
বিশ্বে—বিশ্ব-বিজয়িনী! তোমার প্রবাহে,
ভাসি যায় কালে কত রাজ্য—কত জাতি।
সিরাজ ত তুচ্ছ তৃণ!! ডুবায়ে অধমে
আবর্ত্তে তোমার, দাও ভাঙ্গি বৃথা দর্প।
যাক্—দাও ভাসায়ে দুনিয়া! এস এবে
চুমিয়া তোমায়, করি শক্তি-আরাধনা।
(পান করিয়া পাত্র রাখিয়া দেওন)

মি। হ'ও না অধীর এবে এই ভাবে। দেখি,
এই হাতে বাঁধা জল, গড়ায়—কোথায়—
কতদূরে।

প্র-পা। বালক যখন—সুরা-সরে,
নলিনী-ললনা-সঙ্গে, নিত্য নব-রসে
মরাল-মরালী-রঙ্গে দিয়াছে সাঁতার।
ছুটিলে যৌবন-উৎস, হইলে নবাব—
ছিল আশা, দিয়া ঝাঁপ সুরা-সিন্ধু-মাঝে,

রমণী-তরণি-বক্ষে ভাসিবে নিয়ত।
অলীক স্বপন এবে !!

[ত্রস্তভাবে জনৈক পারিষদের প্রবেশ।

পা। স্থির রও সবে ;
আসিছে নবাব।

মি। কর সবে সংবর্দ্ধনা
বিজয়-উল্লাসে।

[পারিষদগণ ও পশ্চাতে রুদ্রপালের প্রবেশ।

(পারিষদগণ একস্বরে)
জয়—যুদ্ধে বৈরী-জয়ী
বঙ্গ-অধীশ্বর !

মি। জয়—জয়—জয়ী ভাবী
ভারত-ঈশ্বর !

সি। বন্ধুগণ ! এই জয়-
সংবর্দ্ধনা, চিরদিন করুক্ বিজয়ী
মোরে ;—জাগি স্মৃতি-পথে রহিবে সতত।

মি। জাঁহাপনা ! অদর্শনে তব, ম্রিয়মান
বান্ধব-মণ্ডলী।

সি। এবে, বন্ধুগণ, হও
আনন্দ-হিল্লোলে মত্ত। কর ইচ্ছা যাহা ;
নাহি দিব বাধা আজি বিজয়-উল্লাসে।

(পারিষদগণ সমস্বর)

জয়—বঙ্গ-অধীশ্বর ! ঢালরে মদিরা !—

মি। (সুরাপূর্ণ বোতল ঊর্দ্ধে ধরিয়া)

তুমি সুরা শক্তিময়ী। সাজে কি তোমারে
ভঙ্গুর আধারে রুদ্ধ ? এই সুরা-উৎসে
মধুর লহর উঠি, দিক্ ভাসাইয়া
পলকে ত্রিলোক সহ ত্রিকালের স্মৃতি !
জয়—জয় বঙ্গের ঈশ্বর ! দাও খুলি
সুরা-স্রোত ; ডুবাইয়া অবসাদ, বঙ্গে
এ সুধা-তরঙ্গ-ভঙ্গে, ভাসুক উথলি
শত স্বর্গ সুখের হিল্লোলে।

(মিরণের হস্ত হইতে স্ফাটিক আধার লইয়া, নবীন পারিষদ কর্ত্তৃক পাত্রে সুরা ঢালা)

প্র-পা। দাও খুলি
রুদ্ধ স্রোত ! খরস্রোতে ছুটি সুধা, দিক্
ভাসাইয়া এ ছুনিয়া ! জয়—জয় বঙ্গ-
অধিপতি ! এস সবে ; জয়-গানে মাতি,
কামিনী-কমল-দলে পূজি রঙ্গময়ী
সুরাদেবী।

ন-পা। (সুরাপূর্ণ পাত্র হস্তে ধরিয়া)

জয়—বঙ্গ-অধীশ্বর ! মাত'
সবে ; খুলিলাম রুদ্ধ মদিরা-নির্ঝর ;—

ধারে ধারে সুধা-ধারা ছুটি, দি'ক্ খুলি
বেহেস্ত বাহার! (সিরাজের সম্মুখে সুরাপাত্র ধরিয়া)
এবে, হে জনাব! পিয়ে
এ অমিয়া সুখ-সরে ভাসাঁও সবারে ;—
কৃতার্থ হইয়া সবে করি জয়-গান।

সি। দিয়াছি আদেশ—এই বিজয়-উৎসবে,
কর পান সুরা ; কর আনন্দ-উল্লাস।
কিন্তু, কিন্তু - বন্ধুগণ! কেমনে প্রতিজ্ঞা
লঙ্ঘি, পরশে সিরাজ সুরা ?

ন-পা। জাহাঁপনা!
শত্রুজয়ে—শুভদিনে, সুধাপানে চাই
এ সুখ-সাধনা! ধর, প্রভু, সুধা-পাত্র।—

সি। না, না—বন্ধুগণ! স্মর স্বর্গীয় নবাবে।
হেরি—অই পবিত্র প্রেতাত্মা তাঁর, অন্ন-
দাতা পিতা সবাকার, দাড়ায়ে সম্মুখে-
করি ঘোর ভ্রুকুটি-ভৎর্সনা! হেরি—অই
ইঙ্গিতে দেখান মোরে, রাজদণ্ড ধরি
রাজার কর্ত্তব্য কিবা রাজ্য-সুশাসনে!
হেরি—অই বিকৃত বদনে—হের—হের—
দেখান আমারে, অতীতের সেই পাপ-
দৃশ্য যত বিভীষিকাময়—ধরি দীপ্ত
কবর-আঁধারে কি নরক ভয়ঙ্কর!!

না—না, না লঙ্ঘিব কভু সে প্রতিজ্ঞা মম;
না স্পর্শিব কভু আর সুরা। ভাঙ্গ—ভাঙ্গ
অই পান-পাত্র;—কর চূর্ণ পদাঘাতে;—
দাও—দাও ডাহারমে মদিরা-গরল।

[সবেগে প্রস্থান।

(পারিষদের কম্পিত হস্ত হইতে সুরাপাত্র পতিত
হইয়া চূর্ণ হওন—স্তম্ভিত হইয়া সকলের
ক্ষণেক অবস্থান)

রুদ্র। একি প্রহেলিকা!! ক্ষিপ্ত কি নবাব? সেই
সুরা-নামে শিহরিয়া, একি বিভীষিকা
করে দরশন!
(স্বগত) যাও, মূঢ়! হেরিতেছ
কালের করাল ছায়া! পলাবে কোথায়?
কাল আমি শিয়রেতে আছি দাঁড়াইয়া।

[প্রস্থান।

মি। (স্বগত) অমৃতে অরুচি যার, ক'দিন জীবন
তার? সাধ—ভণ্ড শঠ আলিবর্দ্দী হতে!
ধরি রাজদণ্ড, করি স্পর্দ্ধা, করে মূর্খ
অবজ্ঞা সবারে! নাই বিলম্ব অধিক।
রুদ্রপাল কূট-বুদ্ধি-প্রভাব-প্রবাহে,
পারে ভাসাইতে আরঙ্গেব ঐরাবতে;—
তুই ত সিরাজ—ক্ষুদ্র ভেক। যাবি ভাসি
ছিন্ন তৃণ সম। সাধে কুক্কুর অধম

সিংহের বিক্রম! হা-হা! রহ দুই দিন
আর। তারপর, এই কর, রে নির্ব্বোধ!
রঞ্জিবে রুধিরে তোর।
(প্রকাশ্যে) যাক্—যেতে দাও ;—
উন্মাদ হয়েছে মূঢ়। অই ও শিবিরে,
রূপসী রমণী-দল মত্ত নৃত্য-গীতে।
চল সবে ; দিব ভাসাইয়া অবসাদ—
নিতম্ব-ভঙ্গিমা-ভঙ্গ-সুরঙ্গ-তরঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল—পর্ব্বত-শিখর।
সময়—ঘোর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

[গুহাভ্যন্তরে ব্রহ্মচারী যোগমগ্ন]
চণ্ডদেব বৃক্ষশাখা ধরিয়া গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান ও
উগ্রদেবের ধীরপদে বিচরণ।

উ। কি ভাবিছ, চণ্ডদেব?
চ। সুদূর অতীত।
উ। সম্মুখে ভবিষ্য অই,—অতীত পশ্চাতে।

চ। অতীত—কঙ্কাল-রাশি। কিন্তু, উগ্রদেব,
ছায়ামাত্র—ভবিষ্যৎ!

উ। আশা—ভবিষ্যৎ;
যন্ত্রণা—অতীত।

চ। কিন্তু, ভ্রাতঃ, প্রতিষ্ঠিলে
ভবিষ্যৎ—অতীতের মহত্ত্ব-ভূমিতে,
হয় ভিত্তি দৃঢ় অতি।

উ। বুঝিলাম—চিন্তা
তব, চণ্ডদেব।

চ। কিন্তু বুঝ নাই, ভ্রাতঃ,
ভবিষ্যৎ কিবা।

উ। আজি সে তৃতীয় সন্ধ্যা;
অচিরে যাইবে জানা কিবা ভবিষ্যৎ।

চ। মহাকাল-বক্ষ খুলি, করিতে দর্শন
ভারত-ভবিষ্য-ভাগ্য, তিন দিন মগ্ন
মহাযোগে গুরুদেব। তিন দিন নহে
উদিত তপন! রুদ্ধ-শ্বাস চরাচর
দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত! কিবা ভারত নিয়তি
করিতে শ্রবণ, অই প্রস্রবণ নাহি
ছুটে আর,—নাহি বহে স্তব্ধ সমীরণ।
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক বসি শাখে শাখীকুল;

কুরঙ্গ-নিকর ভুলি খেলা, ঊর্দ্ধমুখে
আছে দাঁড়াইয়া। স্তব্ধ সব—শব্দহীন!
প্রলয়ের পূর্ব্ব-শান্তি বিরাজে কেবল!

উ। সত্য, চণ্ডদেব। ঘোর জলদ-মণ্ডলে,
ব্যাপ্ত ব্যোমদেশ। বিদারিয়া মাঝে মাঝে
কাদম্বিনী-কায়া, ছায়া—সুবিকট ছায়া—
ছুটিয়া পলায়। স্তব্ধ বসুন্ধরা, হেরি
বিভীষিকা ছায়া!!

চ। নহে প্রসন্না ভবানী।
তাই অন্ধকার; বুঝি, আরো অন্ধকার
ভারতের ভবিষ্যৎ! তাই গুরুদেব
অকাল-বিপ্লব ভাবি, আকুল চিন্তায়।
তাই স্তব্ধ চরাচর!

উ। জগদম্বে! এই
বাঞ্ছা তব? গেছে ধর্ম্ম; গেছে জাতি; গেছে
কুল-মান; জন্মভূমি হয়েছে শ্মশান!
ভারত-সন্তান মৃতপ্রাণ শব-রাশি!—
যবন-শৃগাল পালে পালে, শুষ্ক অস্থি
করিছে চর্ব্বণ। আর্য্যজাতি এ দুর্গতি,
অহো! কতকাল আর হেরিবি, জননি?

চ। হা জননী জন্মভূমি! বিদরে হৃদয়,
হেরি তব সুশ্যামলা সুজলা সুফলা

শোভা—এবে মহামরু-বালুকার লীলা !—
মৃগ-তৃষ্ণিকায় মরে ভারত-সন্তান।

(সহসা মেঘগর্জ্জন)

উ। কি ভীষণ মেঘের গর্জ্জন ! হেরি এই
মূর্ত্তি প্রকৃতির, প্রাণ উঠিছে শিহরি !

চ। আসে বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত সহ !

উ। লইগে আশ্রয় চল ভৈরব-গুহায় !

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

(ঘোর শব্দে ঝড় ও বৃষ্টি)।

[ব্রহ্মচারীর ধ্যানভঙ্গ ও গুহা বহির্ভাগে আগমন।

ব্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)
ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ !! ভাগ্যদেব-করে,
ভারত-নিয়তি-চিত্র অতি ভয়ঙ্কর !!
উঠে ঘোর ধূমরাশি ; মাঝে তার বসি
ভারত-জননী একা !— সর্ব্বঅঙ্গ ক্ষত,
বহে রুধিরের ধারা ! ভয়াল শৃগাল
পড়ি পার্শ্বে—ছিন্নদেহ ! সুশ্বেত কেশরী
এক, লোল রসনায় করিছে লেহন,
ক্ষত অঙ্গ জননীর ! অহো ! বুঝিলাম
ভাগ্য তব, জন্মভূমি !

(ক্রমে ঝড়-বৃষ্টি মন্দীভূত হওন)

মাতঃ জগদম্বিকে!
একি এ বিধান! এই কি বাসনা তব,
ভারত-জননী—ধন-ধান্য-রত্নময়ী—
ধূমাবতী-রূপে কি মা হবে পরিণত?
ধ্বংস-স্তূপ অট্টালিকা সম, অতীতের
গৌরব প্রকাশি, র'বে পড়ি এ ভারত
পশুর আবাস হ'য়ে? না জাগাবে যদি
নিদ্রিত এ জাতি, সংহারিণী তুমি, মাতঃ!
কর লয় এ ভারত প্রলয়-প্লাবনে।

(গুহামধ্যে সহসা ঘোর বজ্রনাদ ও অপূর্ব্ব আলোক-
বিকাশে দেবী কালিকা-মূর্ত্তির আবির্ভাব;
গুহাদ্বারে করযোড়ে ব্রহ্মচারীর স্তম্ভিত
ভাবে অবস্থান।)

(গুহামধ্যে দৈববাণী)

"কেন বৃথা অবসাদ তব, হে ধীমান্!
হিন্দু-সূর্য্য কবলিত যবন-জলদে;
সুদূরস্তর সিন্ধু-পার হ'তে, অভিনব
জাতি এক—নব-শক্তি-বলে পশি হেথা,
অতি ভীম প্রভঞ্জন-প্রভাবে অচিরে,
যবন-জলদ-জাল দিবে উড়াইয়ে;
হবে দূর অন্ধকার, পাশ্চাত্য আলোকে।

ভুলিয়াছ শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, জাতি-মান ;
নব-বলে বলী-সেই শ্বেত মহাজাতি,
শিখাইবে শক্তি-পূজা,—জাতীয় সম্মান।
এ বিশ্ব হইবে মুগ্ধ হেরি—বৈদেশিক
শক্তি-মন্ত্র-মহত্ত্ব-প্রভাবে—একীভূত
সমগ্র ভারত এক জাতীয় বন্ধনে।
সে পাশ্চাত্য নব মহাজাতি-অভ্যুদয়ে
হেথা, মৃতপ্রায় এ প্রাচীন প্রাচ্যজাতি
হবে সঞ্জীবিত—পুনঃ নব অভ্যুদয়ে।
নব-রাগে নব-ভানু ভাতিবে আবার,
আচ্ছন্ন ভারত-নভে। দূর ভবিষ্যৎ,
কহিনু তোমারে।”

ব্র। (প্রণিপাত করিয়া)
কৃপা করি কহ দাসে,
কৃপাময়ি! কোন্ মহাক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে,
শক্তি-বীজ পুনঃ, মাতঃ, হইবে সঞ্চার?
(গুহামধ্যে পুনঃ দৈববাণী)
“অদূরে পলাসী-ক্ষেত্র ; যবন-রুধির,
করিবে উর্ব্বর সেই ভূমি। মহাক্ষেত্রে
সেই, যেই শক্তিবীজ হইবে সঞ্চার,
পাশ্চাত্য প্রভাব-বলে হইয়া রক্ষিত—
কালে, পূর্ব্ব-মহিমায়, মহীরুহে পুনঃ

হবে পরিণত—ব্যাপ্ত করিবে ভারত।
হে ধীমান্! ত্যজি অভিমান, মহোল্লাসে,
ভারত-মঙ্গলে, বৈদেশিক শক্তি সেই
কর আবাহন।"

[সহসা আলোক সহ দেবীমূর্ত্তির তিরোধান।

ব্র। (দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে)
মাতঃ! সকলি তোমার
ইচ্ছা। কি বুঝিবে মূঢ় এই, লীলা তব,
লীলাময়ি? এক চক্ষে তুমি মা হাসাও;
কাঁদাও তুমিই পুনঃ আর চক্ষু দিয়া!
জ্বাল' তুমি কাল-চিতা শক্তির আবাসে;
ফুটাও আবার তুমি ফুল্ল পারিজাত,
ভীষণ শ্মশানে! ভুলি হৃদয়-বেদন—
লৌহের নিগড় ভাঙ্গি, পরিব চরণে,
আদেশে তোমার, মাতঃ, সুবর্ণ-শৃঙ্খল

[চণ্ডদেব ও উগ্রদেবের প্রবেশ।

উভয়ে। (প্রণিপাত পূর্ব্বক সমস্বরে)
কতদিনে—গুরুদেব! কতদিনে হবে
যবন-নিপাত?

ব্র। এবে যবন-নিপাতে;
নাহি হবে ভারত-উদ্ধার।

চ। তবে, দেব!
যবন-বর্ব্বর-পদ-দাপে, লুপ্ত হবে
আর্য্য-মহাজাতি?—এই কি সে ভবিতব্য?
উ। হা ধিক্! অধর্ম্ম-জয়—এই কিগো, প্রভু,
বিধাতা-বিধান?
ব্র। নহে বিরূপ বিধাতা।
হেরিলাম কাল-গর্ভে অদৃষ্ট-ফলকে—
ভীষণ শৃগালে নাশি, ভারত-ভূষণ
ধরেশিরে শ্বেত এক সিংহ মহাকায়।
উ। যতোধর্ম্মস্ততোজয়— মহা-ধর্ম্ম-বাণী,
তবে কি, জননি, বিপর্য্যয় আর্য্য-
জাতি-নাশে?
চ। হা ধিক্ অদৃষ্ট! বধি ধূর্ত্ত
যবন-শৃগালে, মাতঃ, ব্রিটিশ-কেশরী
বসিবে ভারত-বক্ষে—দৃপ্ত দন্ত-বলে?
[কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ ও প্রণিপাত করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান।
ব্র। এস হে কুমার! এবে, চণ্ডদেব, কর
আহ্বান ভৈরব-দলে—ভবানী-পূজায়।
(চণ্ডদেব কর্ত্তৃক উচ্চ শঙ্খনাদ)
[ক্ষণ-বিলম্বে চতুর্দ্দিক হইতে ভৈরবদলের প্রবেশ।
ভৈ-দ। (সকলে উচ্চে সমস্বরে)
জয়—জয় জয়দম্বে! জয় গুরুদেব!

(সকলে ব্রহ্মচারীকে প্রণিপাত পূর্ব্বক
ভবানীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া)

জয় মা ভবানি! কর যবন নিপাত।

ব্র। শুন, বৎসগণ! শ্বেত-জাতি-অভ্যুদয়ে,
যবন-পতন ত্বরা। ধরিবে সে জাতি
ভারতের রাজদণ্ড—ভারত-মঙ্গলে,
ভবানী আদেশে। সেই মহাশক্তিশালী
জাতি ধরি দীপ এ আঁধারে—উদ্ধারিবে
নষ্ট-জ্ঞান-মণি; শিখাইবে শক্তিপূজা
পতিত ভারতে,—জাগাইবে জাতিগত-
প্রাণ মৃত জাতি-হৃদে। লভিবে ভারত
সে পূর্ব্ব-গৌরব মহা—পুনঃ অভ্যুদয়ে।
এই অধীনতা-তরে, শান্তির ছায়ায়,
যেই শক্তি-প্রদীপ্ত-প্রভায় দীপ্ত হবে
এ ভারত, হবে ধন্য পতিত এ জাতি।
মহাশক্তি-মহাদেশে, জননী-পূজায়,
পুত্রগণ, বৈদেশিক নব শক্তি কর
আবাহন; হবে কালে ভারত-মঙ্গল।
যাও সবে, পূজ আজি মায়ে মহোৎসবে।

ভৈ-দ। জয় গুরুদেব! হবে ভারত-মঙ্গল।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

ব্র। শুনিলে, কুমার! এবে কহিও সভায়,
গুপ্ত-ইষ্ট সবাকার হইবে সাধন;
অচিরে পাইবে সবে সাক্ষাৎ আমার।
কৃ। কৃতার্থ কিঙ্কর। হবে কৃতার্থ সে সভা,
শ্রীপদ-পরশে।
ব্র। চল, বৎসগণ! ত্যজি
বর্ত্তমান—স্মরি দূর ভবিষ্য-ভারত-
মঙ্গল, পূজিগে মায়ে।
(সকলে সমস্বরে) জয় জগদম্বে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আজিমগঞ্জ রাজা রুদ্রপালের অট্টালিকা—মন্ত্রণাগার।
সময়—নিশীথ রাত্রি।

রুদ্রপালের ধীরে পাদচারণ।

রু। মূলমন্ত্র—উচ্চাকাঙ্ক্ষা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বলে
ক্ষুদ্র হয় সুবৃহৎ। কিন্তু, নাহি এই
আকাঙ্ক্ষার শেষ। মিটে যত আশা, বাড়ে
তত সীমা; দেখাইয়া দেয় দূরে—দীপ্ত-
রত্ন রাজদণ্ড! কিন্তু পথ সুদুর্গম
অতি! জ্বলে কোথা ঘোর উত্তপ্ত বালুকা—
জ্বলন্ত অঙ্গার সম! নররক্ত ঢালি,
নাশিলে উত্তাপ সেই, তবে হয় সাধ্য
ক্রমে পন্থা অতিক্রমে। কোথা স্থানে স্থানে,
কি দুর্লঙ্ঘ্য গভীর গহ্বর তমোময়!
নরভালে পুরি' সে গহ্বর, অস্থি জ্বালি'
সে আঁধারে, হয় সাধ্য হ'তে অগ্রসর

এ দুর্গম পথে। এই পথে—পদে পদে
হস্ত-পদ হয় তপ্ত-রুধির-রঞ্জিত !!
দুর্ব্বল-হৃদয় কাঁপে হেরি রক্ত-লীলা ;—
বলি'—মহাপাপ, উঠে' আতঙ্কে শিহরি !
কোথা পাপ ?—পাপ-পুণ্য স্বরগ-নরক,
কিছু নয়—কিছু নয়,— মনের বিকার!
ক্ষুদ্রাশয় ভীরু কাঁপে ; কাঁপুক্' সে ভয়ে।
এই শক্তিশালী হৃদি, ভ্রমে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-
পথে, পদাঘাতে করে দূর পাপ-পুণ্য—
অলীক-স্বপনে !

(ক্ষণেক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া)

কই, না আসে এখনো
জয়মল ? ক্রমে নিশা অবসান-প্রায় !
অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী এক, শুনি, রাজনীতি-
গুরু রাজদ্রোহীদলে! শেঠের ভবনে,
বসিয়াছে গুপ্ত সভা কৌশল বিস্তারি।
দেখি—চক্রীদল আজি চরম সিদ্ধান্তে
কোথা হয় উপনীত।

(বিরক্ত ভাবে) কোথা জয়মল ?
না বুঝে নির্ব্বোধ এই হৃদয়-উদ্বেগ।

(দ্বারোদঘাটন শব্দ শুনিয়া)

এই আসে জয়মল—(দ্বারদেশে অগ্রসর হওন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মহামায়ার প্রবেশ।

(সবিস্ময়ে পিছাইয়া) তুমি !!—তুমি কেন ?—

ম। পত্নী তব—কেন না আসিবে ?

রু। হেথা নয়।

ম। স্বামী গৃহে সর্ব্বস্থানে, আছে মম সম-
অধিকার। হেথা তুমি ; কহ, কেন তবে
না আসিব, রাজা ?

রু। এই স্থান নহে যোগ্য
তব, রাণি ! যাও নিজ স্থানে।

ম। পতি যেথা,
পত্নীর অযোগ্য কভু নহে সেই স্থান।

রু। প্রিয়তমে !—

ম। কেন, রাজা, না ঘুমাও ? হের—
রাত্রি অবসান ! কেন পাপ-চিন্তা-বিষে
জর্জ্জরিত, রাজা ?

রু। রাজনীতি-মার্গে, রাণি,
ভ্রমি অহর্নিশি ; কহ, কেমনে ঘুমাই ?

ম। ভুলাও আমারে কেন ?

রু। তোমারে ভুলাই ?—
কেন মিথ্যা বল, রাণি ? রেখেছ ভুলায়ে
কারে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু সম, এই দীর্ঘ
দ্বাদশ বরষ। পরিণীতা পত্নী তুমি

কিন্তু—কিন্তু নাহি মোর অধিকার, —নাহি
সাধ্য, করি স্পর্শ কভু আপন ভার্য্যায়!
ভাব এ প্রভাব মর্ম্ম। দুরন্ত নবাবে
রাখি করতলে এই ; দুর্দ্দান্ত ভূস্বামী-
দল লুণ্ঠে পদতলে—ডরে মোরে সদা
শার্দ্দুল সদৃশ! কিন্তু, অঙ্গুলি-চালনে
তব, মন্ত্রমুগ্ধ বিষহীন অহি যথা,
সভয়ে লুকাই! ধন্য তব ইন্দ্রজাল!!
যাক্—এস, প্রিয়ে!—এস, মিটাও এ তৃষা।—
(বাহু-প্রসারণে ধরিবার উপক্রম।)

ম। (পশ্চাতে হটিয়া ও দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া)
সাবধান—সাবধান, রাজা! নহে পূর্ণ
দ্বাদশ বৎসর।

[প্রস্থান।

স্ক। (সবিস্ময়ে সসঙ্কোচে) একি ঘোর প্রহেলিকা!!
জানে এই মহামায়া মায়াবিনী-মায়া ;
আসে যায়—রাখে মোরে মন্ত্র-মুগ্ধ সদা।
এ নারী-ভ্রুভঙ্গে, কেন হই দিশাহারা?—
কেন কাঁপে হিয়া?—হই স্তম্ভিত নির্ব্বাক্!
ভাবি হেন দুর্ব্বলতা আপনি বিস্মিত!
দলি নিত্য সুকোমল কামিনী-কুসুম,
এ হৃদয়-কঠিনতা করেছি সাধন ;

কেন তবে চন্দ্রনাথ-কন্যা-ভয়ে, স্বতঃ
লুকায় সে কঠিনতা,—সহি স্পর্দ্ধা এত
তার ? সাবধান মহামায়া। ভাবিও না—
ভাবিও না এ হৃদয় প্রণয়-কাতর।
সুধু বাল্য-স্মৃতি—সেই প্রণয়-স্বপন,
জাগে হৃদে অলক্ষিতে –নিরখিলে অই
মোহিনী-মূরতি।—করে মোরে দিশাহারা !
না পারি দলিতে তাই ও কম-কুসুমে।

[জয়মলের প্রবেশ।

জয়মল ?—

জ। আসিয়াছে দাস।

রু। অবসান
এ শর্ব্বরী। রে নির্ব্বোধ। নাহি ভাব' এই
হৃদয়-উদ্বেগ ?

জ। দাস গিয়াছে যখন,
প্রভু-কার্য্য না উদ্ধারি—কভু না ফিরিবে।

রু। উত্তম। পাইবে যোগ্য পুরস্কার, জয় !
কহ বিবরণ।

জ। ছিনু শেঠের ভবনে
ছদ্মবেশে লুকাইয়া। নিমন্ত্রণ-ছলে,
একে একে এ নিশায়, হ'ল উপনীত
রাজদ্রোহী দল ; এল ব্রহ্মচারী এক—

সহ এক ভৈরব ভীষণ। হ'ল বাদ-
বিতর্ক কতই। শেষ সিদ্ধান্ত তাহায়,
আহ্বানি ইংরাজ দলে বধিবে নবাবে।
সেনাপতি মির্জাফর না করিবে রণ;
বিনা রণে, হবে শ্বেত-ইংরাজ বিজয়ী।
ইংরাজের রক্ষাধীনে, বৃদ্ধ মির্জাফর
হবে বঙ্গ-অধীশ্বর। হইল মীমাংসা,
প্রভু, যাবে দূত ত্বরা ইংরাজ-আহ্বানে।

রা। উত্তম এ, জয়মল!

জ। কিন্তু—

রা। কিন্তু কিবা?—

জ। দুষ্ট ভূমিপাল-দল চাহে, প্রভু, প্রাণ-
দণ্ড তব; কিন্তু, চির-কারাবাস হ'ল
শেষে স্থির—ব্রহ্মচারী-আদেশ রক্ষায়।

রা। উত্তম—উত্তম অতি। কহ, জয়মল!
হেরিলে কিরূপ সেই ব্রহ্মচারী?

জ। প্রভু,
পশ্চিম আকাশে যথা শান্ত তেজঃপুঞ্জ
দীপ্ত দিনকর! দীর্ঘাকার, উচ্চ শির—
হিমাদ্রি-শিখর। বুদ্ধি—জ্ঞানপূর্ণ—পূর্ণ
রাজনীতি; পণ্ডিত এ ব্রহ্মচারী। হেন
অদ্ভুত সন্ন্যাসী, প্রভু, হেরি নাই কভু।

ন্দ। করগে বিশ্রাম, জয়মল!

[অভিবাদন পূর্ব্বক জয়মলের প্রস্থান।

কেবা এই
ব্রহ্মচারী? সর্ব্বত্যাগী সংসার-বিরাগী
যোগী, রাজনীতি-মার্গে কি ফল লভিবে
পশি—মিশি রাজদ্রোহী-দলে? ছদ্মবেশী
নিশ্চয় সন্ন্যাসী। যাক্, বুঝিলাম এবে
চক্রীদল-অভিসন্ধি; বুঝিলাম ভাগ্য
মম। ভীরু ফেরুপাল চাহে মম প্রাণ!—
অলীক স্বপন! রহ—রহ—মূঢ়গণ!
কর পন্থা নিষ্কণ্টক মম; বধ' অই
নবাব সিরাজে। তার পর, হবে সিদ্ধ
মনস্কাম মম। তার পর—তার পর—
লুঠিবে ভূতলে ছিন্ন মুণ্ড সবাকার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—আজিমগঞ্জ—রাণী মহামায়ার আশ্রম

সময়—সন্ধ্যা।

উন্মত্তভাবে সমরলালের প্রবেশ।

স। এই ত আশ্রম সেই। কোথা সর্ব্বনাশী?
হের রে রাক্ষসি! করেছিস্ কি দুর্দ্দশা
ভয়ঙ্কর এই! হের—হেরিয়া আমায়,
হাসিছে সংসার হা-হা ঘোর অট্টহাসি!
হয়ে দিশাহারা, লঙ্ঘি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর,
আইনু ছুটিয়া, কই—না পাই হেরিতে!
আকাশে চন্দ্রমা—অই কোটি কোটি কত
সুদীপ্ত তারকা, কেন তবে বসুন্ধরা
অন্ধকার এত? যায় প্রাণ,—কিছু নাহি
চায় অন্ধ এ উন্মাদ; এসেছে হেথায়,
একবার শেষবার হেরিতে, পাষাণি,
পাষাণ-হৃদয় তোর।

(মন্দির মধ্যে ঘণ্টা-ধ্বনি)

শুনি ঘণ্টা-ধ্বনি,
কেন হিয়া যুগপৎ উঠিল কাঁপিয়া ?
কাঁপিল বসুধা ! হল চূর্ণ এ নির্ঘোষে,
যেন এ জগৎ—অন্য জগৎ-ঘর্ষণে !!
কেন বা আইনু হেথা ?—গত কত কাল—
এতদিনে পরিণত পাষাণে সে হৃদি।
কাজ নাই হেরি ; দেশ-দেশান্তর ঘুরি,
জলধি-কল্লোল-তানে, গাইব শৈশব-
গাথা—মরমের জ্বালা ! যাই—দেখি যাই,
কে আছে মন্দিরে অই।

(অগ্রসর হইয়া রুদ্ধ মন্দিরদ্বারে আঘাত করণ)

(নেপথ্যে) কে তুমি ?—

স। কে আমি ?—
না জানি কে আমি ! নর কি রাক্ষস—কিম্বা
কিবা আমি, থাকে যদি হিয়া—বাহিরিয়া
হের একবার।

(বৃক্ষতলে আসিয়া দণ্ডায়মান ও দ্বারোদ্‌ঘাটনে
মহামায়াকে দর্শনে বিস্ময়োন্মত্তভাবে)

একি ! একি সে পাষাণী !!
এ যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী-মূর্ত্তি !! তেজে আঁখি
গেল জ্বলি ! কোথা মোর মহামায়া ? যায়—

জ্বলি যায় হিয়া ! যাক্,– জ্বলুক্ —জ্বলুক্
এ বিশ্ব-সংসার !!—

[আছাড়ি পতন ও মূর্চ্ছা।

[মন্দির-বহির্ভাগে মহামায়ার আগমন।

ম। (সবিস্ময়ে চাহিয়া) কেবা এ নাম উচ্চারি,
পড়িল চিৎকারি !
(মূর্চ্ছিত সমরলালকে দেখিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া)
এ কে ?—উন্মাদ !—সমর !!
শৈশব-স্বপন, ভ্রান্ত, নহ কি বিস্মৃত ?
(ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া)
এ ভাবে এ বেশে কভু প্রবেশ হেথায়,
পুরুষে সঙ্গত নয়। চলিলাম। কিন্তু,
ফেলিয়া মূর্চ্ছিতে হেথা কেমনে বা যাই ?
যাক্, আনি স্নিগ্ধ বারি।

[মন্দিরাভ্যন্তরে গমন।

[দ্রুতপদে রুদ্রপালের প্রবেশ।

রু। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) বাহির হইতে
শুনিনু চিৎকার ! নাহি কার অধিকার,
পশে এ আশ্রমে।
(পতিত সমরলালকে সহসা দেখিয়া সবিস্ময়ে)
এ-কে !!—মৃত না মূর্চ্ছিত ?
বাতুল-আকার নর !! রহস্য বিষম

নিহিত নিশ্চয় আছে। কোথা মহামায়া ?
সাবধান—মহামায়া! দেবী সম তোমা
দি'ছি অধিকার। ভাবি দেবী, রহি দূরে
সশঙ্কিতে—চাপিয়া এ হৃদয়-লালসা।
কিন্তু, হলে প্রতারিত—
(জলপাত্র হস্তে মহামায়াকে মন্দিরদ্বারে দেখিয়া)
না-না,—না সম্ভবে
প্রতারণা এ ললনা-হৃদে কভু। থাকি
অন্তরালে, দেখি কিবা অভিনয় ; যদি
হই প্রতারিত—রাখি ছুরিকা জাগ্রত !
[ছোরা খুথিয়া অন্তরালে গমন।

[মহামায়ার পুনরাগমন ও সমরলালের মুখে জল-সিঞ্চন।

স। গেছি ঝলসিয়া !! ছুটে—শিরায় শিরায়—
বজ্রাগ্নি প্রবাহ !! জ্বলে হৃদে—চিতাশিখা !!

ম। (জল সিঞ্চন করিতে করিতে)
সমর !—সমর !—

স। (সচকিতে দাঁড়াইয়া) তুমি ?—কে তুমি, রমণি ?
কি হেরি এ স্বপ্ন-ঘোরে ! কোথা মহামায়া ?

ম। মৃতা তব মহামায়া।

স। কিবা এ নিরখি ?

ম। ছায়া ! ছায়া তার, হের, আছে দাঁড়াইয়া।

স। দাঁড়াইয়া মৃত্যু-রূপে মোর ?

ম। মহে মৃত্যু ;
দাঁড়াইয়া—দিতে নব-জীবন তোমায়।
স। না চাহি জীবন। হা-হা! জীবন—যন্ত্রণা!—
আশা-মরীচিকা! থাকে হৃদি—দেহ মৃত্যু।
ম। পবিত্র এ স্থান ; ত্যজ বাতুল-বাসনা।
স। কভু অপবিত্র নহে এই প্রাণ। কোথা
স্থান? দিয়া স্থান, দেখ—কে লয়েছে কাড়ি!
ম। কি চাহ, সমর?
স। জ্বলে হিয়া অবিরাম ;—
কামনা-প্রার্থনা আর নাহি পায় স্থান!
ম। শান্তি যদি কামনার—কেন এ চিৎকার?
কেন আপনার মন না বুঝ আপনি—
ভ্রান্ত তুমি? যাও, চলিলাম—নহে এবে
সাঙ্গ মোর পূজা।

(প্রস্থানোদ্যত)

স। না-না, ক্ষণেক দাঁড়াও ;
সাঙ্গ করি পূজা মোর আগে, বলিদানে
এ ছার জীবন—অই পাষাণী চরণে।
ম। নাহি কি হৃদয় মম?
স নাহি রমণীর
হিয়া! মুক্তকণ্ঠে বলি—গগন বিদারি—
নাহি ও পাষাণী হিয়া!!

ম। সমর!—সমর!—
নিজ ভাগ্য-দোষে, কেন বৃথা দুষ' মোরে?
স। কেন—কেন দুষি? আরে—আরে রে পাষাণি!
কে করিল এ দুর্দ্দশা মম? কেন মোর
শৈশব-আকাশ, করেছিলি দীপ্ত—দীপ্ত
ধ্রুবতারা সম? কেন কৈশোর-হৃদয়ে,
স্ফূটন-উন্মুখ যুথিকার মধু-হাসি
করিলি বিকাশ? কেন এ হৃদি-দর্পণে,
ও দেবী-প্রতিমা-মূর্ত্তি করিলি বিম্বিত?
কেন আজি এ বঞ্চনা? দেখায়ে আলোক,
কেন চির-অন্ধকার ঢালিলি এ হৃদে?
কেন অন্ধকার ঢালি, কাল-সর্পিনীর
দংশন ভীষণ এই?
ম। নির্ব্বোধ নিতান্ত
তুমি। নিজ দোষে তাই দুষিছ আমায়।
দ্বাদশ বৎসর ধরি, কি কঠোর ব্রতে
বিচূর্ণ করেছি হৃদি—জানে অন্তর্য্যামী।
নাহি আর মহামায়া। যাও ভুলি পূর্ব্ব-
স্মৃতি; ফেল মুছি সেই বাল্য-প্রতিবিম্ব,
ও হৃদি-দর্পণ হতে।
স। কেমনে মুছিব?—
সে ত মুছিবার নয়! শ্মশানে এ দেহ

যবে হবে ভস্মীভূত, প্রতি অণু সনে
সেই স্মৃতি রবে প্রজ্জ্বলিত !

ম। কর দূর
কল্পনা-ছলনা। দৃঢ় কর মন, যাবে
ভুলিয়া স্বপন্।

স। সে ত ভুলিবার নয়।
ভুলিবার তরে, ত্যজি স্বজন স্বদেশ,
ভয়ে দূর দাক্ষিণাত্যে করি পলায়ন।
ভুলিব ভাবনা ভাবি রণরঙ্গে, দীর্ঘ
বর্ষ ছয় রণাঙ্গণে করেছি যাপন।
যবন-কৃপাণ দীপ্ত—কৃতান্তের সম,
উঠিয়াছে ঝলসিয়া মস্তক উপরে,—
হেরেছি নয়নে অই মোহিনী-মূরতি !
পড়িয়াছে শত্রু-অসি বক্ষের উপরি—
দেখ এই অস্ত্র-লেখা,—বলি 'মহামায়া'
পড়েছি চীৎকারি ঘোর অশ্ব-পৃষ্ঠ হতে
নারিনু ভুলিতে, তাই ত্যজিনু সৈনিক-
ব্রত ; হয়ে আত্মাহারা ভ্রমিনু ভারত।
ভ্রমি তীর্থ যত—ভ্রমি গিরি-শৃঙ্গ, নদী-
মূল, অকূল জলধি-কূল, কাটাইনু
পঞ্চ বর্ষ। উন্মাদের সম হাহাকারি

অবিরাম, ঘুরিলাম শ্মশান-মশান
কত। স্মৃতি-জ্বালা তবু নহে নির্ব্বাপিত !!

ম। নহে ক্ষুদ্র বীর-হিয়া। ত্যজ ভ্রম ; মিছা
মোহে কর পদাঘাত। ত্যজি স্বার্থ-প্রেম—
বিশ্ব-প্রেম কর পূজা।

স। প্রেম কিবা আর ?—
সেই স্মৃতি মাত্র সার। সেই স্মৃতি-পূজা—
আত্ম-বলি-দানে মোর প্রেমের সাধনা।
কি বুঝিবি এ পূজা, পাষাণি ?

ম। পূজা তব
বুঝিবার, নাহি আর অধিকার মম।
নিষ্ঠুর সমর ! চাহ—জ্বালিতে বাসনা-
বহ্নি এ অবলা-হৃদে ? জানেন দেবতা—
সাক্ষী এই জগৎ-সংসার, আমা হ'তে
পাছে, হয় সংবর্দ্ধিত পাপ-ভার তব,
সেই ভয়ে এ হৃদয় করেছি দলিত।—
করেছি বিদগ্ধ মহা মরুভূমি. সেই
ফুল্ল রঙ্গময়ী উল্লাসিনী কল্লোলিনী
জীবন-তটিনী। হায় ! স্বার্থপর তুমি,
নিন্দিছ আমারে তাই।

(ক্ষণবিলম্বে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া)

প্রবেশিতে হেথা
পুরুষের নাহি অধিকার ; যাও, ভ্রান্ত !—
যাও, আসিও না আর কভু এই পথে—
বিভ্রম-প্রমাদে।

[প্রস্থান।

স। (মহামায়ার প্রস্থানে ক্ষণেক সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)
লক্ষ্যহীন এ জীবন,
কেন না ত্যজিনু দেবী-পাষাণী চরণে ?
হইত নির্ব্বাণ হৃদে জ্বলন্ত অনল।
ভাঙ্গিল স্বপন এবে। যাই ;—কিন্তু কোথা
যাই ?—কোথা পাব ঠাঁই ? বন্ধন-বিচ্যুত
কক্ষ-ভ্রষ্ট গ্রহ সম, পারি না ঘুরিতে
চিরদিন ; কতদিনে আর, মহাশূন্যে
হইব বিলীন ?

[প্রস্থান।

[অন্তরাল হইতে রুদ্রপালের পুনরাগমন।

রু। হেরিলাম অভিনয় ;
নাহি হবে যবনিকা পতিত হেথায়।
বুঝিনু রহস্য গূঢ়। দেবী—মহামায়া ;
দানব—সমর। বুঝিলাম মহামায়া,
সংকল্প তোমার কিবা—কিবা তব ব্রত।
বুঝিনু প্রণয়-মদে প্রমত্ত এ মূঢ়,
চাহে ডুবাইতে পঙ্কে স্বরগের চাঁদে !

অসহ্য ধৃষ্টতা এই ;—মৃত্যু প্রতিফল।
রে অধম! এই করে—করেছি ভিখারী ;
এই করে—হস্তগত রমণীললাম
লয়েছি কাড়িয়া ; মৃত তবু নহ, মূর্খ ?
থাকিতে জীবন্ত, কিন্তু, ক্ষিপ্ত এ কুকুর,
মোর নহে মহামায়া। ভাবিলাম—করি
শেষ এ মুহুর্ত্তে মূঢ়ে ; কিন্তু, নাহি বাঞ্ছা
রঞ্জিতে রুধিরে এই স্থান। দেখি, যায়
কোথা ? জাগাইয়া যত্নে রাখিনু ছুরিকা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আজিমগঞ্জের অদূরবর্ত্তী পরপার—
ভাগীরথী তীরস্থ গহনকানন।

সময়—সন্ধ্যা।

[কপালিনীর প্রবেশ।

মা! মা! আহা! চারিদিকে হেরি মা আমার!!
এত রূপ, এত শোভা, এত শান্তি, এত
আনন্দ লইয়ে, মাগো, রয়েছ দাঁড়ায়ে!

গগনে তপনে অই, নব দুর্ব্বাদলে
এই, ফুলে, ফলে, জলে, পল্লবে, মুকুলে,
মা আমার বিরাজিতা। কোটি-কোটি-রূপে,
মায়ের বিকাশ কিবা! এই বায়ু-ভরে,
অই বিহগের স্বরে, সুরসে, সৌরভে,
মার নিত্য সুবিকাশ! কি বলে ডাকিব
মাগো? ক্ষুদ্র হিয়া মোর, বিশ্বময়ী-রূপে
তোর মুগ্ধ অনুক্ষণ—বিভোর নয়ন!

[কুণ্ডলিনীর প্রবেশ।

কু। আছিস্ হেথায়, কপালিনী?

ক। এসেছিস্,
কুণ্ডলিনী? আয় সখি। দেখ দেখি কত
রূপ—কত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য মার। হের
অই ভাগীরথী-বক্ষ-বাহী কল্লোলিত
তরঙ্গ-হিল্লোলে, মরি, মরি! কিবা মার
প্রেমের উচ্ছ্বাস-লীলা! হের দিকে দিকে
কোটি কোটি বাহু হতে করুণাময়ীর,
ঝরে অবিরাম স্নেহ-করুণা-নির্ঝর!
এই তৃণ—অই ক্ষুদ্র বালু-কণা-মাঝে,
হেরি জগন্ময়ী মার মোহিনী-মূরতি
কিবা! তবু মা, মা ব'লে, কত মার ছেলে,
ছুটে হাহাকারে;—কেন নারে হেরিবারে?

একি খেলা মাগো? কেন দেখা নাহি দাও?—
আড়ালে লুকাও!! আয়—আয় লো স্বজনি!
দেখি আয় মোরা মার মুক্ত রূপ-রাশি।
না পা'স দেখিতে কি লো! কোথা মা লুকাবে?—
এই ক্ষুদ্র বক্ষ চিরি, দেখাইব তোরে
অনন্ত-রূপিনী মার প্রশান্ত মূরতি!
একি, কুণ্ডলিনী?—সন্ন্যাসিনী তুই; তবে
কেন লো কাঁদিস্?

কু। কাঁদি নাই, কপালিনি!
দেখি তোর ভাব, ঝরে নয়ন-আমার—
হৃদয় দ্রবিয়া। এত ভক্তি, এত প্রেম
ও ক্ষুদ্র অন্তরে? হেরি তোরে, ভুলে যাই
সব—ভুলি মর্ম্ম-জ্বালা।

ক। সন্ন্যাসিনী-হৃদে,
কিসের যাতনা, সখি?

কু। কাজ নাই—শুনি
এ হৃদয়-ব্যথা।

ক। ব্যথা? সন্ন্যাসিনী আমি,
সুখ-দুঃখ নাহি জানি। এ হৃদয়ে নাহি
ব্যথার বেদন কভু।

কু। অতীতের স্মৃতি,
অন্তরে যন্ত্রণা জ্বালে।

ক। স্মৃতি ?—অতীতের
স্মৃতি, নাহি দহে মোরে ; নাহি পড়ে হৃদে
কভু ভবিষ্যৎ-ছায়া ; করি খেলা, লয়ে
বর্ত্তমান। কর, সখি, মায়ের সাধনা ;
ভুলিবে বেদনা—যাবে স্মৃতির যাতনা।
কু। না চাহি বিস্মৃতি কভু স্মৃতির আমার।
কি বুঝিবি তুই— চির-সন্ন্যাসিনী, এই
স্মৃতির মহিমা ?
ক। সত্য বটে, নাহি বুঝি
জীবনের গতি তোর—হৃদয়ের ব্যথা !
কু। বিদারি অন্তর এই, দেখ্, কপালিনি।—
দেখিবি, হৃদয়-পদ্মে পূজি নিত্য স্বামী
ইষ্টদেবে।
ক। স্বামী ?—জগতের পতি যিনি ?
কু। স্বামী—প্রাণেশ্বর। ইহ-পর-লোক—স্বামী ;
স্বামী—স্বর্গ ; স্বামী—ধর্ম্ম ; স্বামী—সখা, গুরু।
নারীর সর্ব্বস্ব স্বামী। স্বামী-পূজা হ'তে
মোক্ষ রমণীর। বিনা স্বামী-পূজা, অন্য
পূজা নাহি রমণীর আর।
ক। স্বামী যদি
সর্ব্বস্ব নারীর, তবে সে স্বামী ত্যজিয়ে,
কেন—কেন লো স্বজনি ! সাজিলি যোগিনী ?

কু। হায়! কপালিনি। কভু সাজিনি ইচ্ছায়
সন্ন্যাসিনী। রাজরাণী ছিনু অভাগিনী।
শুন, লো ভগিনি! তবে অভাগীর সেই
সে-পূর্ব্ব-কাহিনী। এই ছার রূপ-রাশি
হ'ল মোর কাল। এই রূপের গৌরব,
পশিল পিশাচ পাপী রুদ্রপাল-কাণে।
নবাব-প্রসাদ-লোভে, হা ধিক্! যাচিল
মোরে হিন্দু-কুলাঙ্গার—ভেটিতে যবনে।
সরোষে প্রাণেশ পদাঘাতি, দূতে তার
করিলেন দূর। হায়! ভাঙ্গিল কপাল!
ভাঙ্গিল সে সুখ-স্বপ্ন!!

ক। মানুষ—মানুষে
কেন করে নির্য্যাতন?

কু। শুন, যায় দিন—
নিশিযোগে এক, হেরি দস্যুতে ঘিরেছে
পুরী! গুপ্তকক্ষে রক্ষি মোরে—আলিঙ্গিয়া
শেষ, অসি হস্তে প্রভু হলেন বিদায়।
হায়! সেই শেষ দিন! আর না হেরিনু
সে দেব-মূরতি। ভাবি কাল-ভবিষ্যৎ,
ভাবিলাম—করি শেষ এই ভব-লীলা।
কিন্তু, মায়াবিনী আশা দাঁড়াল সম্মুখে।
হস্ত হতে তীক্ষ্ণ ছুরি পড়িল খসিয়া;

অবশ হইল তনু—হইনু মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে, হা অদৃষ্ট! লভিনু চেতনা ;
কিন্তু, হৃদয়ের মণি আর না পাইনু
পুনঃ! না হেরিনু কারে; ভগ্ন চূর্ণ সব
চারিদিকে—চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রুধির!
বুঝিনু অদৃষ্ট ; শূন্য হেরিনু সংসার ;
পাগলিনী সম করি হাহাকার, ছুটি
হইনু বাহির। তাই, কপালিনি, এই
সন্ন্যাসিনী-বেশ ধরি—ফিরি দেশে দেশে
করি তাঁর অন্বেষণ ;—না পাই সন্ধান।
এবে বিসর্জ্জিব প্রাণ, স্মরি স্বর্গ-মোক্ষ
সে স্বামী-চরণ।

ক। আত্ম ভুলি, কর' সখি,
মায়ের সাধনা। যাবে উঁন্মাদ বাসনা ;—
র'বে না কামনা-জ্বালা।

(একটু অগ্রসর হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল স্বরে

আয়—আয়—সখি!
কি সুন্দর মরাল-মরালী, করে কেলি
লহর-হিল্লোলে অই বিহ্বল হইয়া!
আয়, সখি! মরাল-মিথুন-সনে মিশি,
সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবি, করি মার ধ্যান।

[কুণ্ডলিনীর হস্ত ধরিয়া বেগে প্রস্থান।

[জগা ও খগার প্রবেশ।

জ। আরে—কি মুস্কিল, বাবা! এবার দেক্‌চি—জান্‌টা টানাটানি!

খ। আরে বাবা! মোদের হাতে, মুস্কিল ত মুস্কিল—মুস্কিলের বাপ্‌ আশান্‌ হবে!

জ। বলে কিনা—ঐ ডানা কাটা বুনো পরীটাকে, আজই ধরে নিয়ে দিতে হবে। তা না পাল্লে, মোর এই গর্দ্দানটা নেবে! বড় কড়া হুকুম্‌—শুনে আক্কেল গুড়ুম্‌!

খ। হোঃ-হোঃ! এরি তবে এত ডর? কত মরদের বুক্‌ ভেঙে—কত কত সুন্দরী কেড়ে এনিচি; কত লাঠি খেয়ে—কত ঘর ভেঙে—বুকের ছেলে ছুড়ে ফেলে কত কত রূপসী ধরে এনিচি; কত ঘরে আগুনের ভেল্‌কি লাগ্‌য়ে—কত শত খোপ্‌সুরত ছুক্‌রি লোপাট্‌ করে এনিচি; আর এ ত একটা বুনো ডব্‌কা ন্যাকা মেয়ে—রে জগা! হোঃ-হোঃ! এ আর শক্তো কিরে?—এত দিব্যি নরম মোলায়েম কাজ, বাবা!

জ। তা বড় নয়, বন্দু! এ আগুন!—আগুন!! হাত দিলে ঝল্‌সে যাবি—ঘট্‌বে সব্বোনাশ, রে জগা!—ঘট্‌বে সব্বোনাশ।

খ। ঢের—ঢের ন্যাকা গ্যাচে সব্বোনাশ! মুই খগা বাগ্‌দী; নামে মোর—আঁৎকে ওটে আঁতুড়ে ছেলে, ঘাটে বুড়ো, রাজা পরজা এ মুলুকে! হোঃ-হোঃ! এ তোর ডর দেকে হাসি পায়, বাবা!

জ। আরে খগা! জগা হাড়ি—মুই। কত কত বুকের

ব্যাড়া ভেঙে, এনেচি হিঁচড়ে ধরে—দেক্‌তে পরী কতশত ডব্‌কা মেয়ে! দয়া মায়া নেইরে—পোড়া বুকে! কিন্তু, খগা ভাই। মনিষ্যি নয়—এ মেয়ে-সন্নিসী; ঠিক যেন আকাশের দ্যাবতা—বিজেলী!—আগুনের ফুল্‌কি ধক্‌ধকে!! ছুঁলে যাবো মারা রে—যাবো মারা!

খ। আচ্ছা, জগা! বল্ দেকি—রাজা রুদ্দুরপালের খেয়ালটা কি? খুঁজ্‌লে আচে—এখনো কত ঘরে লুকোনো ঘর-আলো ফুটোন্তো ফুল; এ আদ্‌ফোটা বুনো ফুলে কি কাজ হবে রে?

জ। আরে—জানিস্ নি কি শয়তান রাজা রুদ্দুরপাল। সে ধরে মাছ—না ছোঁয় পানি। আজ চার-চার বচোর ধরে, দেশ উজোড় করে এনিচি নিত্যি কত শত রূপুসী সুন্দরী—একটাও তার নিজের ভোগে নয়;—সব ঢেলেচে নবাব-খপ্পোরে; আজকাল শুন্‌চি, নবাবের বড়ই মোন্দাগ্নি—তাই এই চাটুনির ফর্মাশ! আ, বাবা, মো হতে হবে না; যায়—যাবে মুণ্ডুটা গর্দান থেকে।

খ। চুপ্‌মার্। ঐ যে গাঁওের ব্যাঁকে দাঁড়িয়ে সন্নিসিনী! সত্যি, জগা, যেন আগুনের শিখে!!

জ। ছুঁলেই ভস্ম—খগা!

খ। আরে বোকা ম্যাড়া! আরেটা ঐ—যদি হয় সত্যি আগুন, যাবে ঝল্‌সে মারা রাজা ব্যাটা—পুড়ে ছাই হবে নবাব শালা! মোদেরও কাজ ফর্শা!! আর যদি তোর এ আগুন হয়—জল, বহুৎ আচ্ছা—মার্বো শিরোপা বক্‌সিস্, কত, রাজা যা—সরে

যা আড়ালে ; না ছুঁয়ে, ধরে নিয়ে যাব—নিয়ে যাব্‌ই ঠিক্—ঐ ঘোনের পাকি। চাই, বাবা, শিরোপার বাড়া ভাগ—দেখিস্? পাতি ফাঁদ! যা দেগ্‌গে আড়াল থেকে মোর বাহাদুরি।

জ। ওঃ! কি জ্বোলস্!! ডর লাগে দেকে। ওঃ—ওঃ—আগুনের হল্কা যেন!! সরে পড়ি, বাবা! দেকি তোর বাহাদুরীর বহরখানা কত।

[অন্তরালে গমন।

খ। (বৃক্ষতলে বসিয়া ক্রন্দনের স্বরে) হায়! হায়! মাকে খুঁজে ত পেলুম্ না! কি হবে রাজার? কি হবে গো মোর হাল? কোতা মাগো? শুনিচি যে বড় দয়া তোর; একটিবার স্থাকা দেগো কাতোর সন্তানে।—

[কপালিনীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ।

ক। কে তুমি কাঁদিছ হেথা, একা বনমাঝে?

খ। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া করযোড়ে) তুই কি, মা, সেই সন্নিসিনী? শ্মশানে মোশানে ঘুরে, করিস্ গো কাতোরে সান্তোনা? বড় বিপদে পড়েচি, মা! রক্ষে করো—রক্ষে করো,—রক্ষে করো, দয়ামই?

ক। না কর রোদন। কহ, কি বিপদ তব;
সাধ্য থাকে, প্রাণ দিয়া করিব উদ্ধার।

খ। জানি তোর দয়া, মাগো! রাজা রুদ্দুরপাল পড়েচে মুস্কিলে বড়ো। রাজ্যির মোঙ্গোলে, কি এক রাজকাজ সাদ্‌বার

তরে, কি এক পূজ্যোতে—রাজা ঐ চরোণ দর্শোন মাগে। না গেলে মা, মারা যাবে রাজা ;—মারা যাবো মুই—মারা যাবে মরি, কচিকচি মোর দুধের ছাবাব গুলি ! বাঁচা মা সবারে।

ক। সামান্যা মানবী আমি। এ অবলা হতে,
কহ, কিবা রাজকার্য্য হবে সংসাধিত ?

খ। ক্ষুদ্দুর পরাণী মোরা। না জানি কি রাজকাজ, মাগো ! জানি সুদ্দু, না নিয়ে যেতে পাল্লে তোরে—মারা যাবো গুষ্টি সুদ্দো মোরা। বাঁচা মা তোর এ ছাবালে। কত খুঁজে খুঁজে পেয়েছি যে তোরে। (পদপ্রান্তে পড়িয়া) বাঁচা, মা !—বাঁচা, মা ! আজ এ বিপদে।—

ক। সংবর রোদন। গেলে আমি সন্ন্যাসিনী,
হয় যদি রক্ষা তব বিপন্ন জীবন,
কৃতার্থ হইব ! মারে স্মরি, চল—চল—
কতদুর ? কিন্তু, নাহি পিতার আদেশ।

খ। মা গো ! বিলম্বে মোর সব্বোনাশ হবে। দুরে নয়, ঐ ও পারে দ্যাকা যায়। আচে ডিঙি হোতা বাঁধা, মা গো ! পূজো হলেই সাঙ্গো—এখনি তোরে রেখে যাবো হেতা। আয়—মা—

ক। (স্বগত) রাজ-কার্য্য—মার কার্য্য বিশেষ এ জন
হয়েছে বিপন্ন বড়। বিপন্ন উদ্ধারে,
রুষ্ট নন কভু পিতা।
(প্রকাশ্যে) চল, যাই তবে।

খ। (করযোড়ে) এসো, মা গো! সাক্ষেৎ যগ্‌গের দ্যাবতা আপুনি!

[উভয়ের প্রস্থান।

[জগার অন্তরাল হইতে লক্ষে আগমন।

জ। বাঃ-বাঃ! কি মজা! খগা ছোঁড়ার বুদ্ধি বটে! এম্‌নি চারের চোট—যেম্‌নি আসা, অম্‌নি টপ্ করে টোপ্ গেলা। এখোন খেলয়ে তোলা? তা যাচ্চি, ঐ পতে আগে গিয়ে ডিঙি খানা ঠিক্ করে বসিগে। সাবাস্! বলিহারি! আগুন—জল কোরেচে বটে!

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—আজিমগঞ্জ—রাজা রুদ্রপালের প্রাসাদ-
সংলগ্ন দেবালয়-প্রাঙ্গন।
সময়—রাত্রি—প্রথম প্রহর অতীত।

মহামায়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মানা।

ম। হে বিশ্ব-মোহন! পূজি তোমা হৃদি-মাঝে।
কিন্তু, হেরি শশধরে নৈশ নীলাকাশে,
কেন, হৃষিকেশ, ছায়া সম পড়ে মনে

শৈশবের স্মৃতি ? শুষ্ক বহুদিন সেই
নির্ঝর-প্রবাহ ; কেন, হে হৃদয়নাথ !
এ হৃদি-প্রস্তর-স্তরে, সেই সূক্ষ্ম-ধারা-
রেখা নহে অন্তর্হিত ? দেহ বল ; দেহ
মুছে, ওহে মহাকাল ! কাল-বক্ষ হতে,
অতীতের ছায়া সেই—হৃদয়ের রেখা।

(অদূর পদশব্দ শ্রবণে চকিত হইয়া)

অই ধীর পদ-ক্ষেপে কে আসে মন্দিরে ?
রাজা যে আপনি !! ঘোর চিন্তা মেঘে সদা
আচ্ছন্ন বদন অই ! না জানি, হা দেব !
কোথা যাবে ভাসি, ভাসাইয়া অভাগীরে
স্বদেশ স্বজন সহ, অই দুরাকাঙ্ক্ষা
কুচিন্তা প্লাবনে ! দেবদেব বিশ্বপতি !
রক্ষা কর পতিদেবে মম ; অন্তরালে
রহি, দেখি, কি উদ্দেশে দেবস্থানে এবে।

[মহামায়ার অন্তরালে গমন ও রুদ্রপালের অন্যমনে ধীরে প্রবেশ।

রু। উঠিয়াছি বহু ঊর্দ্ধে। আকাঙ্ক্ষা—হইব
একছত্র অধীশ্বর সমগ্র-বঙ্গের।
নহে ইহা পঙ্গুর প্রয়াস। কে জানিত—
এই ক্ষুদ্র দীপ, দীপ্ত করিবে আলোকে
এই বঙ্গভূমি ! নহে দূর আর এবে—

বসিতে ও সিংহাসনে। হয় যদি কভু
চরণ-স্খলন, জানি—হইবে পতন।
মৃত্যু যদি পরিণাম উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার,—
আসুক্ মরণ ; ধরি ক্ষুদ্র আশা-দীপ,
না চাহি চলিতে কভু জীবনের পথে।
কার সাধ্য—রোধে আর গতি ? তমোময়
মাতৃ-গর্ভ-হতে, পড়েছিনু আরো ঘোর
তমঃ-ঘোরে। হেরি নাই পিতা-মাতা ; ছিনু
দরিদ্র অনাথ ; অন্ধকারে অনাদরে
হয়েছি বর্দ্ধিত। জানে নাই—ভাবে নাই
কভু এ সংসার, দলিত এ সর্প-শিশু
তুলিবে বিষম ফণা দিগন্ত ত্রাসিয়ে !

[মহামায়ার অন্তরাল হইতে আগমন।

ম। সত্য, রাজা, যে গরল করিছ উগার,
কম্পিত সংসার ত্রাসে।

রু। (চমকিত হইয়া) হেথা কেন, রাণি ?

ম। দেবস্থানে—স্থান মম সদা।

রু। (সবিস্ময়ে চাহিয়া) দেবালয় ?—
কোথা যেতে, চিন্তা-ঘোরে আইলাম কোথা !

(প্রস্থানোদ্যত)

ম। দাঁড়াও ক্ষণেক।

রু। জ্বলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-শিখা
হৃদিমাঝে। ভয়, মহামায়া, ভস্ম হয়
পাছে নারী-হিয়া!

ম। ত্যজ ভ্রম, নাহি শঙ্কা;
নারিবে স্পর্শিতে মোরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তব।
বৃথা দুরাকাঙ্ক্ষানলে, কেন পুড়ি দগ্ধ
হও, রাজা?

রু। নহি দগ্ধ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হের,
করেছে জীবিত মোরে। সে শৈশবে, ছিনু
মৃত জন্ম-অন্ধকারে; ধাঁধিতে নয়ন,
চপলা বালিকা তুমি—ও রূপে চেতন
করি। জানিলাম আলো, জাগিল আকাঙ্ক্ষা।
ঘৃণিয়া দরিদ্রে স্মর, খেলিতে সতত
ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিত বক্ষে। ঘোর ঈর্ষানলে,
বাড়িল অন্তরে ঘোর বিকট বাসনা
করিনু প্রতিজ্ঞা—যেই বিভব-গৌরবে
অনাদরি উপেক্ষিলে মোরে, সে বিভব
লভি—ও বিজলি মালা দোলাইব গলে।
তব তরে ঈর্ষানল জ্বলিল হৃদয়ে;
বাঁধিনু পাষাণে হিয়া; দলিনু মমতা।
তোমা হতে অঙ্কুরিত, রাণি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-
মহাবীজ এ অন্তরে মম।

ম। মাখি রক্ত,
কহ—সত্য কহ, রাজা! কি ফল লভিলে
এতদিনে?

রু। লভি তোমা, না পাইনু, রাণি,
হৃদয় অতল তব! তাই সে হতাশে,
ছুটে অন্য পথে এবে আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বার।

ম। চাও এ হৃদয় যদি, ত্যজ দুরাকাঙ্ক্ষা—
তম কর নাশ।

রু। নাহি সাধ্য আর, রাণি!
মহা মহীরুহে পরিণত উচ্চাকাঙ্ক্ষা;
শত ভীম ঝঞ্ঝাঘাতে হয়েছে বর্দ্ধিত,
বদ্ধমূল—তমোময় পাতাল গহ্বরে;
দৃঢ় শাখাবলি ব্যাপ্ত আকাশ-মণ্ডলে;
অচিরে ফলিবে ফল রতন-কিরীট!—
হইবে সাধিত মম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্রত,
হবে সাঙ্গ কর্ম্ম তমোময়। সাঙ্গ হবে
তব নিদারুণ ব্রত—পাইব তোমায়।

(ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া স্বগতঃ)

কিন্তু, থাকিতে সে ক্ষুদ্র ঘৃণিত অধম,
তুমি না হইবে মম, সাঙ্গ নাহি হবে
ব্রত!

(প্রকাশ্যে) না ভুলিব, রাণি! না ছাড়িব আজি—
এস হৃদে, প্রিয়তমে!—(হস্ত প্রসারণ)

ম। (পশ্চাতে হটিয়া) সাবধান, রাজা!
স্মরহ প্রতিজ্ঞা মম;—ভাব নিজ হৃদে
প্রতিজ্ঞা আপন।

রা। কেন প্রতারণা, রাণি?
লুকাতে বাসনা—কেন বৃথা বিড়ম্বনা?

ম। বৃথা এ ভর্ৎসনা। কেন লুকাব বাসনা?
বাসনা বিলুপ্ত এই হৃদয়-কন্দরে।
পতি তুমি না পার হেরিতে, হায়! এই
অবলা পত্নীর হৃদি? সাক্ষী অন্তর্য্যামী;
থাকি দূরে—ভাবি, পাছে হও প্রতারিত।

[প্রস্থান।

রা। থাক্—থাক্ এ ছলনা। পথ হতে অগ্রে,
করি সে কণ্টক দূর। যাও, মায়াবিনি!—

[প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্র। ব্রহ্মচারী এক চাহে প্রভুর দর্শন।

রা। ব্রহ্মচারী!—কেন আসে?

প্র। কামনা কি তাঁর—
না জানে কিঙ্কর।

রা। (স্বগত) ভণ্ড—সন্ন্যাসীর দল।
সুধু মিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য-ঘোরে—

ঘুরি মিথ্যা কল্পনায়, চাহে মজাইতে
মানব-জগৎ। যত মায়াবী সন্ন্যাসী,
বাক্য-ছলনায় আঁকি স্বরগ-নরক,
ভুলায় মানবে। ধর্ম্ম মম—উচ্চাকাঙ্ক্ষা
তেজস্বীর ধর্ম্ম—ভাবে অধর্ম্ম দুর্ব্বলে।
কেন—কি উদ্দেশ্যে হেথা আসে ব্রহ্মচারী?

প্র। প্রভুর আদেশ?

রু। বেশ, আসুক্ সন্ন্যাসী।

[অভিবাদন করিয়া প্রতিহারীর প্রস্থান।

কেবা এ সন্ন্যাসী? তেজ-পুঞ্জ কান্তি এ যে!

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্র। হউক মঙ্গল।

রু। (বিস্ময়-ভয়-কম্পিত অস্ফুটস্বরে)
একি! এ যে হেরি—রাজা
চন্দ্রনাথ প্রেত-আত্মা!!

ব্র। ত্যজহ বিস্ময়।

রু। দূর হও, প্রেত-আত্মা!

ব্র। নহি প্রেত-আত্মা;
জীবন্ত সে চন্দ্রনাথ।

রু। মিথ্যা—মিথ্যা। মৃত
চন্দ্রনাথ। [redacted]

চন্দ্রনাথ। এই কর, [illegible] রুধিরে

তার, রহে আজিও রঞ্জিত ! কাল-সিন্ধু
পারেনি তুলিতে জলে সে রক্ত-কালিমা !
সেই রক্তে হয়েছে রোপিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
নাই—নাই—চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ-হন্তা
আমি—সর্ব্বস্বান্তকারী।

ব্র। হও শান্ত। শুন,
কেবা কারে করে হত্যা ?—কেবা কার করে
সর্ব্বস্ব-হরণ ? বৎস ! আশীষি তোমারে,
তোমা হতে লভিয়াছি এ নব জীবন।

রু। নাহি আমি চন্দ্রনাথ-হত্যাকারী ! সত্য
কি জীবিত রাজা চন্দ্রনাথ ?

ব্র। ত্যজ ভ্রম।
জীবিত সে আমি চন্দ্রনাথ। নহি রাজা ;
সংসার-বিরাগী আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
পারে নাই সে আঁধারে পশিতে এ বক্ষে,
করাল ছুরিকা তব। পার্শ্বস্থ বালক-
রক্তে, তৃপ্ত সেই তব ছুরিকার তৃষা।

রু। ব্যর্থ লক্ষ্য ?—নহে তৃপ্ত ছুরি !! হস্ত নহে
সঙ্কুচিত, কার্য্যোদ্ধারে রুধির-ক্রীড়ায়।

ব্র। [redacted] অহঙ্কার ; ত্যজ আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বার।
[redacted]পৃহা
সঞ্চয় করহ

রু। ধৰ্ম্ম! কোথা ধৰ্ম্ম?—
কি সে ধৰ্ম্ম? নিজ নিজ ধৰ্ম্ম, নিজ নিজ
হৃদে স্বতঃ হয় সমুদ্ভুত। তব ধৰ্ম্ম—
অধৰ্ম্ম আমার। তুলি শোণিত-তুফান,
রণরঙ্গে করে পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নৃপতি,
হয় রক্ষা—রাজধৰ্ম্ম। অন্যে এক বিন্দু
করে যদি রক্তপাত—উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পথ-
করিতে সুগম—হয় মহাপাপ! ধন্য
এ বিচার! ধন্য পাপ-পুণ্যের ছলনা!
হেন ধৰ্ম্মে করি পদাঘাত; ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম
যাদুমন্ত্রে নহে মুগ্ধ রাজা রুদ্রপাল।
জীবিত সে যদি চন্দ্রনাথ, কি কারণ
হেন বেশে হেথা আগমন?

ব্র। জানি তব
পাপ-মুগ্ধ প্রাণ; জানি তব অতি ক্ষুদ্র
কলুষিত মন; জানি তব দুরাকাঙ্ক্ষা;
জানি উচ্চপদ তব যবন-প্রমাদ।
সন্ন্যাসীর সমজ্ঞান শত্রু-মিত্র সবে;
নাহি থাকে হিংসা-দ্বেষ; তুমি-আমি নাহি
ভেদাভেদ। হেরি তব মৃত্যু সন্নিকট,
এসেছি হেথায়। ধর বাক্য; পরিহর
বৃথা বাঞ্ছা। থাকে যদি উচ্চ-অভিলাষ

বৃহত্ব লভিতে, অগ্রে ক্ষুদ্রত্ব ডুবাও—
ডুবাও ও তম-রাশি ; নতুবা পতন
তব কহিলাম স্থির।

রু। উত্থান-পতন,
এ বিশ্ব-নিয়ম সে ত। নহি তা বিস্মৃত—
ছিনু অন্নদাস তব ; আজি তব সম
ভূস্বামী যতেক, করে চরণ-লেহন।
ছিনু অজানিত ;—অজানিত থাকে যথা
মৃদুল সমীরে কাল ঝটিকা-প্রভাব !
দাপে এবে কাঁপে বঙ্গ, কি ভয় দেখাও ?

ব্র। রুদ্রপাল ! জানি তব দুর্ব্বার হৃদয়।
হিন্দুকুলে জন্ম তব ; যবন-দাসত্বে
কর পদাঘাত। ভুল এবে' অতীতের
ঘোর স্মৃতি। জননী আদেশে, হও বৎস,
হিন্দুর সহায় ! হিন্দুভূমিপাল দলে
করি সম্মিলিত, কর যবন শাসন।
দুর্নাম হইবে দূর ; সুনাম সুযশ
গাহিবে জগৎ নিত্য।

রু। রাজ-বিদ্রোহিতা ?
একি ভয়ানক কথা ! হও সাবধান,
ভণ্ড যোগী !

ব্র। জেন, মূঢ়, ভারতের হিতে,

জগৎ-জননী ইচ্ছা—যবন-উচ্ছেদ।
লঙ্ঘি মাতৃ আজ্ঞা, কেন আন রে ডাকিয়া
অকাল মরণ নিজ ?

রু। রাজদ্রোহী হতে,
মরণ মঙ্গল।

ব্র। মোরা মায়ের সন্তান ;
নাহি জানি কপটতা ; অধর্ম্ম নাশিতে,
ধরি ধর্ম্ম অসি, জগন্ময়ী মহাশক্তি
আছেন দাঁড়ায়ে অই ! এবে সাবধান,
রে দুর্ম্মতি ! কহিনু যা' মায়ের আদেশ ;—
কর ইচ্ছা যাহা, আছ নিজ বিষে নিজে
জর্জ্জরিত। থাকিতে সময়, খুলি আঁখি—
ত্যজহ কুমতি ?

[প্রস্থান।

রু। (ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া)
বুঝিলাম ছদ্মবেশী
চন্দ্রনাথ, গুরু এবে বিদ্রোহীদলের।
গুপ্ত অভিসন্ধি হৃদে, বুদ্ধির প্রভাবে
করিবে উচ্ছেদ মোর—দিতে প্রতিশোধ।
রহ, চন্দ্রনাথ, রাজ-বিদ্রোহিতা জালে
জড়িত দু'দিন ; রহি দু'দিন মগন
প্রতিশোধ-স্বপ্ন-সুখে, সাধ' কার্য্য মম।

তার পর, আরে ভণ্ড! করাল ছুরিকা
মোর, ল'বে বঞ্চনার ঘোর প্রতিশোধ।
যাই—দেখি যাই কারা-কূপে সে অধমে।
আজই দলিব পদে, ঘৃণিত জীবন
তার—দূর করিব কণ্টক। তার পর,
মহামায়া! এই দীর্ঘকাল করেছিস্
প্রবঞ্চিত যে স্বপ্ন-ছলনে, অই রক্ত-
রঞ্জিত এ করে—স্বপ্ন ভাঙ্গি—বক্ষে তোরে
ধরি, ল'ব এইবার সে মোহ-ছলনা-
প্রতিশোধ।—দিতে প্রতিশোধ, হই এবে
সুসজ্জিত। যাই—ভাঙ্গিবারে স্বপ্ন সেই,
এই পদে বিচূর্ণিব ঘৃণ্য মুণ্ড তার।

[সদর্পে ভূমে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।



স্থান—মুরশিদাবাদ—বেগম মহলের সুসজ্জিত কক্ষ।

সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।



খট্টাঙ্গে অর্দ্ধশায়িতভাবে মনিয়া বেগম।

ম। সিরাজ! প্রাণেশ! প্রিয়তম! প্রাণাধিক্!
এস একবার। আছি বসি, হের জাগি
সারা নিশি। একে একে কত শত তারা
ফুটিল—গণিনু একা। গণি একা, হায়!
একে একে কত ক্ষুদ্র পতঙ্গ উন্মাদ,
রূপ-মোহে মরে—অই দীপ্ত দীপালোকে
পরাণ সঁপিয়া!—বড় ভাগ্যবান্ তারা।
দিয়া ঝাঁপ রূপানলে, কেন নাহি মরে
মনিয়া পতঙ্গ এই? এস, প্রাণনাথ!
না পারে পতঙ্গ আর জীবন্তে পুড়িতে।
(দূর শব্দে চমকিত ভাবে উপবেশন করিয়া।)
আসিছে প্রাণেশ বুঝি! এস, প্রাণাধিক্!
দাও প্রাণ একবার মুহূর্ত্তের তরে;

কারো সুখ না হরিব ; মুহূর্ত্তে মিটাব
সাধ—মুহূর্ত্তেকে প্রাণে কোটি স্বর্গ দিব
ভাসাইয়া।

(ব্যস্তভাবে দ্বারদেশে অগ্রসর হইয়া)

কই প্রাণেশ্বর ?—কোথা তুমি ?
এলে না—এলে না—প্রিয় প্রাণেশ, নির্দ্দয় !
চিন্তা মোরে করে উন্মাদিনী ! তমোময়ী
পিশাচিনী ও কে—পশি প্রাণে তন্দ্রাবেশে,
বিকট ছুরিকা যেন ধরে রক্তমাখা !!
না-না—যা'রে পিশাচিনি ! দূর হ' নিরাশা !
দূর হ' রে ছায়া ! অই আশা মায়াবিনী,
দেখায় সুন্দর স্বপ্ন !

(পুনঃ পদশব্দে চকিত হইয়া)

অই শুনি পদধ্বনি ! কে আসে ?—প্রাণেশ ?
এস—ডুবি ও রূপ-সাগরে, ভুলি তীব্র
মর্ম্মান্তিক মর্ম্ম-জ্বালা।

[বাঁদীর প্রবেশ।

তুই পুনঃ কেন,
কালামুখি ?

বাঁ। যায় রাতি—নিদ্রা নাই, বিবি ?
মুদি আঁখি, এইবার নিদ্রা যাও দেখি।

(পাখা লইয়া ব্যজন)

ম। যা' বাঁদি! ব্যজনে সুধু আগুন দ্বিগুণ
জ্বলে প্রাণে।
বাঁ। দিন দিন দিবানিশি জাগি,
ক'দিন বাঁচিবে প্রাণে?
ম। কি কাজ বাঁচিয়া?
বারিশূন্য নদী আর ত্যক্ত নারী-হৃদি,
দুই-ই সমান—দুই শূন্য করে হু-হু!
দুই শূন্য—নিরাশার ঘোর বিভীষিকা!!
বাঁ। ত্যক্ত কেন? নহ তুমি নবাব হৃদয়ে
একা প্রস্ফুটিত—
ম। না জ্বালাস্ আর। জানি—
মম সম প্রস্ফুট কুসুম, এ উদ্যানে
আছে কত শত। তার মাঝে ক্ষুদ্র যদি
আমি—ক্ষুদ্র কিন্তু নহি হৃদয়-সৌরভে।
ক্ষুদ্র ফুলে সুধাংশু কি না বিলায় সুধা?
মহা সিন্ধু নাহি কিলো ধরে বক্ষে, ক্ষুদ্র
স্রোতস্বিনী-ধারা? অই অনন্ত অম্বর,
ধরি হৃদে রবি-শশী, ধরে নাকি অই
কোটি ক্ষুদ্র তারা?
বাঁ। যত যুবতী রূপসী
ভাবে ভাগ্য—পায় যদি প্রবেশ হেথায়,
বেগম-মহলে এই। সাজাদা-সম্ভোগে,

আসে নিত্য নব নারী ; কয়জন তার
পায় স্থান হেথা ? বড় ভাগ্যবতী তুমি—
ম। চুপ্ রহ, বাঁদি ! এই বেগম-মহল—
বিহঙ্গী-পিঞ্জর স্বর্ণময় !—কুরঙ্গীর
রত্ন-কারা !! করি রুদ্ধ সুবর্ণ-পিঞ্জরে,
সুখ-স্বপ্নে করে চূর্ণ কমল-কোমল
হিয়া ! নারী—নাহি থাকে নারী কভু হেথা।
পুড়ি নিত্য মনাগুনে, হারাইয়া আশা—
যৌবন-বাসনা-সাধ, ধরে পিশাচীর
প্রাণ রক্তমাখা !—ঘোর বিভীষিকাময়
নরক-রঞ্জিত !!
বা। মগ্ন হোয়ে কুচিন্তায়
সুখ ত্যজি কর নষ্ট শরীর আপন।
ম। সুখ !—কোথা সুখ ? বল্ বাঁদি ! নারী-গর্ব্ব-
হারী এই পুরী, দেখ্ সহস্র বিলাসে
পূর্ণ ; তার মাঝে, নারী কি বিলাস এক ?
বল্ দেখি—সুধু পুরুষের ভোগ-স্পৃহা-
বিলাস-সাধনে কিলো রমণী-সৃজন ?
নাহি কি রমণী-হিয়া ? পুরুষ-বাসনা-
দাসী—সুধু কি এ নারী ?
বাঁ। জান না ক, বিবি,
রাজা-রাজ্যেশ্বর যারা, নারীর পরাণ

নাহি ভাবে তারা। তুলি ফুল—লয়ে ঘ্রাণ,
ফেলি দেয় শেষে দূরে পুরুষ পাষাণ।
দেখ ভাবি, পিয়ে মধু,—মধুকর আর
আসে কি ফিরিয়া?

ম। এই কি পুরুষ-ধর্ম্ম?
ছলে বলে লয়ে হরি অবলার প্রাণ—
নাহি দেয় প্রতিদান!

[খোজার প্রবেশ।

পেলে কি সংবাদ?—
নবাব কোথায়? যা'লো বাঁদি, যা' এখন।

বাঁ। চলিনু—ঘুমাও তবে।

[প্রস্থান।

খো। শুনিনু—এসেছে
অদ্ভুত কামিনী এক অপূর্ব্ব রূপসী,
হীরাঝিলে। হেরিবারে গেছেন নবাব।

ম। কেবা এ রমণী?
(অন্যমনে) যাও।

[অভিবাদন করিয়া খোজার প্রস্থান।

বুঝিনু, পুরুষ,
তোর পশু-ব্যবহার। করেছিস্ চূর্ণ
হৃদি—চূর্ণ মম ইহ-পর-লোক।
করিব, পুরুষ, চূর্ণ স্বার্থ-দর্প তোর।
হা সিরাজ! হা পিশাচ! নির্ব্বোধ নির্দ্দয়!

দিয়াছিনু প্রেম-সুধা ; ত্যজি—প্রতিদানে
দিলি হলাহল ? হলাহল—প্রতিশোধ—
ধরিনু এ হৃদে !! হলাহল—প্রতিহিংসা—
জ্বালানু এ প্রাণে !! এবে দেখুক্ ত্রিলোক—
নহি নারী আর ;—ছিঁড়ি প্রেম-স্বপ্ন-জাল,
সে প্রেমিকা বালা আজি পিশাচী রাক্ষসী !!
নিরাশা-বিদগ্ধ হৃদে জ্বলে চিতা-শিখা !—
হবে ভস্ম এ অনলে নিষ্ঠুর সিরাজ।
দেখুক্ সংসার—নারী-প্রতিহিংসা কিবা,—
কেমনে রমণী হয় পিশাচী—প্রেতিনী !!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—আজিমগঞ্জ—রাজা রুদ্রপালের প্রাসাদস্থিত গুপ্ত অন্ধ-কক্ষ।

সময়—নিশীথ রাত্রি।

সমরলাল শূন্যদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান।

স। ভালবাসা—আত্মদান,—নাই প্রতিদান ?
প্রতিদান ?—প্রেত-স্বার্থ !!—নাহি চায় প্রাণ।

এ প্রাণ ?—শ্মশান ! সুখ ?—শ্মশানে ক্রন্দন !
শান্তি ?—ভস্ম-স্মৃতি ! মৃত্যু ?—সে স্মৃতি-বিস্মৃতি !!
রমণী-হৃদয় ?—হো-হো ! কুসুমে প্রস্তর-
স্তর !! যার তরে ক্ষিপ্ত আমি—অন্ধ—মত—
অস্পৃশ্য—ঘৃণিত ; যার তরে সর্ব্বত্যাগী—
আপনা-বিস্মৃত ; মোরে হেরি সে পলায় !!
এ কি-এ বিধান, বল', রে অন্ধ বিধাতা ?
কেবা স্রষ্টা ?—কেবা দ্রষ্টা ? চক্ষু যদি থাকে,
দেখুক্—এ প্রাণ নহে নরক বিকট।
কোথা—কোথা—মহামায়া ? দেখে বা' রমণি !—
পাষাণি !—রাক্ষসি ! যাই—যাই,—দাঁড়া—দাঁড়া
দেখাব এ হৃদি !—

(ছুটিয়া বাহির হইতে কারা-প্রাচীর আঘাতে পতন ও মূর্চ্ছা।)

[গুপ্তদ্বার খুলিয়া রুদ্রপালের বর্ত্তিকা ও ছুরিকা-হস্তে সশঙ্ক-সন্দিগ্ধ-ভাবে দ্বারবাহিরে দণ্ডায়মান।

রু। (রুদ্ধস্বরে) শব্দহীন—শ্বাসহীন—
নিস্তব্ধ—নীরব—এই কারাকূপ ! শান্ত—
নিদ্রিত—নির্ব্বোধ অই ! শান্ত—অন্ধকার !
অশান্ত—হৃদয় সুধু !! অশান্তি এখনি
ও আঁধার-শান্তি ভাঙ্গি, শোণিত-তরঙ্গে
চির-শান্তি আনিবে ও প্রাণে !

(ধীর-শঙ্কিত-পদে অন্ধকক্ষে প্রবেশ করিয়া)

মৃত্যু ঘরে,—
তবু নিদ্রা ? মহানিদ্রা এনেছে ছুরিকা।
ও বক্ষ-রুধির দিয়া—ঘুমাও, বর্ব্বর,
অনন্ত নিদ্রায়। ক্রিমি-কীট যেথা করে
বাস—সেথা মিটাও বাসনা ! প্রতিশোধ !—
প্রতিশোধ !!—জীবন্ত এ প্রতিশোধ ল'ব
আজ ! দেখ্, অন্ধকার, বসাই ছুরিকা।
এ কার্য্যের, রে আঁধার, আঁধার-উদরে,
তোর, হোক্ রে সমাধি !—মিটুক্ জঞ্জাল।

(সমরকে লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন)

[গুপ্তদ্বারে সহসা মহামায়ার প্রবেশ—রুদ্রপালের কম্পিত হস্ত হইতে বর্ত্তিকা-পতন ও সশঙ্কে পশ্চাতে সরিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দণ্ডায়মান।]

ম। এ—কি—রাজা ? উত্তোলিত করাল ছুরিকা !!
নরহত্যা !—ব্রহ্মহত্যা !! মানবে—মানব-
রক্তে কেন এ লালসা ? কেন লালায়িত,
বীভৎস নরক-দ্বার ভাঙ্গিয়া পশিতে ?
নরক !—নরক !!—রাজা ! যাও পিছাইয়া।

রু। এখানে—এখন ?—সাধ্ব ত্বরা।

ম। মনুষ্যত্ব—
এই কি মানুষে ? বধি সুষুপ্ত মানবে

বিনাদোষে, হবে সপ্ত কোটি মনুষ্যের
দণ্ড-মুণ্ড দাতা ?

রু। যাও ত্বরা, রাণি। যাও—
প্রতি কার্য্যে দিও নাকো বাধা।

ম। ভয়ঙ্কর
নরহত্যা-মহাপাপে ফেলিয়া পতিরে,
না পারে ফিরিতে পত্নী।

রু। মজায়ো না আর,
বারবার প্রতারণা করি ?

ম। প্রতারণা ?—

রু। প্রতারণা ! শতবার বলি—প্রতারণা !!
পরিণীতা পত্নী তুমি ; কেন তবে পতি
না পায় সে অধিকার ? মরিবে বর্ব্বর
তব তরে—এই কল্পে। প্রকৃত ঘাতক—
তুমি ; মম করে সুধু, ছুরিকার কার্য্য
মাত্র হবে সংসাধিত। দাঁড়াও,—ও হৃদি-
রুধির-প্রবাহে, দিব ভাসাইয়া তব
শৈশব-স্বপন্। হবে তুমি মম, এস'—
এই বক্ষে ধরি, ও বক্ষে বসাই ছুরি। -
শোণিত হাস্থক্ ছুটে !!

(হস্ত প্রসারণ

মু। (পশ্চাতে পিছাইয়া) হা ধিক্। রাজন্

দেখি নিজ মন, ভাব' প্রতারণাময়
এ বিশ্ব-সংসার! থাকে এ বিশ্বাস যদি,
কর পান পত্নী-রক্ত— রমণী-রুধির।
উঠাও ছুরিকা, রাজা! বসাও এ হৃদে;
নতুবা নারিবে কভু নাশিতে এ নরে।
হের, রাজা! এই দাঁড়ালাম আমি; কর—
কোটি নরকের শক্তি করহ বিকাশ;—
বিফল হইবে আশ।

রু। (সঙ্কুচিত ভাবে) স্বপ্নঘোরে—করি
সহ্য এ অসহ্য ব্যবহার! সাবধান!
নতুবা এখনি অই রমণী রুধিরে,
রঞ্জিত হইত কর। হও সাবধান!
রও—রও রে কুক্কুর!—হের এ আঁধার
দুই দিন আর।

[ভূপতিত সমরকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

স। (স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সচকিতে দণ্ডায়মান হইয়া)
মহামায়া! কোথা তুমি?

ম। উন্মাদ!—

স। কে তুমি?—

ম। এ কি ললাট বিদারি,
বহিছে রুধির!

স। হা-হা! কোথায় রুধির?

ছিল যে রুধির, সর্ব্বনাশী সে রাক্ষসী
করেছে যে পান!

ম। ত্যজ ভ্রম। রক্ত-আশে,
ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরী উত্তোলিত হেথা!
হের—সব রক্তমাখা ছুরিকার ছায়া!!

স। কে ঘাতক? ঘাতক—সে নারী!! হের—ধীরে
প্রতিপলে বসায় ছুরিকা সে ঘাতক,
বিষের জ্বালায় হৃদে!

ম। ত্যজ এ প্রলাপ।
যাও—ত্যজি এই কারা।

স। যাব—কোথা যাব?

ম। দৃষ্টি যেথা যায়।

স। হেরি—সেথা সে পাষাণী!!

ম। ত্যজহ মত্ততা; যাও ত্যজিয়া এ কারা।

স। খেদায়ো না আর। এই কারা হ'ক্ মোর
জীবন্ত সমাধি। অতি সুন্দর এ স্থান!
নাহি প্রাণী-শ্বাস; নাহি প্রকৃতি-উচ্ছ্বাস;
রুদ্ধ-শ্বাস এই কারা। খুঁজেছি সংসার—
মিলে নাই ঠাঁই কোথা!

ম। সমর! প্রলাপ
ত্যজি, রাখ এ বচন মম।

স। (বিস্মিতভাবে নিরীক্ষণ করিয়া) কেন পুনঃ

খেলিল বিজলি প্রাণে। ওরে রে পাষাণি!—
তুই কি সে মহামায়া?

ম। আমি তার ছায়া।

ম। শৈশবের সুখ-স্বর্গ-ছায়া! সে আমার
মহামায়া-ছায়া!! দেখি—দাঁড়া রে মোহিনি!
বল্ রে বারেক, বল্—বল্—'ভালবাসি'।
অই মহামন্ত্রে, সঞ্জীবিত হবে প্রাণ;
পাব তোমা—মৃত্যু-পরে থাকে যদি কিছু।
এবে আলোড়িয়া হৃদি ডুবায়ে ত্রিকাল-
স্মৃতি—একাকারি স্বর্গ-মর্ত্ত্য, একবার
বল্—'ভালবাসি'।

ম। যবে দেখিব তোমায়
শিখিয়াছ ভালবাসা—ভালবাসা-স্রোতে
কামনা-বাসনা-মোহ গিয়াছে ভাসিয়া;—
দেখিব তোমায় যবে, বিশ্বের মঙ্গলে
বিতরিছ ভালবাসা—হৃদে হৃষিকেশে
প্রতিষ্ঠা করিয়া;—যবে দেখিব তোমায়
সর্ব্বে সমজ্ঞানে—ঘৃণ্য চণ্ডালে কুকুরে
বিলাইছ ভালবাসা—আপনা ভুলিয়া;
কেন—কেন একবার, শুনিবে সংসার,
শতবার ভালবাসি বলিয়া তখন—
দিব আলিঙ্গন। যতদিন না পারিবে

শিখিতে সে ভালবাসা, রহিব সুদূরে —
সুদূরে কুরঙ্গী যথা শার্দ্দূলের ত্রাসে।

স। (সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)
কে আমি ?—কে তুমি ?

ম। জল-বুদ্বুদ ক্ষণিক
বিশ্ব-প্রাণে।

স। কোথা যাব ?

ম। ফুটি—ডুবি কত
বার বার, বিশ্ব-প্রাণে যাব মিলাইয়া।

স। এবে কোথা যাই ?—

ম। এস—দেখাইব ঠাঁই।

[মহামায়ার পশ্চাতে সমরলালের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মুরশিদাবাদ—নগরপ্রান্তে সমাধিক্ষেত্র।

সময়—মেঘাবৃত নিশীথ অমানিশি।

ক্ষত্রপাল দণ্ডায়মান।

ক্ষ। ভীষণ সমাধিক্ষেত্র। ভীষণ আঁধার ;
ভীষণ গগন ঘোর ঘন মেঘাবৃত ;

ভীষণ—ভীষণ—ভীম বজ্রের গর্জ্জন।
ভীষণ চমক-ছলে, দেখায় চপলা
অন্ধকার-প্রেত-ছায়া। কিন্তু, নিরখিয়া
এ হৃদয়-ভীষণতা ভীতা বিভীষিকা;
ত্রাসিত সমাধিক্ষেত্র; স্তম্ভিত আঁধার;
ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ ক্ষণপ্রভা! স্তব্ধ নিজে,
হেরি নিজ নির্ম্মমতা—কর্ম্ম-কঠোরতা!

(পাদচারণ করিতে করিতে)

উচ্চাকাঙ্ক্ষা-মূলমন্ত্র করিতে সাধন,
পরীক্ষা ভীষণ পদে পদে; পদে পদে
রক্তলীলা। পদে পদে, দলেছি এ পদে
নর-ভাগ্য—নর-নারী না করি প্রভেদ।
স্তব্ধ বিশ্ব, হেরি কার্য্য রুধির-রঞ্জিত।
যে কার্য্য নিরখি—কাঁপে অন্ধকার, কাঁপে
চরাচর, মুদে আঁখি নক্ষত্র-নিকর,
শ্বাসহীন স্তব্ধ সমীরণ, সশঙ্কিত
স্তম্ভিত শ্মশান ঘোর, সে কার্য্য-সাধনে—
কাঁপে নাই বজ্রমুষ্টি এই, টলে নাই
এ হৃদয়-কঠোরতা—মনের দৃঢ়তা,
চরণ স্খলিত নহে কভু, পড়ে নাই
আঁখিতে পলক। শেষ পরীক্ষা এবার।

(অদূরে পদশব্দ শুনিয়া)

কে আসে ও দূরে ? ও কি আঁধারের ছায়া ?
না---না, আসে মিরণ নির্ব্বোধ। ফাঁদে এবে
পড়েছে শৃগাল ভীরু ; দেখি অভিনয়
অদৃশ্য থাকিয়া।

[অন্তরালে গমন।

[মিরণের প্রবেশ।

মি। এই সে সমাধি-ক্ষেত্র !
কোথা রুদ্রপাল ? ওঃ ! কি বিকট আঁধার !
কি ভীষণ স্থান ! ছুটে প্রেত পালে পাল !!

(নেপথ্যে বিকট অট্টহাস্য)

ওকি ঘোর অট্টহাসি !! কোথা আইলাম ?
চারিদিকে ভগ্ন-স্তম্ভ সমাধির সারি
হতে, কি বিকট অই কঙ্কাল কপাল
যত – হাসে খিলি খিলি !! না পারি চাহিতে—
আঁধার !—আঁধার !! কাঁপে পদ,—কাঁপে ডরে
হৃদি দুরু-দুরু। কেন আনিল কাফের ?

(নেপথ্যে পুনরায় বিকট অট্টহাস্য)

আবার ও কি বিকট অট্টহাসি !! উঠে
প্রতিধ্বনি ভয়ঙ্কর—আলোড়ি সমাধি-
ক্ষেত্র—দূর শূন্যাকাশে ! প্রেতের তাণ্ডব
চারিদিকে !! চারিদিকে অই অস্থিময়
প্রেত-হস্ত শত শত করে কিলি-কিলি—

উৎপাটিতে আঁখি যেন ! পলাই—পলাই,—
চলে না চরণ এবে ! কোথা রুদ্রপাল ?
তবে কি বঞ্চনা ?

[প্রেতসাজে জয়মলের প্রবেশ ।

জ । হবে বঙ্গের ঈশ্বর ।

মি । কে—কে ?—এ-কি এ ছলনা ?

জ । সত্যই মিরণ—
ভাবী বঙ্গ অধীশ্বর ।

[সহসা প্রস্থান ।

মি । বঙ্গ অধীশ্বর ?—
আমি ? প্রেত-প্রতারণা !!

[রুদ্রপালের অন্তরাল হইতে আগমন ।

রু । নহে প্রতারণা ।

মি । রুদ্রপাল ? এস, প্রিয়বন্ধু ! হের হেথা
প্রেতের উৎপাত ! ত্যজ ত্রাস, তন্ত্র-মন্ত্রে
জাগায়েছি প্রেতকুল । অই প্রেত সবে
করিবে বর্দ্ধিত শক্তি তব ; অলক্ষিতে
এ বিপ্লবে রক্ষিবে তোমারে ।

মি । সত্য কি সে
তবে, হবে প্রেতকুল সহায় আমার ?

[প্রেতসাজে জয়মলের পুনঃপ্রবেশ ।

জ । সত্য । প্রীত প্রেত মোরা, শুন, বঙ্গেশ্বর !
চাই—চাই দৃঢ় মন,—দৃঢ় ও হৃদয় ।

সিরাজের রক্তে আর পিতৃরক্তে নিজ,
হবে প্রতিষ্ঠিতে সিংহাসন।

[সহসা প্রস্থান।

মি। পিতৃরক্তে !!

ম। পিতৃরক্তে। বিনা কভু স্বজন-শোণিত,
না ঘটে অদৃষ্টে সুখ—সাম্রাজ্য-সম্ভোগ।
ভাগ্যবান্ ! মায়া-মমতার লেশ যার
হৃদে, হতে রাজ্যেশ্বর অযোগ্য সে জন।
উঠিতে ও পথে চাহি নির্ম্মমতা—চাহি
প্রস্তরের কঠিনতা।

মি। নাশিতে সিরাজে,
না কাঁপিবে হিয়া। কিন্তু, বধিতে জনকে,
কেমনে উঠিবে কর ?—

ম। বালক-প্রলাপে
কার্য্য নাহি হবে। প্রেতাদেশ—পিতৃরক্ত
চাই সিংহাসন মূলে ; একার্য্য কঠোর,
অবশ্য সাধিতে হবে। বধি পিতা-ভ্রাতা,
কত কত রাজা—লভি রাজদণ্ড—খ্যাত
চরাচরে। নাশ অগ্রে সিরাজেরে ; পরে
মির্জাফরে—অকর্ম্মণ্য স্থবির পিতারে।
তাড়াইব ইংরাজেরে আমি সিন্ধুপারে ;—
হবে বঙ্গপতি। কর হৃদয় প্রস্তুত।

(কবর-গহ্বরে লুক্কায়িত সুরাভাণ্ড উত্তোলিত করিয়া)

মি। ওকি বন্ধু ?—

রু। রহ স্থির ; করাইব পান,

প্রেত-যজ্ঞে সমুদ্ভূত সুধা মহৌষধ ;—

যাবে দুর্ব্বলতা।

(সুরাপূর্ণ মৃৎপাত্র হস্তে দিয়া)

কর পান, পাবে শক্তি ;

না রহিবে অবসাদ।

মি। (পান করিয়া) উত্তম এ সুধা !

পান মাত্রে, চমকিত বিদ্যুৎ-চমকে

শক্তি হৃদিমাঝে। রুদ্রপাল ?-

রু। বঙ্গেশ্বর !

মি। হাঁ—হাঁ--বঙ্গেশ্বর !

রু। সম্ভাষিবে চরাচর !

কিন্তু, চাই কার্য্য—পিতৃরক্ত,

মি। তুচ্ছ কার্য্য।

কি তুচ্ছ সে পিতৃ-রক্ত ? নহি সঙ্কুচিত,

প্রবাহিতে-শত-পিতৃ-রক্ত এই করে !

দেখিবে জগৎ, পিতৃ-বধে পুত্র-করে

কত বল ধরে। কত হত্যা চাও আর ?

সুপ্ত শিশু-নারী-বক্ষে বসাইতে ছুরি,

কভু নাহি ডরি।

রু। জানিলাম—বঙ্গভাগ্য
ন্যস্ত যোগ্য করে! বরিয়াছে প্রেতকুল;
দেখি তব হৃদি-বল—বীরত্ব-প্রতাপ।

মি। না সহে বিলম্ব আর। কহ রুদ্রপাল!
কবে চাহি পিতৃরক্ত—সিরাজ-শোণিত?
হবে তুমি রাজ-প্রতিনিধি; রব আমি
লয়ে সুরা-নারী-নিধি।

রু। পূরিবে এ সাধ।
ধন্য হবে দাস। নিদ্রা যাও এবে গৃহে।—
ইংরাজ আবর্ত্তে রোধি আসন্ন-বিপ্লব
স্রোতে, জাগাইব পরে।

মি। গৃহে যাই তবে।
কি ঔষধে জাগাইলে সাম্রাজ্য-পিপাসা—
উচ্চাশা এ হৃদে! যাই—জাগায়ো সময়ে।

[কম্পিত পদে প্রস্থান।

রু। জাগাইব একেবারে দলি পদ-তলে।

(ক্ষণেক দণ্ডায়মান থাকিয়া)

জয়মল অভিনয় করেছে সুন্দর!
প্রতারিত ভীরু ফেরু। যাক্—ক্ষুদ্র কীট
এ মিরণ, রাজ্য মোহে দেখুক্ স্বপন,
পড়ি ঊর্ণানাভ-জালে। দেখি কতদিন
আঁধার কবর-গর্ভে রবে রবি আর

গুপ্তভাবে—খদ্যোতের দীপ্তি-ভয়ে ? ফেরু
ফুকারে মুকুট পরি ; অবনত শিরে
শার্দ্দূল তাহার দ্বারী রবে কতদিন ?
ভাঙ্গিব এ ভবিতব্য ; ফিরাব অদৃষ্ট।
উত্তরিয়া শত বৈতরিণী, সিন্ধুমাঝে
এবে—চারিদিকে ছুটে তরঙ্গ উত্তাল !
মিরণ-তরণী-বক্ষে বসি, সিরাজের
সুতপ্ত শোণিতে নাশি তরঙ্গের তৃষা,
সিন্ধু হব পার। শেষে ডুবাইয়া তরি
পদাঘাতে অতলের তলে, উত্তরিব
কূলে। কূলে অই দীপ্ত রত্ন-সিংহাসনে
রাজদণ্ড ধরি, বিশ্ব করিব বিস্মিত।

[দম্ভ-ভরে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—আজিমাবাদ—হীরাঝিল—নবাবের বিলাসকক্ষ।

সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

কপালিনীর প্রবেশ।

ক। কেন পাঠাইল একা মোরে রুদ্রপাল,
শূন্য এই ঘরে? বলে—আমা হতে হবে
পূর্ণ রাজ-অভিলাষ! সন্ন্যাসিনী হতে,
কি উদ্দেশ্য নবাবের হইবে সাধন?
কোথায় আনিলে, মাগো! এবে রুদ্ধ-শ্বাস
হতেছে আমার! হেথা সব রুদ্ধ, মুক্ত
কিছু নয়! রুদ্ধ আলো, রুদ্ধ বায়ু, রুদ্ধ
সৌন্দর্য্য কৃত্রিম। হেথা এক কি-যেন-কি
আলোকে আঁধার!! হেথা সম্পদের দম্ভ,
ব্যঙ্গভরে হাসি' স্বার্থ-পরতা জাগায়ে—
পরার্থ ডুবায়, হায়, নির্ম্মমতা আনি
মানব-হৃদয়ে!

(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

কই—কোথায় নবাব ?

অই মুক্ত বাতায়নে, পাই যদি—দেখি
মুক্ত প্রকৃতির শোভা।

(বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান)

[সিরাজের প্রবেশ ও সহসা স্তব্ধ ও সঙ্কুচিত ভাবে দ্বারদেশে পিছাইয়া দণ্ডায়মান।

সি। (স্বগত) একে—এ রমণী ?
একি রূপালোক !! আহা ! ও রূপ-প্রভায়,
দীপ্তিহীন—নির্ব্বাপিত—দীপ্ত দীপালোক !—
নির্ব্বাপিত—এ হৃদয়ে রূপ-তৃষা-শিখা
ভয়ঙ্করী ! এ বিলাস-কক্ষে, অই মোর
অতীতের কার্য্য ঘোর—জীবন্ত চিত্রিত !!
এ হৃদে খুলিত হেথা, নারী-আর্ত্তনাদে
সুখের দুয়ার ! কিন্তু, এবে হেরি অই
অলৌকিক নারী-মূর্ত্তি, গেল ঝলসিয়া
আঁখি ! কাঁপে পদ—শিহরিয়া উঠে প্রাণ !

ক। (অধৈর্য্যভাবে কক্ষ-মধ্যস্থলে আসিয়া)
রুদ্ধ-কক্ষে, রুদ্ধ আর রহিতে না পারি,
নাহি কিছু স্বভাব-সুন্দর হেথা ; সব
কৃত্রিমতা !—প্রাণহীন সৌন্দর্য্য-বিকার !!
এই সব বৈভবের বীভৎস ব্যাপার—

হেরি মোরে—যেন উচ্চে হাসিছে বিকট!
চলিলাম—মাগো! দেহ পথ দেখাইয়া।
(প্রস্থান করিতে দ্বারে সিরাজকে দেখিয়া)
কে তুমি দাঁড়ায়ে? বল কোথায় নবাব?

সি। আমিই নবাব।

ক। তুমি?—তুমিই নবাব?
এ রাজ্যের রাজা—দণ্ডধর—তুমি? তুমি
বঙ্গ-প্রজাকুল-পিতা? বঙ্গ-নারীকুল-
কুলধর্ম্ম-রক্ষাকর্ত্তা তুমি?

সি। আমি;—আমি
বঙ্গপতি। কেবা তুমি?—নারী নহ কভু!

ক। সন্ন্যাসিনী।

সি। সন্ন্যাসিনী!!—কি হেতু হেথায়?

ক। না জানি কি হেতু।॰ নাহি জানি কেন হেথা,
কি কার্য্যে আমারে, পাঠায়েছে রুদ্রপাল।
শুনিলাম—মোর তরে নবাব-আদেশ;
তুমিই নবাব যদি, কহ তব কিবা
প্রয়োজন?

সি। প্রয়োজন!!

ক। আমা হতে হয়
যদি সংসাধন, কহ, করিব পালন।

সি। এ-কি-এ স্বপন!!

ক। হে রাজন ! জীবে হিত—
ব্রত রমণীর। তুমি রাজ্যেশ্বর ; তব
হিতে—প্রজাহিত। তব কার্য্য—রাজকার্য্য
মাতৃকার্য্য, প্রাণ দিয়া করিব সাধন।

সি। পারিবে না—পারিবে না তুমি সন্ন্যাসিনী,
সাধিতে বাসনা মম—বিকট—উৎকট।
দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—শান্তিময়—তুমি স্বর্গ !
সে কার্য্য—নরক, ঘোর বীভৎস—ভীষণ !!

ক। নারিনু বুঝিতে।

সি। কাজ নাই বুঝি আর।

ক। কি কার্য্যে আহ্বান, কহ, কি উদ্দেশ্য তব।

সি। সে উদ্দেশ্য নাহি আর।
(স্বগত)
নহে ত মর্ত্তের
মানবী ! মহিমময়ী ত্রিদিবের দেবী—
সরলতা মূর্ত্তিমতী ! স্বতঃ এ মস্তক
নত—অলৌকিক অপরূপ রূপালোকে
অই ! সে দারুণ তৃষা মম—সে কামনা
গিয়াছে চলিয়া ! সেই বিকট বীভৎস
ঘোর অতীতের তমোরাশি নাশি, এবে
যে শান্তি বহিল হৃদে, হ'ল তৃপ্ত—শান্ত,
অতৃপ্ত—অশান্ত হৃদি ! গেছে সে বাসনা

(প্রকাশ্যে)

পবিত্র দর্শনে দেবি! সিদ্ধ কার্য্য মম।
করি গেলে অসাধ্য-সাধন—অমানুষী
হৃদি-তেজে ক্ষণে,—পারিত না এ জগৎ
যুগ-যুগান্তরে যাহা! এবে যেথা ইচ্ছা
করহ প্রয়াণ, দেবি! কে আছে প্রহরী?

[জনৈক শরীর-রক্ষক প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। জাঁহাপনা!—

সি। যাও—সাবধানে সসম্ভ্রমে
লয়ে যাও,—ইচ্ছা এঁর যেথা।

প্র। শিরোধার্য্য
প্রভুর আদেশ। এস, মাগো!

ক। চলিলাম—
না বুঝি উদ্দেশ্য তব; নারিনু বুঝিতে
কিবা রাজকার্য্যে মোর ছিল প্রয়োজন।
লোকহিতে ঐশ্বর্য্যের কার্য্য করি, কর'
সৃজন, রাজন্, স্বর্গ এই মর্ত্ত্যভূমে;—
ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্য কিবা মানব-হৃদয়ে,
দেখাও জগতে। রাজা—পিতা, রক্ষাকর্ত্তা;
বঙ্গ-নর-নারী কাঁদে আর্ত্তনাদে, স্মরি
সে রাজায়। বৃথা ধনগর্ব্ব স্বার্থদম্ভ
করি পরিহার প্রকাশিয়া রাজশক্তি

প্রজার কল্যাণে, সাধ কল্যাণ আপন,—
হে রাজন্, হইবে মঙ্গল তব। চল্—

(স্বগত)

চলিলাম—দেখাও জননি, মহাপথ
মোহমুগ্ধ ভ্রান্ত এ ভূপালে।

[প্রহরীর পশ্চাতে কপালিনীর প্রস্থান।

সি। (ক্ষণেক স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া) মুহূর্ত্তেকে
কি এক প্রলয় গেল বহিয়ে হৃদয়ে!
মুহূর্ত্তেতে আলোড়িত ভূত ভবিষ্যৎ-
বর্ত্তমান মম! মুহূর্ত্তে এ কালব্যাপী
পশুত্ব-প্রভাব, নারী-হৃদি-শক্তি ওই
দিল ভাসাইয়া! গেল দিয়া দেখাইয়া
প্রেতত্ব—পুরুষে স্বধু, দেবত্ব—নারীতে।
ছিনু ঘোর অন্ধ। প্রজ্বলিত কামানলে
দিয়াছি আহুতি, করি সংসার-বিচ্ছিন্ন—
বিদগ্ধ—বিকৃত,—যত কামিনী-কুসুম।
পাইনি হেরিতে সুরা-মোহে, মাতৃ-মূর্ত্তি
রমণীর! আজি নারী—মাতৃ-রূপে নাশি
তমোরাশি—যে আলোক জ্বালিল হৃদয়ে,
জাগিল এ প্রাণ;—ভাঙ্গি গেল মোহ-স্বপ্ন।
বুঝিলাম, মিথ্যাময় এ সংসার—পূর্ণ
কপটতা। বুঝিলাম, মিত্র যারা—শত্রু

তারা ;—চাহে মোরে, চিরতরে ঘোর আঁধারে
রাখিতে ডুবায়ে। না—না, অন্ধ নহি আর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—মুরশিদাবাদ—বেগমমহল—মনিয়া বেগমের
সুসজ্জিত কক্ষ।
সময়—নিশীথ রাত্রি।

অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে বিবশা হইয়া মনিয়া বেগমের
প্রবেশ ও অলঙ্কার কুড়াইয়া পশ্চাতে বাঁদীর প্রবেশ।

ম। নে বাঁদি,—চাহি না আর, অঙ্গভার—যত
ছার রত্ন-অলঙ্কার।

বাঁ। কি কর এ, বিবি ?—
বস'—স্নিগ্ধ গোলাব সিঞ্চিয়া—

ম। চিতানল
নিবাবি নীহারে? ঢালি মদিরা-গরল,

দে' চিতা দ্বিগুণ জ্বালি। জ্বালায়—এ জ্বালা
জুড়াবে লো তবু দগ্ধ-হৃদে।

বাঁ। (সুরাপূর্ণ পাত্র হস্তে দিয়া) করি পান,
নিদ্রা যাও, বিবি!

ম। (পান করিয়া) আঃ! আঃ রক্তপান করি
আগে, নিদ্রা—তার পর—নিদ্রা একেবারে।

বাঁ। শান্ত হও এবে।

ম। হা-হা! একেবারে হব
শান্ত! হব শান্ত,—প্রতিশোধ-রক্তে পাব
শান্তি যবে! আরে রুদ্রপাল! ভেবেছিস্—
এতদিনে পাপানলে গিয়াছি জ্বলিয়া?
না-না, ছিনু এতদিন মত্ত মাতোয়ারা
রূপ-মোহে। হতাশ-হুতাশ-তাপে, গেছে
টুটি স্বপ্ন-ধাঁধা। মরি নাই; মরিতাম—
যদি প্রতিহিংসা ঘোর ভ্রূকুটি করিয়া,
রক্তমাখা ছুরি-ধারে না খোদিত এই
হৃদে, "অগ্রে প্রতিশোধ—মরণ পশ্চাতে।"

[খোজা-সাজে রুদ্রপালের শঙ্কিত-পদে প্রবেশ।

রু। মনোরমা!—

ম। হা-হা—হা-হা!

রু। ভগিনি! একি—এ?

ম। কে—ভগিনী? এ—প্রে-তি-নী!!!

রু। কেন এ আহ্বান?

ম। র-ক্ত—রক্ত তরে।

রু। কি প্রলাপ! বিলম্বে যে
ঘটিবে প্রমাদ। বল, কিবা প্রয়োজন?

ম। রক্তে—রক্তে প্রয়োজন।

রু। আরে অভাগিনি!
হয়েছিস্ উন্মাদিনী?

ম। আমি অভাগিনী?
সিরাজ-প্রেয়সী আমি—নবাব-মহিষী—
আমি অভাগিনী? অন্নদাস—ক্রীতদাস
যবনের যেই, হো-হো। ভাগ্যবান্ সেই!

রু। অন্নদাস—রাজা রুদ্রপাল? কি, রাক্ষসি।
ছিলি পর-ভোজী; দিয়াছি এ কৃপা করি
রাজ-ভোগে; তাই স্পর্দ্ধা এত? কি করেছি-

ম। কি করেছি? করেছিস্—না পারে মানুষে
যাহা! করেছিস্—নিজ ভগিনীরে ভোগ্যা
যবনের!! করেছিস্—হিন্দু-বিধবারে
টানি ধর্ম্ম-স্বর্গ হ'তে—কীট নরকের!!
কি চাস্ করিতে আর? আরে রে পিশাচ।
মুণ্ডপাত করিতাম কবে—সিরাজের
মূর্ত্তি ওই, না মোহিত যদি এই প্রাণ।

রু। মনোরমা!—ভগ্নি!

ম। কেন অই সম্বোধনে,
শৈশবের সে পবিত্র স্বর্গ-ছায়া, দিস্
দেখাইয়া এ নরকে ?

রু। কেন—কেন আর ?—

ম। কেন উচ্চ স্বর্গ হতে, দিয়াছিস্ ফেলি
এ নরকে ? কেন এ নরক-মরুভূমে,
রূপাগ্নি-মরীচি-মায়া জ্বালে তৃষা হৃদে ?
কেন এ তৃষায় যায় প্রাণ ? কেন প্রাণে
এ দারুণ নিরাশা-দাহন ? নিরাশায়—
জ্বলে প্রতিহিংসা ভয়ঙ্করী !! বিনা রক্ত,
নাহি হবে তৃপ্ত প্রতিহিংসা-তৃষা কভু।

রু। থাক্—চলিলাম তবে।

ম। না—না, সব মিথ্যা।
আসিয়াছ, ভ্রাতঃ ? বস’। করেছ আমারে
রাজ-রাণী ; তাই ভাবি—উন্মাদিনী আমি।
হের মম বিপুল বিভব ; ভ্রাতা তুমি,
দিতে তোমা ধন-রত্ন, ডেকেছি গোপনে।
বস’—আনি রত্নরাজি।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান।

রু। কি বলে পিশাচী ?
হয়েছে পাগল এ যে ! হ’ল না—হবে না—
সে উদ্দেশ্য এ হৃদে সাধন আর। এবে

রাখিলে হেথায়, গূঢ় কথা পারে ক্ষিপ্তা
করিতে প্রকাশ। কাজ নাই,—করি যাই
শেষ এর। নিজ ভগ্নী, তাই কি কাঁপিবে
কর ?—কভু নয়—কভু নয়। এই কর
রঞ্জিত রুধিরে নিত্য। এ রক্ত-কালিমা
করিব প্রগাঢ় আজি,—রমণী—ভগিনী-
রক্তে !! কাল-সিন্ধু-নীরে, নারিবে—নারিবে
কভু তুলিতে এ কালি !!

[খাদ্যপূর্ণ পাত্র হস্তে মনিযার পুনঃপ্রবেশ।

ম। (স্বগত) এনেছি এ খাদ্যে
বিষ—বিষ—তীব্র বিষ ; প্রতিহিংসা-বিষ
হবে নির্ব্বাপিত !
(প্রকাশ্যে) ধর, ভ্রাতঃ ! ভগ্নী-গৃহে,
কর অগ্রে মিষ্টমুখ।

রু। (খাদ্যপাত্র নিক্ষেপ করিয়া) শয়তানি ! হবে
মিষ্টমুখ, আয়—উষ্ণ-রক্তপানে তোর।—
(লুক্কাইত সুতীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া
মনিয়ার বক্ষে বসাইবার উপক্রম)

(নেপথ্যে)
আসেন হেথায়—ধনে রূপে অদ্বিতীয়,
প্রতাপেতে পরন্তপ বঙ্গ-অধীশ্বর।

ন্ন। (সচকিত সশঙ্কভাবে পশ্চাতে হটিয়া)

আসিছে নবাব—হেথা !!—

[ছোরা ফেলিয়া অন্যদিক দিয়া বেগে প্রস্থান।

[অন্যমনে সিঁরাজের প্রবেশ।

সি। মনিয়া !—মনিয়া !

ম। (ভূমে অর্দ্ধ উপবেশন অবস্থায়)

কে তুই আবার ? খুলি নরকের দ্বার,

এসেছিস্ লয়ে যেতে মোরে ?

সি। প্রিয়তমে !

ত্যজি তন্দ্রা ভাঙ্গ স্বপ্ন।

ম। (দণ্ডায়মানা হইয়া) স্বপ্ন গেছে ভাঙ্গি ;

নিরাশায়—গেছে নেশা ছুটি।

সি। (মনিয়ার বিকৃতভাব দর্শনে সবিস্ময়ে)

কেন জ্বলে

আজি ও কটাক্ষে চিতা-শিখা ? কেন—কেন

বিবসনা—বিবশা, সুন্দরি ? প্রাণেশ্বরি !

কেন উন্মাদিনী-অট্টহাসি ?

ম। উন্মাদিনী—

নিতে প্রতিশোধ !

সি। সাবধান, রে মনিয়া !

ভুলেছিস্—নারী-হৃদি দলিতে এ পদে,

ছিল কি উল্লাস হৃদে ? দলি কত ফুল,

মনিয়া-প্রসূনে রেখেছিনু কেন যত
সযতনে ?—ছিল মধু-কণা ক্ষুদ্র প্রাণে।
অকারণে, কেন বিষ তুলিলি সুধায় ?
লভি অধিকার, কেন ভুজঙ্গী-স্পর্দ্ধায়
এত আস্ফালন ? আয় হৃদে ;—কি করেছি—
চাস্ প্রতিশোধ ?

ম। করেছিস্ সর্ব্বনাশ—
ধর্ম্মনাশ ; হা-হা ! ইচ্ছা এবে প্রাণ-নাশে।
আশায় মাতায়ে, ও মোহন-চাঁদ-রূপে
নাচায়ে তটিনী শুষ্ক—করি কল্লোলিনী
তরঙ্গিনী, কেন সে তরঙ্গে জ্বালাইলি
নিরাশা-বাড়বানল ? ও রূপ-সাগরে,
আত্মহারা প্রেম-প্রবাহিনী—প্রাণ কেন
না পায় মিশাতে ?

(রুদ্রপাল-নিক্ষিপ্ত ছোরা হস্তে তুলিয়া)

আলিঙ্গন এ ছুরিকা—যাবে সব তৃষা !

সি। বুঝিনু, মনিয়া—ভুজঙ্গিনী !!

ম। ভুজঙ্গিনী—
নিরাশা-গরলে। হা-হা ! কি নির্ব্বোধ মূর্খ
বঙ্গের নবাব। ভ্রাতা মোর রুদ্রপাল—

সি। কি—কি, ভ্রাতা—রুদ্রপাল ?

ম। নহি পত্নী—ভগ্নী
তার আমি।

সি। পত্নী —সে ?

ম। রাণী মহামায়া।

সি। না করিস্ এ বঞ্চনা।—রুদ্রপাল করে
প্রতারণা ? না—না; না বলিস্ মিথ্যা, আরে
শয়তানি !

ম। 'মিথ্যা সব ! মিথ্যা তবে— পশি
এবে এই গৃহে, চায় রাজা রুদ্রপাল
সিরাজ প্রেয়সী-প্রাণ এই ছুরিকায় ?
মিথ্যা সব। সত্য—প্রতিহিংসা !! সত্য—
এ ছুরিকা !! সত্য— সত্য অগ্রে ভ্রাতৃরক্তে
প্রতারণা-প্রতিশোধ !! সত্য—সত্য পরে
তপ্ত রক্তে প্রাণেশ্বর—নিরাশা-তর্পণ !!
সত্য—শেষে এই হৃদি-রক্তে, মনিয়ার
জ্বালা-শেষ—সব শান্তি !! সত্য—মূর্খ এই
বঙ্গের নবাব !! হা-হা !—হা-হা ! যাই তবে,
হৃদয়েশ ! মাখি ভ্রাতৃ-রক্ত, আসি দিব
আলিঙ্গন !

[বেগে প্রস্থান।

সি। কি বলিল এ সর্পিনী ? একি
প্রহেলিকা ! তবে সত্য এ কি সব ?—তবে
ধূর্ত্ত রুদ্রপাল-করে, বঙ্গের নবাব
আমি—আমি প্রতারিত ? গৃহে পশি চোর,

না পারি হরিতে মোর মনিয়া রতনে—
গেছে করি উন্মাদিনী তারে! এ চাতুরী-
প্রতিফল, পাবে প্রতারক। এই করে
বিশ্বাস-ঘাতকে আজ দিব প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মুরশিদাবাদ-নগরপ্রান্তভাগ—উচ্চ নদীকূল—
নিম্নে খরস্রোতে ভাগিরথী প্রবাহিতা।
সময়—ঘোর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

সমরলাল দণ্ডায়মান।

স। রমণী—পাষাণী। গাও উচ্চে তুলি তান—
গাও সবে বিশ্ব-প্রাণী—রমণী—পাষাণী!!
গাও, প্রভঞ্জন, গাও গভীর গর্জ্জনে
ঘোর প্রতিধ্বনি-মুখে—রমণী—পাষাণী!!
ধরি বক্ষে এ সঙ্গীত, তরঙ্গে তরঙ্গে
ঢাল, গঙ্গে, সিন্ধু-হৃদে;—উত্তাল উচ্ছ্বাসে

আলোড়ি অকূল-হৃদি, প্রলয়ের তানে
উঠুক্ এ প্রতিধ্বনি -- রমণী—পাষাণী !!
এ ঘোর সঙ্গীত-প্রতিধ্বনি-ঘাতে, চূর্ণ
হ'ক্ একেবারে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল !
থাকে স্রষ্টা—বিধাতা বা কেহ, ভেঙ্গে যাক্,
সে নির্ম্মম হৃদি—মর্ম্মভেদী এ সঙ্গীত-
তরঙ্গ-আঘাতে। দাঁড়া—বিশ্ব, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ;—
দাঁড়া—জল, স্থল ; সাক্ষী রও—চন্দ্র, সূর্য্য,—
রও সাক্ষী—বসুন্ধরা ; রমণী-চরণে
সমর্পি জীবন—ভাগীরথী-গর্ভে করি
দেহ বিসর্জ্জন। ধর, গঙ্গে ! এ সংসার
নাহি দিল স্থান—দাও স্থান, ভাগিরথি !
দেখ্ রে পাষাণি !—

(নদীগর্ভে পতনোদ্যত)

[সহসা ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্র। (সমরের হস্ত ধরিয়া) একি !—কি কর, সমর ?
স। কিছু না ; কে তুমি ? হের—রমণী-পূজার
এই পরিণাম !
ব্র। ছি-ছি ! ছুঁয়' না—সমর !—
প্রাণাধিক !
স। কেবা তুমি—শৈশবের স্বপ্ন-
ছায়া, কেন এ জাগাও ? অই শুন—শুন

জননী-আহ্বান। স্থান না দিল সংসার ;—
মাতৃ-বক্ষে লভেছি আশ্রয়। দিও না এ
বাধা—জ্বালা জুড়াইতে ; যাও—হে সন্ন্যাসী!

ব্র। আত্মহত্যা অভিলাষ!! ছি-ছি! এ মরণে
নাহিক মঙ্গল তব। হের, মৃত্যু অই
সহস্র নরক খুলি বীভৎস বিকট;
হাসে ঘোর অট্টহাসি বিকৃত ভীষণ!
এ মরণে নিভিবে না জ্বালা ;—হবে মাত্র
জীবন্ত যন্ত্রণা!! যার তরে চাও মৃত্যু,
ছায়া তার ও নরকে না পাবে হেরিতে—
না পাবে স্মরিতে কভু স্মৃতি তার—ঘোর
জ্বালার জ্বলনে।

স। এ মরণে, স্মৃতি তার
না পাব স্মরিতে? , তবে হ'ল নাক মরা ;—
বৃথা এ মরণ! না—না, এ মৃত্যু—অসহ্য
চাই মৃত্যু—যাহে সেই স্মৃতি, দিবে ঢালি
শান্তি-সুধা প্রাণে।

ব্র। এস তবে—অই পথ
জ্যোতির্ম্ময়! অই পথে, হের, দাঁড়াইয়া
ডাকে তোমা মহামায়া।

স। ডাকে মহামায়া!
আমার সে মহামায়া—ডাকিছে আমায়

অই পথে? যাক্—স্বপ্ন যাক্ ভেঙ্গে।
ও পথে কেমনে যাব?

ব্র। আছে অই পথে,
লইতে তোমায় কোলে, কোটি নারী-রূপে
দাঁড়ায়ে আপনি মহামায়া! অই পথে,
নর-নারী নাহি ভেদাভেদ! অই পথে,
প্রবাহিত প্রেম-শান্তি-আনন্দ অকুল!
অই পথে, প্রেম-নেত্রে হাসিবে ভুবন,—
ভাতিবে তপন হৃদে,—নাহি র'বে কভু
আঁধার-স্বপন। এস—এস—মহাজন!
অই পথে—মাতি মহাপ্রেমে, ত্রিসংসার
কর একাকার;—দিবে কোল মহামায়া।

স। কেমনে পাইব শক্তি, অন্ধকার নাশি
পশিতে ও পথে?

ব্র। শক্তি—আপন হৃদয়ে।
চাহি—চিত্ত-সংযমনে সে শক্তি-সাধন;—
টুটিবে মোহের ভ্রম; স্বতঃ আলোকিত
হবে পথ। পূজ, বৎস, এবে মহামায়া
মহাশক্তি; বিকাশিয়া আঁধারে আলোর
রমণী—জননী-মূর্ত্তি ভাতিবে হৃদয়ে!
ভ্রম হবে নাশ; নব-জীবন লভিবে।

এস, বৎস, মোর সাথে—করিতে গ্রহণ
মাতৃপূজা—মহামন্ত্র, হবে শান্তি লাভ।

[প্রস্থান।

স। (ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে দাঁড়ায়মান থাকিয়া)
কি যেন জলদ-ছায়া যেতেছে সরিয়া,
এ হৃদি-আকাশ হতে! অমানুষী মূর্ত্তি
ধরি—ধরি এ আঁধারে কি-এক আলোক,
ও-যে দাঁড়াইয়া মহামায়া! আর ও-কে
যোগিনী-রূপিণী—দিয়া প্রাণ, মুছি অশ্রু—
জ্যোতির্ম্ময় মহাপথ দেয় দেখাইয়া!
ভাঙ্গি স্বপ্ন, দেখি হৃদে—কে আমি—কোথায়।

[অদূরে বৃক্ষমূলে ধীরে উপবেশন।

[কপালিনীর প্রবেশ।

ক। (স্বগত)
আহা! সে মানব অই বসি বৃক্ষমূলে,—
পাঠালেন পিতা মোর যাহার উদ্দেশে,—
সংজ্ঞাশূন্য—চিন্তামগ্ন! ভাবমগ্ন শান্ত
অকূল জলধি, যথা ঝটিকা-প্রভাব
হলে প্রশমিত। আলোড়িত গিরি-গর্ভে,
অগ্নি-উর্ম্মি-মালা যেন শান্ত—নির্ব্বাপিত!
ভেদি ভ্রান্তি-কুহেলিকা, জ্ঞান-ভানু-প্রভা
স্তম্ভিত করেছে নরে।

[প্রকাশ্যে] কি চিন্তায় মগ্ন
এবে, হে মানব ? হের, দিব্য মহাপথে
জগৎ-জননী অই ডাকেন সন্তানে।

স। (চমক-ভঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া)
কে তুমি গো দেবি ? কোথা মাতা—অঙ্কে দাও
দেখাইয়া।

ক। দেখ অই নয়ন উন্মীলি
সুশ্যামল দূর্ব্বাদলে, সুনীল আকাশে,
জলে-স্থলে, ফুলে-ফলে—মহাশক্তি, আর
শক্তির বিকাশ ! বিশ্বময়ী শক্তি এই ;
বিশ্ব-রূপী মাতা। কর চিন্তা, যেই শক্তি
হতে—মাতৃ-বক্ষে ক্ষরে সুধা-ধারা ; যেই
শক্তি হতে—বৃক্ষে ফুল, ফুলে পরিমল-
সৌরভ-বিকাশ, ফলে শস্যে জীব-প্রাণ ;
যেই শক্তি হতে—গ্রহে উপগ্রহে, সৌর-
জগতে জগতে ছুটে প্রেম-আকর্ষণ ;
যেই শক্তি হতে—চন্দ্রে রশ্মি, সূর্য্যে জ্যোতিঃ,
মেঘে জল, জলে স্রোত, অনলে উত্তাপ,
জীবে তৃষ্ণা-জন্ম-মৃত্যু ;—কর—কর চিন্তা
সেই মহাশক্তি। সৌর-জগৎ-মালিনী,
চন্দ্র-কিরীটিনী, জগন্ময়ী মহামায়া
ডাকেন তোমায়। এস—এস—হে মানব !

হও অগ্রসর, অই কর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মে
কর মার পূজা।
স। দেবি! খুলিয়ে এ আঁখি,
দেখাইলে মাতৃমূর্ত্তি মহা। দেখাইয়া
দাও এবে কিবা কর্ম্ম—কর্ম্মক্ষেত্র কোথা।
ক। ত্যজ চিন্তা। হের মহাপথে—মাতৃভূমি
এই কর্ম্মক্ষেত্র তব। ভুলি মাতৃ-পূজা—
মহাশক্তির সাধনা, জড়ত্বে বিকল
মায়ের সন্তান। সুশ্যামল মাতৃ-হৃদি
হের কি ভীষণ প্রেতভূমি!! কর্ম্ম তব—
এ শ্মশানে মাতৃপূজা শক্তির সাধনা;
শুন ভগ্নী আর্ত্তনাদ; ভ্রাতার নির্ব্বাক
নিরাশ-ক্রন্দন!! হের—মর্ম্ম-যন্ত্রণায়
নারী-হৃদি দ্রবি, দীপ্ত-বহ্নি-অশ্রু-জল
নিঃশব্দে নীরবে ঝরি বিন্দু-বিন্দু—কিবা
অগ্নিময় ভয়ঙ্কর বিপ্লব-পাথার
করেছে সৃজন! দাও নিভায়ে অনল।
ডাকেন জননী অই! এস—নরমণি!
হও কর্ম্মযোগী বীর ইন্দ্রিয়-বিজয়ী।
স। বিস্মৃতি ভাঙ্গিয়া—ভাঙ্গি মোহ-স্বপ্ন, দিলে
জাগাইয়া দেবি, এ যে মাতৃভূমি-স্মৃতি!
যে হৃদয়ে ছিল ঘোর হুতাশন-চিতা,

কি-জানি-কি তব মন্ত্রে আজি সে অনল
গলি, তপ্ত-আঁখি-ধারে পড়িল ধরায়।

ক। তবে চল, মহাজন! পূজিগে মায়েরে
সাজাইয়া শতদল-হারে। জগন্ময়ী মাতা
সর্ব্বভূতে বিরাজিতা। তুলিগে কমল—
চল। এস—গাঁথি মালা, ঊর্ম্মি-মালা-ময়ী
প্রবাহিণী-বক্ষ-বাহী মরাল-মরালী-
গলে দিই পরাইয়া, চির-শোভাময়ী
মার মোর বাড়িবে কতই শোভা! দিব
তব গলে কমল-কোরক-মালা—মার
কার্য্যে মহাব্রতে ব্রতী আজি তুমি, ওহে
সুন্দর মানব—মহাজন! প্রাণ দিয়া
পূজিগে মায়েরে—এস।

[অশ্রু মুছিয়া সহসা প্রস্থান।

স। কারব এ পূজা।
কিন্তু কোথা বালা? মৃতে দিয়া প্রাণ, ফেলি
অশ্রু—কেবা এই বালা সহসা কোথায়
হল অন্তর্হিতা?—এ কি প্রহেলিকা? হায়!
কে শিখাবে মহামায়া-মহাশক্তি-পূজা?
অই মর্ম্ম-ভেদী ভ্রাতা-ভগ্নী-আর্ত্তনাদ
পশিছে এ প্রাণে!

[চণ্ডদেবের প্রবেশ।

চ। এস এবে—এস ভাই!

গুরুদেব করেন আহ্বান। চল তবে,
চল লবে মহাদীক্ষা—মাতৃ-সেবা-ব্রত।
হের—দলে দলে অই যবন-পিশাচ,
অকারণ ভ্রাতৃদলে করে নির্য্যাতন;—
দলে ভগিনীর প্রাণ—সতীত্ব-কুসুম!
নীরবে ফেলিয়া অশ্রু মরম-জ্বালায়,
সমর্পিয়া প্রতিশোধ পুরুষের করে,
মরে, হায়, কত ফুল্ল বঙ্গ-কুল-বালা—
প্রেত যবনের কোলে। জাগ, এস, ভাই
পূজিগে মায়েরে, দিয়া বলি ও খর্পরে
যবন-অধমে। মোরা মায়ের সন্তান;—
সন্তানের ব্রত আজি করহ গ্রহণ।
এস মার ছেলে—চল করি মাতৃ-পূজা।

[সমরলালের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আজিমগঞ্জ—রাজা রুদ্রপালের প্রাসাদ অন্তঃপুর-
সুসজ্জিত কক্ষ।

সময়—অপরাহ্ণ।

মহামায়ার প্রবেশ।

ম। শূন্য কক্ষ। শূন্য এ হৃদয়। এতদিনে
বুঝিলাম—বিনা পতি, পূর্ণ নহে নারী।
এ জগৎ স্থাপি হৃদে, তবু নাহি পূরে
প্রাণের শূন্যতা—সেই কি-এক অভাব!
পূজা অগ্রে, ধরে যথা মৃন্ময়ী-প্রতিমা
কি-যেন-কি শূন্য-ভাব—দেবত্ব-অভাব ;—
না পূজিলে পতি-দেবে, অভাগী নারীও
তেমতি—দেবত্ব-শূন্য অভাব-মূরতি !!
দাও শক্তি হৃদে, মহাদেব! ইষ্টদেব-
পতি-ধ্যানে মজি, পারি যেন মুছাইতে
সেই কাল-স্মৃতি-ছায়া।

[রুদ্রপালের প্রবেশ।

রু। (সবিস্ময়ে) কে হেথা রমণী ?
ম। অভাগিনী মহামায়া।
রু। (অন্যমনে) মহামায়া ?—হেথা ?
ম। আসিয়াছে দাসী, প্রভু, পতি-দরশনে।
রু। কি কাজ, ছলনে ?
ম। দুরাশায় মজি, মৃত্যু
আনিও না আর।
রু। নহে মৃত্যু। উচ্চাশায়
উচ্চ-মন্ত্রে, লভিয়াছি এ উচ্চ জীবন।
আজি এ নক্ষত্র, কালি—হেরিবে জগৎ
সূর্য্যে পরিণত। আজি ভালে বঙ্গ-রত্ন,
শোভিবে এ শিরে কালি—ভারত-ভূষণ।
প্রতিষ্ঠিব হিন্দু-রাজ্য ; দেখিবে তখন—
বৃথা নাহি করি এই কলঙ্ক-বহন।
ম। দেখিছ স্বপন্, দেব! রাজ্য-সংস্থাপনে,
চাহি হৃদি-ধর্ম্ম-বল—মহত্ত্ব আপন ;
অধর্ম্মে কি পশু-বলে, কভু নাহি হয়
সাম্রাজ্য-স্থাপন। এবে অধর্ম্ম ত্যজিয়ে,
ধর্ম্ম লয়ে কর্ম্মে হও ব্রতী।
রু। নারী তুমি ;
পুরুষের কর্ম্ম বুঝি আমি। নারী-হৃদে

করুণা-মমতা যেথা, সেথা কর্ম্ম-চক্রে
পুরুষের করে স্বধু কর্ম্ম-কঠোরতা।
তান্ত্রিক যেমতি, দিয়া পশু-বলি, করে
পূজা ইষ্টদেবে—স্বধু স্বর্গ-কামনায় ;
আমিও তেমতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-মহামন্ত্রে
দিয়া বলি নর-নারী, করি মহাযজ্ঞ—
সংস্থাপিতে হিন্দু-রাজ্য। রমণী ভুলাতে
ধর্ম্ম সৃষ্টি—ধর্ম্ম কর তুমি ; পাপ হ'ক্—
পুণ্য হ'ক্, পরিষ্কৃত কর্ম্ম-পথ মম।
স্থাপিব সাম্রাজ্য—তুমি সম্রাট মহিষী—

ম। না চাহি, স্বামিন্, কভু সাম্রাজ্য-সম্ভোগ।
পরিহরি পাপ-কর্ম্ম, এস ধর্ম্ম-পথে,
নাথ! বিলাইয়া রত্ন-ধন, এস করি
পলায়ন—যেথা নাহি স্বার্থ-কোলাহল,
দুরাশা-স্বপন্-ছল। এস, এ সংসার-
দূরে—গিরি-হৃদি-শোভী নির্ঝরিণী-ধারে,
বসিয়া দু'জনে, যথা কপোত-কপোতী—
গাব ধর্ম্ম-গীতি। এস, দূরে—দাঁড়াইয়া
জনহীন বেলাভূমে, গাব সিন্ধু-সনে
অনন্ত সে প্রেম-গাথা।

রু। রাণি! বৃথা আশা।
এই হৃদি-সিন্ধু, ঘোর প্রভঞ্জনে করে

আলোড়ন!—অই মৃদু অলির গুঞ্জন
না পারে পশিতে হেথা। ছিল বটে দিন—
যবে ও মোহন মন্ত্রে পারিতে নিবাতে
বাসনার দাবানল,—ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব
পুড়ি যাহে এ হৃদয় করেছে শ্মশান।
জান না কি মহামায়া! তোমারি কারণে,
কামনার দারুণ অনল জ্বলেছিল
হৃদে? কি বুঝিবে তুমি—কত জ্বালা ছিল
তার!—সেই দাবদাহে, কি ঘোর আগ্নেয়
উৎস উঠেছিল—এই হৃদয় ভেদিয়া!!
পাইয়া তোমারে সেই সে জ্বালা জুড়াতে,
কার্য্যাকার্য্য নাহি ভাবি, জান তুমি, কিবা
ভয়ঙ্কর কার্য্য আমি করেছি সাধন।
পেয়েছি তোমারে! কিন্তু, মিটে নাই সাধ—
সুধু কালকূট কণ্ঠে করেছি ধারণ।
হও নাই ধর্ম্ম-পত্নী—সুধু বাড়ায়েছ
দারুণ পিপাসা প্রাণে। করেছে পিশাচ
কে আমারে?—সে ত তুমি!! দ্বাদশ বৎসর,
অতৃপ্ত এ বাসনায় ইন্ধন-সংযোগে,
বাড়ায়েছ কালানল। উচ্চাশা-অনলে
সেই, এবে এ বঙ্গের হইবে আহুতি।—
তুমিই নিমিত্ত তার—

ম।   স্বামিন্! নির্ম্মম!
মজিও না—মজাও না আর। কর রক্ষা
এ প্রলয় হতে। কিবা রাজ্য চাহ, প্রভু?
এই হৃদি-রাজ্য তব;—কভু নাহি হেথা
বাসনা-বিবাদ, নাহি সম্পদ-প্রমাদ;
পাবে নিত্য শান্তি-সুধা।

রু।   রাণি! প্রাণেশ্বরি!
এতদিনে বুঝেছ কি আপনার ভ্রম?

ম। প্রাণেশ্বর! করিও না আত্ম-প্রবঞ্চনা।
চাহে না—চাহে না দাসী কভু স্বর্গ-সুখ;
যাচে ধর্ম্ম ভিক্ষা ধর্ম্ম-পত্নী তব, নাথ,
পূজিতে ও পদযুগ। পূরাও বাসনা—
পত্নীর প্রার্থনা, প্রভু!

রু।   প্রিয়ে! প্রিয়তমে!
এস হৃদে—
                    (আলিঙ্গনার্থে হস্ত-প্রসারণ)

ম।   ক্ষম, নাথ!—

রু।   ক্ষমা নাহি আর।
আর নহে, আজি পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর;
এস প্রাণেশ্বরি! হৃদে ধরি, তৃপ্ত করি
চির-তৃষা—   (পুনঃ হস্তপ্রসারণ)

ম।   ক্ষম—ক্ষম, প্রভু! রক্ষ ধর্ম্ম।

রু। বৃথা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি, এ বহ্নি ফুৎকারি
দিওনা যন্ত্রণা আর। এস লো সুন্দরি!
সুন্দর—সুন্দর—তোমা হেরিলে নয়নে—
সকলি সুন্দর হেরি! হইবে সুন্দর
সব, মিটাইলে এ কামনা মম; কিন্তু,
দিলে বাধা, জ্বলিবে নরক!! ক্ষমা নাই—
ক্ষমা নাই আজি! আজি প্রাণে কি তরঙ্গ
করে রঙ্গ চারিদিকে! এস লো সুন্দরি!
এস প্রাণেশ্বরি!—

(বক্ষে ধরিতে পুনঃ হস্তপ্রসারণ)

ম। (পশ্চাতে সরিয়া) সাবধান! শুন প্রভু!—

রু। আবার—আবার ছল?—কেন প্রবঞ্চনা?
কেমনে পলাও দেখি; এই দাঁড়ালাম
অবরোধি দ্বার। পুরাইতে মনস্কাম,
আজি সব দিব রসাতল।

ম। তবু, কিন্তু
নারিবে, স্বামিন্, বলে ধর্ম্ম বিনাশিতে
মম। তব করে পাপ-অসি, ধর্ম্মে নাশি
করে সৃষ্টি নরকের; আছে মম করে
ধর্ম্ম-অসি, ধর্ম্মে রক্ষি—দেখাইবে লোকে
পুণ্য-পথে নারী-হৃদি-শক্তি কিবা। দাসী
না হইবে ব্যভিচারিণী!

রু। বিশ্বাস-ঘাতিনি!
বুঝেছি—থাকিতে সেই উন্মাদ-অধম,
না হ'বি আমার—জানিলাম সার। রক্ত
দিয়া তার, গুপ্ত তোর প্রাণের পিপাসা
দিব মিটাইয়া।

ম। নহি বিশ্বাস-ঘাতিনী।
বৃথা কেন দুষিছ আমারে? কি বুঝিবে—
কি কঠোর ব্রত ধরি যাপিতেছি দিন।
কেন আমি সর্ব্বত্যাগী? তোমারি কারণে।
তোমারি কারণে—হৃদে তোমা প্রতিষ্ঠিতে,
দলিয়া এ প্রাণ-মন—দমিয়া বাসনা,
সাধি এ কঠোর ব্রত! ভাবি দেখ মনে—
ছিল ফুটি ফুল দুটি, বাল্য-প্রেম-সরে,
পরস্পর পরস্পরে কি সুখ-স্বপনে—
ছিল চেয়ে জীবনের ধ্রুবতারা সম।
কি দশা তাদের এবে!

রু। ক্ষান্ত হও;—জানি—

ম। শুন শুন, প্রভু, নহি বিশ্বাস-ঘাতিনী।
কাল-ভুজঙ্গম-সম, বিষ-দন্তে কাটি
ছিঁড়িলে কোরক দুটি! জ্বালি বিষে, দেখ,
করেছ পাগল একে; অন্যে ছিঁড়ি নখে.
ক্ষুদ্র ছিন্ন হৃদে তার চাহিলে বসিতে

স্বার্থে—অগ্নি ধর্ম্মে সাক্ষী রাখি বটে। কিন্তু,
বাঁধি গ্রন্থি হাতে, প্রাণ নাহি যায় বাঁধা।
হ'ল বটে পতি-পত্নী সম্বন্ধ গ্রথিত ;
কিন্তু কহ এবে প্রভু, কেমনে অবলা
বসাইবে ক্ষত-বক্ষে পতি ইষ্টদেবে ?

রু। যথেষ্ট—যথেষ্ট, রাণি!—

ম। করেছ আঘাত,
উঠে তাই প্রতিঘাত হৃদয় আলোড়ি,
সে বাল্য-প্রণয়-স্মৃতি ধরি হৃদে, বাস
পতি সহ—মহাপাপ! তাই উৎপাটিয়া
স্মৃতি মূল—লভিবারে নূতন জীবন,
দ্বাদশ বৎসর ব্রত করিনু পালন ;—
না মিলা'ল ক্ষত-রেখা! কল্লোলিনী সেই
গেছে শুকাইয়া—আছে চিহ্ন মাত্র লেখা।
পূজি ধ্যানে পতিরূপ—সে লেখা মুছিয়া,
বসা'ব, হে দেব! এই হৃদি সিংহাসনে ;—
এই রাজ্যে—

রু। যাক্ সব রসাতল! এস
এ হৃদয়ে—

ম। না—না, তুমি দেবতা আমার।
পারিব না পাপাসনে বসাতে তোমারে।—

[সহসা প্রস্থান ও রুদ্রপালের পশ্চাৎ গমন চেষ্টা।

[বহির্ভাগে কোলাহল ও সহসা সশস্ত্র ফৌজদারের প্রবেশ।

রু। (চমকিয়া স্তব্ধভাবে)
এ কি—খাঁ সাহেব ? কার' হেথা পশিবার
নাহি অধিকার।

ফৌ। জানি—ক্ষম অপরাধ।

রু। এ যে অন্তঃপুর মম ; যাও বহির্দ্দেশে ;
কোথা রাণী ? (ব্যস্তভাবে গমনোদ্যত)

ফৌ। (সম্মুখে আসিয়া) কোথা যাও, রাজা ? বন্দী তুমি
নবাব আদেশে—

রু। বন্দী !! কেন ? কি প্রলাপ
বকিছ, সাহেব ?

ফৌ। কেন – নাহি জানি, রাজা !
নবাব আদেশ ইহা।

রু। মিথ্যা—মিথ্যা কথা।

ফৌ। সত্য—দেখাতেছি তবে।—

[সঙ্কেত-শব্দ করণ ও দুইজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ।

চল লয়ে—বন্দী
রাজা রুদ্রপাল।

রু। রুদ্রপাল নাহি যাবে।
এ নহে নবাব-আজ্ঞা—বুঝিয়াছ ভুল।—

ফৌ। কেন বৃথা এ প্রলাপ ? শতেক সৈনিক

করিছে প্রতীক্ষা তব। চল—রাজা! এবে
বৃথা চেষ্টা,—বিলম্বিলে বাড়িবে বিপদ।

রু। কে আমি—জান না, মূঢ়? আনিছ আপনি
মৃত্যু আপনার—চল।

ফৌ। চল—বন্দী লয়ে।

[রুদ্রপালকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের ও পশ্চাতে ফৌজদারের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মুরশিদাবাদের অদূরে পরপার—ভাগিরথীতীরে
নিবিড় বন—ভগ্ন-প্রাচীর দেবালয় প্রাঙ্গন।
সময়—দ্বিপ্রহর রাত্রি।

ক্ষুদ্র বেদীর উপরে ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট; পার্শ্বে কুমার কৃষ্ণবল্লভ ও সম্মুখে চণ্ডদেব, উগ্রদেব ও সন্ন্যাসীবেশে সমরলাল দণ্ডায়মান।

ব্র। (সমরকে উদ্দেশ করিয়া)
রঙ্গময়ী ইচ্ছাময়ী জগৎ-জননী
ডাকেন তোমারে, বৎস, জগন্ময়ী-রূপে,

এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মার উদ্ধারে!
করি কর্ম্ম—কর দূর মোহজ পিপাসা
ঘোর। হলে নর অগ্রসর, একে একে
অতিক্রমি সে কঠোর চরম-সোপান,—
পায় আত্ম-জ্ঞান—লভে মোক্ষ। এবে, বৎস,
ভৈরবী কৃপায়, ভ্রম তব অপনীত—
প্রমাদ দূরিত। কর—হে ধীমান্! কর
কর্ম্ম মোহ নাশি।

স। হায়! ছিনু এতদিন
অজ্ঞান-আঁধারে মগ্ন। সে আঁধার এবে
যাইছে টুটিয়া যেন কি-এক আলোকে!
বুঝিয়াছি কর্ম্ম-পথ উন্মুক্ত আমার;
কিন্তু কিবা কর্ম্ম মম, কৃপা করি কহ
দাসে, ভগবন্!

ব্র। কর্ম্ম তব—মাতৃ-পূজা;
কর্ম্ম—শক্তি-আরাধনে স্বদেশ উদ্ধার।
কর্ম্ম করি হও কর্ম্ম-বীর, হে ধীমান্!

চ। হের চক্ষু মেলি জন্মভূমির দুর্গতি!
শুন, ভ্রাতঃ, ভ্রাতা-ভগ্নী-হাহাকার! হের,
চারিদিকে অনাচার—অত্যাচার—পাপ-
বিভীষিকা ছাড়ে হুহুঙ্কার!! বীর তুমি;—
কর্ম্মক্ষেত্রে দেখাও পৌরুষ।

উ। এস, ভাই!
দিন নাই। অই শুন আর্ত্তনাদ! অই
পিশাচ যবন, হের, হাসে অট্টহাসি
মাতৃভূমি দলি! এস, স্বধর্ম্ম-রক্ষায়—
স্বদেশ-পূজায়, হও ব্রতী, হে প্রেমিক!

কৃ। এস, নরমণি! ভূমিপাল-শিরোমণি
যাঁরা—তোমা করেন আহ্বান। মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্র—পিতা রাজবল্লভ-প্রমুখ
গুপ্ত-সভা হতে, প্রতিনিধি-রূপে আমি
হয়েছি প্রেরিত, দিতে আশীষ তাদের।
ইচ্ছা সবাকার—হও যবন-উচ্ছেদে
ইংরাজ-সহায়।

স। পূজ্য ভূস্বামী সবার
লইনু আশীষ এই আনত মস্তকে।
নারিনু বুঝিতে কিন্তু গুপ্তসভা কিবা—
কি কার্য্য সাধিবে শ্বেত বিধর্ম্মী বণিক্,
উদ্ধারিতে বঙ্গভূমি!

কৃ। শুন, বীর! সহি
যবন-পীড়ন ঘোর, ভূমিপালগণ
না পারি রহিতে স্থির—না নিরখি অন্য
প্রতিকার, করিছেন আহ্বান ইংরাজে
সুগোপনে; তাই এই গুপ্তসভা। লক্ষ্য

এ সভার—ব্রিটিশের বাহুবলে বধি
যবন-অধমে, হিন্দুরাজ্য পুনঃ বঙ্গে
করিতে স্থাপন।

স। এ যে বাতুল-কল্পনা !!
বিধর্ম্মী ব্রিটিশ-বলে হবে প্রতিষ্ঠিত
হিন্দুরাজ্য ?—হিন্দুধর্ম্ম হবে সংরক্ষিত ?
হে কুমার! ভ্রমে মগ্ন ভূমিপালগণ!
যবনের স্থান লবে বিজয়ী ইংরাজ;
দাসত্ব হইতে এক—হবে মাত্র অন্য
দাসত্ব-আশ্রয়; হায়! এই কি কামনা?

ব্র। এ বৃথা আতঙ্ক, বৎস, কর পরিহার।
শুন, মতিমান্! আহ্বানিতে ব্রিটিশেরে
ভারত-মঙ্গলে, কহিলেন জগন্মাতা
কালিকা আপনি—দীপ্ত পাশ্চাত্য আলোকে
হবে দূর এ আঁধার; নব বলে বলী
ভাগ্যশালী এ ব্রিটিশ করিবে ভারতে
শক্তির সঞ্চার পুনঃ।—ধরি রাজদণ্ড,
শিথাইবে শক্তি-পূজা সমগ্র ভারতে।
চাহি'—আর্য্য-সূর্য্য-করে দীপ্ত ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান এ তিমিরে আহ্বানি ব্রিটিশে,
হবে শক্তি আরাধিতে—হবে, হে ধীমান্!
পালিতে এ প্রত্যাদেশ।

স। ক্ষম, আর্য্য! ক্ষুদ্র
বুদ্ধি নারে বুঝিবারে, কাল-গর্ভে ঘোর—
কিবা ভবিষ্যৎ। যদি রাজ-নির্য্যাতন
অসহ্য এতই, কেন বঙ্গ-প্রজাশক্তি
নাহি করে নিজে—নিজ রাজার শাসন?
মোরা ধর্ম্মবলে লভি শক্তি—শক্তি সেই
করিব সঞ্চার। কেন বঙ্গের সন্তান,
নাহি করে আত্ম-বলিদান—জাগাইতে
স্বদেশ-পূজায় শক্তি? হেন হীনতায়
কভু শক্তি না জাগিবে।
চ। ভ্রাতঃ! নাহি লঙ্ঘ'
মাতৃ-আজ্ঞা। হের, সর্ব্বত্যাগী যোগী মোরা;
যে কর্ম্মে আমরা ব্রতী, কেন তাহে দ্বিধা
তব? জন্মভূমি-তরে প্রাণ বিসর্জ্জিতে,
সহস্র ভৈরব মোরা প্রস্তুত সতত।
মাতৃ-বাক্য মূলমন্ত্র। মাতৃ-প্রত্যাদেশে,
বৈদেশিক শক্তিযোগে, ভারত-হৃদয়ে
হবে শক্তি জাগাইতে।
স। দেখ, হে সন্ন্যাসি!
জাগিয়াছে মহারাষ্ট্র, জেগেছে পঞ্জাব;—
জাগাও এ বঙ্গভূমি। ত্রিধারায় বহি
শক্তি, দিবে ভগ্নভিত্তি যবন-সাম্রাজ্য

কোথা ভাসাইয়া। কিন্তু পশিলে ভারতে
বৈদেশিক মহাশক্তি, তেজে তার যাবে
জ্বলে নবজাত শক্তি তুই—বলে যার
ভগ্ন-বল, ভয়ে ত্রস্ত দুর্দ্দান্ত যবন।
সার্দ্ধ শতাব্দীতে হ'ত যে কর্ম্ম সাধিত,
পশিলে পাশ্চাত্য বল—পঞ্চ শতাব্দীতে
হবে অসম্ভব সেই উদ্দেশ্য-সাধন।

ব্র। শুন, বৎস! মহাপাপ—ভ্রমে অবহেলা
মাতৃ-আজ্ঞা; পাপে—মৃত্যু না আন ডাকিয়া।

[সহসা উগ্রদেব কর্ত্তৃক শঙ্খনাদ ও চতুর্দ্দিক হইতে ভৈরবদলের প্রবেশ।

উ। মাতৃ-বাক্য এই ভ্রান্ত করিছে লঙ্ঘন,
কিবা দণ্ড, কহ, ভ্রাতৃগণ!

ভৈ-গণ। (ত্রিশূল উত্তোলিয়া) বিদ্ধ হ'ক
পাপ-হৃদি সহস্র ত্রিশূলে।

চ। শুন, ভ্রান্ত!
ভ্রমে মজি, গুরু অবহেলি মাতৃ-বাক্য
করিলে হেলন—মৃত্যু তার প্রতিফল।

স। নহি ভীত। কিন্তু ভীত—হৃদয়-সঞ্জাত
সত্য বিনাশিতে। অই কে যেন কহিছে
উচ্চে—এ বিশ্বাসঘাতকতা, এ ভীরুতা,
র'বে বঙ্গভালে চির-কলঙ্ক-রঞ্জিত!

এ হীনতা এ ভারতে না হতে সাধিত,
সহস্র ত্রিশূল অই পড়ুক এ হৃদে।

ব্র। যাও, বৎসগণ! ভ্রাতৃ-রক্তে নাহি হবে
মাতৃভূমি-পূজা।

[সহসা ভৈরবদলের প্রস্থান।

স। বিজ্ঞ দেব—ক্ষম অজ্ঞে।
মাগি অনুমতি পদে, হৃদয়-আদেশে
সাধিতে এ মাতৃকার্য্য। দিতে বলি যথা
কালিকা-খর্পরে, আর্য্য, করে কামী রক্ষা
ছাগ-শিশু, এ যবনে রক্ষিব তেমতি
দিতে বলি নিজ করে মাতৃভূমি-পদে।
চলিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে; যে কর্ম্মে দীক্ষিত
করিলে, হে দেব! সেই স্বদেশ-পূজায়
হইলাম ব্রতী—ভিন্ন পথে। এই পথে
মৃত্যুই নিয়তি যদি, পাইব নিষ্কৃতি
হইতে দাসত্ব নব। কর আশীর্ব্বাদ,
দেব, চলিল এ দাস।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

কৃ। ভগবন্! যায়
মূঢ় অবহেলি গুরু-আজ্ঞা—মাতৃ-আজ্ঞা,
যবনে রক্ষিতে। এবে যবনের হিতে,
এই গুপ্ত অভিসন্ধি করিলে প্রকাশ,

হবে সর্ব্বনাশ—হবে বিফল সকলি।

ব্র। নীচতার নাহি শঙ্কা কভু এ মানবে।
রোধে নিয়তির গতি, শক্তি আছে কার?
দিতে প্রাণ বলিদান; অবোধ সন্তান
ছুটে ভ্রমে ভিন্নপথে—পূজিতে মায়েরে।
(ক্ষণেক চিন্তিতভাবে থাকিয়া)
যাও সবে—পূজ' গিয়ে মায়ে।

[প্রণাম করিয়া চণ্ডদেব, উগ্রদেব ও কৃষ্ণবল্লভের প্রস্থান।

ব্র। (বেদী হইতে উত্থান করিয়া) লীলাময়ি!
ভেবেছিনু—পঞ্চ বর্ষ হ'তে এই দীর্ঘ
দ্বাদশ বৎসর, যারে করিনু পালন
কঠোর সন্ন্যাস-ব্রতে,—কভু তার হৃদে
না পড়িবে সংসারের ছায়া। মূর্খ আমি
বাতুল-বাসনা -রোধি নিয়তির গতি!
গেছে সেই স্বপ্ন। সেই প্রকৃতি-পালিতা
চির-ফুল্ল সন্ন্যাসিনী কপালিনী আজি,
হে জননি; হেরি, মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে
জাগি! নাহি দোষ তার; এ দোষ আমার।
মাতঃ! তব পদে, সমরের করে সেই
বালিকার কর—দিয়াছিনু বাঁধি যেই
ধর্ম্মের বন্ধনে, মূর্খ এই—সে বন্ধন
ছিন্ন করিবারে—করেছিল যোগিনীর

সুকঠোর ব্রতে ব্রতী কোমলা বালায়!
হায়! ভ্রান্ত বৃদ্ধ এ যোগীরে, দেখাইলে,
রঙ্গময়ি, ভব-রঙ্গে নর-নারী-হৃদে,
অজানিতে এ বন্ধনে কি শক্তি জাগায়!
লভিনু এ জ্ঞান। কিন্তু, কেন ও অবোধে
চালাইলে ভিন্ন পথে? ভাগ্য-চক্রে ঘোর
ঘুরিছে সমর। কর কৃপা, কৃপাময়ি!
আর বার করি চেষ্টা ফিরাতে এ পথে।
না জানি ভবিষ্য-গর্ভে, কপালিনী-ভাগ্যে
কি আছে নিহিত!—হেরি ঘোর অন্ধকার!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মুরশিদাবাদ—নবাব-প্রাসাদ—সুসজ্জিত কক্ষ।

সময়—সন্ধ্যা।

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ।

সি। এ জগতে সুধু প্রতারণা! সুধু ঘোর
কৃতঘ্নতা!! আলিবর্দ্দি অর্জ্জিত রাজত্ব

এই ; পোষ্যপুত্র আমি দৌহিত্র তাঁহার—
তাঁরি করে অধিষ্ঠিত বঙ্গ-সিংহাসনে।
স্বর্গীয় নবাবে পূজি, ইচ্ছা করি রাজ্য
ধর্ম্মে সুশাসিত ; কিন্তু পদে পদে বিঘ্ন
যত। করে স্পর্দ্ধা, বলি আত্মীয়-বান্ধব
যারা—গুপ্তভাবে শত্রু সবে তারা ; খুঁজে
অবসর, গুপ্তভাবে হরিতে জীবন
মম।—করে সুগোপনে চক্রান্ত সতত।
বুঝিয়াছি, চায় সবে বসাতে দুর্ব্বলে
এক—বঙ্গরাজাসনে ; বুঝিয়াছি, পাপে
মগ্ন রাখি তারে ক্রীড়নক করি, চায়
যথেচ্ছ প্রভুত্ব সবে। হবে না—হবে না—
থাকিতে সিরাজ তাহা বুঝেছে সকলে ;
তাই ইচ্ছে অধঃপাত মম। তাই ছিল
গুপ্ত অভিসন্ধি সবাকার—রাখে মোরে
বাল্য হতে ঘোর পাপ-নরকে ডুবায়ে !
করিয়াছি ছিন্ন মোহজাল, লভিয়াছি
রাজ্য ; সে প্রতিজ্ঞা স্মরি, করিব রাজত্ব
হৃদি-বলে—পূজ্য রাজ-অধিরাজ সম।

[ফৌজদারের প্রবেশ।

ফৌ। (অভিবাদন করিয়া)
বন্দে দাস, হে জনাব !

সি। (চমকিত হইয়া) কই—রুদ্রপাল?—
এসেছে কাফের?

ফৌ। বন্দী রাজা রুদ্রপাল।

সি। আন ত্বরা সে কৃতঘ্নে।

ফৌ। যে আদেশ, প্রভু!

[প্রস্থান।

সি। এই এক নরাধম—বিশ্বাসঘাতক!!
ধিক্ মোরে! ভাবি মিত্র, করেছিনু বাল্য
হতে এ অধমে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।
ভেবেছিনু, রাজ্যভিত্তি রাখিতে সুদৃঢ়
মম—হবে স্তম্ভ এক এই রুদ্রপাল।
যাদুকর সম, পাপ-প্রলোভন-ছলে—
কি যেন কুহক-স্বপ্নে, রেখেছিল পাপী
ভুলায়ে আমারে! স্বপ্ন দিয়াছে ভাঙ্গিয়া
অভাগী মনিয়া। দিব ভাঙ্গি স্বপ্ন—পাপ-
উদ্দেশ্য পাপীর।

[শৃঙ্খলাবদ্ধ রুদ্রপালকে লইয়া ফৌজদারের পুনঃ প্রবেশ।

আরে—আরে প্রতারক!
করি প্রতারণা—করি সতত ছলনা,
করেছিস্ পদাঘাত পবিত্র বিশ্বাসে

মম। বিশ্বাসঘাতক! মৃত্যুদণ্ডে, হবে
যোগ্য প্রতিশোধ।

রু। মৃত্যু? জানি—আছে মৃত্যু
আজি কিম্বা কালি; কিন্তু, নাহি জানে
বঙ্গের নবাব এই।

সি। কি—কি—ক্রীতদাস?
মরিবে সিরাজ?

রু। রাজ-করে শ্লাঘ্য মৃত্যু
মোর, কিন্তু প্রজা-করে মৃত্যু নবাবের।

সি। কি বলে কাফের! বলে—মরিবে সিরাজ,
কৃতান্ত-সদৃশ বীর শত শত যার
সহায় সতত?

রু। অসহায়—অসহায়—
হায়, বঙ্গ-অধীশ্বর! ছিল্প চিরদিন
সহায় এ দাস; জানে চন্দ্র-সূর্য্য—জানে
সর্ব্বজন, পরিহরি প্রাণের মমতা,
রক্ত দিয়া প্রভু-কার্য্য করেছি সাধন।
প্রাণদণ্ড?—যোগ্য বটে তার পুরস্কার!!
বিপদ-পাথারে ভাসি, রাজ্যের চিন্তায়,
হায়! হায়! মতিভ্রম হয়েছে নিশ্চয়।

সি। আরে নীচ প্রবঞ্চক! এখনো বঞ্চনা?—
এখনো ছলিতে চাস্ সে চাতুর্য্য-ছলে?

দিয়াছে—দিয়াছে ভাঙ্গি, আরে নীচাশয়,
সেই স্বপ্নে তন্দ্রা-ঘোর এবে, সে মনিয়া।

রু। মনিয়া !! কে,—সে রাক্ষসী ?

সি। ছিল না রাক্ষসী ;—
ছিল প্রিয় ভগ্নী তোর—আমার প্রেয়সী।
আরে হিন্দু-কুলাঙ্গার ! লভিতে প্রসাদ
মম—পূজিবারে মোরে, ছি-ছি ! পত্নী বলি'
ছলি—দিয়াছিলি পদে ভগিনী আপন !
ছিলরে সৌরভ তার ; দিয়াছিল প্রাণ—
করি মুগ্ধ এই হৃদি। ভাবি, স্বার্থে—পারে
ঘটিতে প্রমাদ পরে, সে শঙ্কা ঘুচাতে—
চোর সম পশি মম নারী-অন্তঃপুরে,
বসাতে অবলা-বক্ষে—নিজ ভগ্নী-হৃদে—
খুলেছিলি কাল-ছুরি ! প্রেতাধিক এই
পাপ-কার্য্য ভয়ঙ্কর !! না পারি নাশিতে,
দিয়াছিস্ জ্বালি—ক্ষিপ্ত করি ক্ষুদ্র সেই
প্রাণ ! আজি তার প্রতিশোধ !—দলি তোর
প্রেয়সী ভার্য্যায় ঘৃণ্য কিঙ্করের করে,
দিব জ্বলন্ত এ প্রতিশোধ !—প্রতারণা-
প্রতিশোধ !!

রু। কি—কি—আরে পিশাচ !—বর্ব্বর !
নরকের কীট তুই ! সে যে দেব-বাঞ্ছা

স্বর্গ-পারিজাত !! ছিঁড়ি নখরে রসনা
তোর, রও—দিই অগ্রে যোগ্য প্রতিফল।—

[লম্ফে সিরাজ-বক্ষে পতনোদ্যম ও ফৌজদার-কর্ত্তৃক ধৃত হওন।

সি। কুক্কুরের বৃথা স্পর্দ্ধা কেশরী-কন্দরে!
ভাবি দ্যাখ্, প্রেতাধম! পূজিবার ছলে,
কত পতি-হৃদি-বৃন্ত ছিঁড়ি—কত পূত
ললনা-প্রসূন দিয়াছিস্ এই পদে
কতই উল্লাসে, কত সুখ-গৃহ করি
চির-অন্ধকার! ভাবি ভার্য্যার লাঞ্ছনা,
কেন, মূর্খ, ক্ষিপ্ত এবে? দেখাও বীরত্ব
সেই—হেরি চক্ষে নিজ পত্নীর দলন।

[শরীররক্ষক সেনানীর প্রবেশ।

সে। জাঁহাপনা! গুরুতর সংবাদ লইয়া,
এসেছে ব্রিটিশ-দূত।

[অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।

সি। (ফৌজদারের প্রতি) শৃঙ্খলিয়া পদ,
রাখ বন্দী করি বন্দীশালে এ কাফেরে,—
নীচ বন্দীদল সনে।

[প্রস্থান।

রা। সিরাজ! পিশাচ!
মূর্খ তুই! বাঁধ্—বাঁধ্ মোরে বহ্নিময়

কণ্টক-শৃঙ্খলে! এবে প্রতিহিংসা—ঘোর
প্রতিহিংসা-অগ্নিশিখা জ্বালালি হৃদয়ে!
এই প্রতিহিংসানলে, দহিয়া দহিয়া,
করিব অঙ্গার তোরে। থাক্ রে নির্ব্বোধ!
ক'দিন রাখিবি করি বন্দী রুদ্রপালে?
বন্দী করিবারে তোরে, অই চন্দ্রনাথ
সন্ন্যাসীর সাজে ফাঁদ পেতেছে বিষম—
তোরি দল-বল লয়ে। থাক্ রে বর্ব্বর!
কর্ দম্ভ দুই দিন আর। ক্ষুদ্র তুচ্ছ
তুই কীটাধম;—কভু না ডরে কৃতান্তে
রুদ্রপাল। হা-হা! কর্ বন্দী; এই পদে
চূর্ণি' মুণ্ড তোর, দিব শৃগাল-কুকুরে।

ফৌ। ত্যজ বৃথা উন্মাদ প্রলাপ। চল রাজা!
বিলাপ সম্বল তব—আছে যে ক'দিন।

[রুদ্রপালকে লইয়া ফৌজদারের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মুরশিদাবাদ—ভাগীরথীতীরে নবাব-সেনানিবাসের বহিপ্রান্তভাগ।

সময়—রাত্রি—প্রথম প্রহর অতীত।

যোদ্ধৃবেশে সমরলাল দণ্ডায়মান।

স। তমাচ্ছন্ন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত সম্মুখে!
ঘোর রক্ত-আবর্ত্তে বিষম আবর্ত্তিত
কর্ম্মস্রোত! এ প্রবাহ অচিরে ছুটিয়া
বিপ্লব-প্লাবনে, ভাসাইবে মাতৃভূমি।
হা জননী জন্মভূমি! হেরিয়া দুর্গতি
তব, কাঁদে প্রাণ—এই ভীম অসি-করে—
দিনু ঝাঁপ কর্ম্মস্রোতে কর্ত্তব্য-সাধনে!
দেখি, কিবা স্বদেশ-নিয়তি—কিবা নিজ
নিয়তির গতি। (চিন্তামগ্নভাবে পাদচারণ)

[মোহনলালের প্রবেশ।

মো। (সমরকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া স্বগত)
এযে ঘোর ঘনাচ্ছন্ন

যুবক-হৃদয় অই ? (প্রকাশ্যে)
সময়! কি চিন্তা
দহে বীর-হৃদি তব, এ ফুল্ল নিশায় ?
কহ, প্রিয়, কেন হেথা—কিবা ভাবনায়
বিষাদিত এত ?

স। স্মরি স্বদেশ-দুর্গতি—
হেরি ঘোর অধোগতি ভীরু কাপুরুষ
বঙ্গের সন্তানে, কাঁদে প্রাণ! মর্ম্মোচ্ছাসে
কাঁদি তাই একাকী নির্জ্জনে, বীরবর,
ভাবি কালগর্ভে মাতৃভূমি-ভাগ্য কিবা!

মো। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি তরে,
কাঁদে যার প্রাণ—মাতৃ-সুসন্তান সেই
মহাজন। হায়! নীচতায় পূর্ণ বঙ্গ।
ধরিতে এ রাজদণ্ড, নাহি সেই আর্য্য-
শক্তি; ডুবাইয়া তাই জগৎ-পূজিত
সে আর্য্য-গৌরব—ত্যজি উচ্চ মহালক্ষ্য,
এবে মজাইয়া মাতৃভূমি, সিরাজের
সর্ব্বনাশে—করে বঙ্গ-কুসন্তান যত
চক্রান্ত ঘৃণিত। এবে রক্ষিতে নবাবে—
স্বদেশ-মঙ্গলে, এই কৃপাণ ধারণ।
ধর, বীর, ভীম অসি, মাতৃভূমি-হিতে—
মহাশক্তি-সাধনায়।

স। মাতৃমন্ত্রে, দেব,
দীক্ষিত এ দাস। এবে জননী-পূজায়,
আসন্ন বিপ্লবানলে আহুতি প্রদানে—
স্বদেশ-অরাতি-রক্ত, ব্রতী এ সন্তান—
ধরি কাল-করাল-কৃপাণ। বীরবর!
আসিছে ব্রিটিশ বলী; দেশ-বৈরী রাজ-
দ্রোহী-দল, হয় যদি বিপক্ষ সহায়,
কি করিবে একাকী নবাব—এ অকূল
প্রলয়-পাথারে ভাসি?

মো। সম্ভব—হইবে
বিপক্ষ-সহায় যত বিশ্বাসঘাতক।
কি করিবে পাপীকুল, থাকিতে আমরা
ধর্ম্ম-বলে বলী? তুচ্ছ রাজদ্রোহী-দল;—
সমগ্র এ বঙ্গ যদি হয় সম্মিলিত,
নারিবে স্পর্শিতে কভু কেশ সিরাজের।
অধর্ম্ম নাশিতে, বীর-হস্তে ধর্ম্ম-অসি
হইবে বিজয়ী।

স। তব বীরত্ব, বীরেশ,
এ বঙ্গে বিদিত;—হবে বিদিত জগতে
সুবর্ণ অক্ষরে। হবে ধন্য শিষ্য তব।
জানি, তব বাহুবলে বলী বঙ্গের নবাব।

মো। মাতৃভূমি-হিতে এবে যবনে রক্ষিতে

হও, বীর, বদ্ধ-পরিকর ; খোল খড়্গ
স্বদেশ-পূজায়।

(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া)

এবে ধরহ, সমর !

রাখিও যতনে তব পৈতৃক সম্পদ।

[সমরের হস্তে কাগজ অর্পিয়া সহসা প্রস্থান।

স। (সবিস্ময়ে চন্দ্রালোকে পাঠ করিয়া)

নবাব-সনন্দ এযে ! এবে অধিপতি
আমি, রুদ্রপাল-অপহৃত সে বিপুল
পৈতৃক সম্পদে ! সেনাপতি ! চিরঋণী
মহত্ত্বে তোমার। কিন্তু, আর্য্য, মাতৃকার্য্যে
ব্রতী আমি ; পার্থিব ঐশ্বর্য্যে মম নাহি
প্রয়োজন।

(সনন্দপত্র ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ)

নির্দ্দিষ্ট সময় গত। কোথা
পূজ্য ব্রহ্মচারী এবে ? না জানি কি কার্য্যে
আহ্বান আবার ! মাতঃ ! দেহ শক্তি হৃদে।

(অন্যমনে ঘোর চিন্তায় পাদচারণ)

[কপালিনীর প্রবেশ।

ক। (সমরকে দেখিয়া সবিস্ময়ে)

তুমি !! করে ধরি অসি, এ-কি-এ অদ্ভুত
সাজে সাজিয়াছ তুমি—প্রেমিক উন্মাদ ?

রক্তে—ভ্রাতৃ-রক্তে, ভ্রান্ত, করিবে জননী
পূজা? ভেবেছ কি, নিজ সন্তান-শোণিতে
হবে মার তৃপ্তি? হায়! একি ভ্রান্তি ঘোর!
দিব না—দিব না— রক্ত-নরক-প্রবাহে
মজিতে তোমারে। এস;—এ পথে রুধির
সুধু!—সুধু হাহাকার!—অশান্তি হুঙ্কার!!
ত্যজি নর-কপাল-কঙ্কর-ময় এই
ঘোর রুধিরাক্ত পথ, এস—মহাপথে;
এ পথে প্রেমের লীলা—শান্তির ঝঙ্কার—
আনন্দ-উচ্ছ্বাস সুধু! এ পথে দাঁড়ায়ে,
জগৎ-জননী অই ডাকেন তোমায়!
মহা প্রেমে করি মার মহাপূজা, কর,
বীর, বিশ্ব-ত্রিসংসার প্রেমে একাকার।

(সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সমরের স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

(কপালিনী সহসা প্রস্থান করিতে, কিয়দ্দূর গিয়া,
পশ্চাৎ ফিরিয়া, সমরকে নিরীক্ষণ করত স্বগত ;

আসিলাম ফিরাতে মানবে; কিন্তু, এ কি
কি-যেন ফিরায় মোরে-কি-যেন কি-এক
মহা আকর্ষণে! বল জগৎজননি!
অপরূপ একি সৃষ্টি দেখাও আবার?
একি স্বপ্ন! এ যে যেন এ জগৎ, ধরি
কি সুন্দর অই নর-দেবতা-মূরতি,

রোধি পথ দাঁড়াইয়া—করি একাকার
স্বর্গ মর্ত্ত মম!

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)

কেন, মা, ভুলাও স্বপ্নে?
দাও শক্তি। ফিরাও এ নরে মহাপথে—
রক্তাক্ত এ পথ হতে।

[প্রস্থান।

স। (সহসা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া)

দেবি! কোথা তুমি?
হায়! মায়াময়ি! অগ্নিময় রক্তাক্ষরে,
কর্ম্মপথ-চিত্র মম করিলে চিত্রিত
যাহা—কাঁপে হিয়া। তব মহিমায়, দেবি,
অন্ধকারে অন্ধ এই, লভি দিব্যালোক
পেয়েছে জীবন। কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যে,
এ কঠোর কর্ম্মপথে ডাকেন জননী
জগন্ময়ী—এই হৃদি-পদ্মাসনে বসি।
বৃথা শঙ্কা তব। মাতৃকার্য্যে সমর্পিত
এই প্রাণ; মাতৃকরে খেলিবে সন্তান—
নাহি ভাবি কার্য্যাকার্য্য ভবিষ্যৎ কিবা।

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্র। বৎস! কি চিন্তায় মগ্ন এবে?

স। (সচকিতভাবে প্রণাম করিয়া)
ভগবন্!
ভাবি ভবিষ্যৎ, আছে দাস জাগাইয়া
তব প্রতীক্ষায়।

ব্র। করি আশীর্ব্বাদ, হও
মাতৃ-সুসন্তান! বৎস। আছে কি স্মরণে
এবে, রাজা চন্দ্রনাথ—পিতৃবন্ধু তব?

স। (ব্রহ্মচারীর প্রতি বিস্ময়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া)
রাজা চন্দ্রনাথ!!—কে আপনি!!

ব্র। ত্যজ, বৎস,
ত্যজহ বিস্ময়।—আমি সেই চন্দ্রনাথ।

স। (ব্রহ্মচারীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)
পিতা—পিতা—ক্ষম তব অধম সন্তানে।

ব্র। সমর! সমর! উঠ, বৎস, প্রাণাধিক!

স। (উত্থিত হইয়া সবিস্ময়ে)
পিতা, তবে কি সে সন্ন্যাসিনী কপালিনী—
সেই ক্ষুদ্র যোগমায়া?

ব্র। সেই—সে তনয়া
যোগমায়া মম; সেই—ধর্ম্মপত্নী তব।
স্মর—পূর্ব্ব কথা। ছিলে মম গৃহে তুমি—
কিশোর বালক; সেই পালিত সন্তান
রুদ্রপাল মোহে মজি, করি গৃহ দাহ

মন—হরে মম কন্যারত্ন মহামায়া।
পূর্ব্বে'ম্বু সে রাত্রে ধরি হস্ত তব—ধরি
বক্ষমাঝে সে শিশু কন্যায় ; নিশিযোগে
সেই—সেই যোগাদ্যা-মন্দিরে, দেবীপদে—
তব করে পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা-কর
দিয়াছিনু বাঁধি,—ধর্ম্মসূত্রে সুপবিত্র
বিবাহ-বন্ধনে। স্মর—সেই বিন্ধ্যাচলে,
ছয় মাস পরে, সেই তব পলায়ন।
তারপর সেই যোগমায়া—

স। একি! এ যে
সব স্বপ্ন বলি, হয় ভ্রম!!

ব্র'। স্বপ্ন নয়।
রোধিতে প্রকৃতি-গতি, করেছিনু স্পর্দ্ধা
বৃথা। পালি শ্মশানে বালায়—করি তারে
দীক্ষিতা সন্ন্যাসে, পরীক্ষায় দেখাইনু
উন্মত্ত তোমারে প্রধাবিত পাপপথে ;—
মাতৃকার্য্যে ধর্ম্ম-পথে ফিরাতে তোমায়,
দিয়াছিনু উপদেশ বিমুগ্ধা বালায়।
ভেবেছিনু, মূর্খ আমি—করি আত্মজয়,
শ্মশান-কুমারী সেই চির-সন্ন্যাসিনী,
দেখাবে আদর্শ মহা এ মর-জগতে।
নাহি দোষ সে বালার ; পতি তুমি তার—

ইষ্টদেব নারায়ণ। ফিরাতে তোমারে,
সৃষ্টির রহস্যে—স্বতঃ ফিরিছে বালিকা
অলক্ষ্যে তোমাতে! পিতৃকার্য্য করিয়াছি
আমি; পতি তুমি,—কর এবে কার্য্য তব।

[প্রস্থান।

স। (ক্ষণেক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া)
এ কি ঘোর সমস্যায় ফেলিলে, জননী
জগন্ময়ি? হায়! সন্ন্যাসিনি! ভাবি দেবী,
মহা উচ্চে দিয়াছিনু স্থান। কেন তবে
মানবী সাজিয়া, এবে ধরিছ মরীচি-
মায়া? অই দেবতা-বাঞ্ছিত উচ্চপদ
হতে, কেন—কেন নিম্নে আসিছ নামিয়া?
ভাঙ্গি মম স্বপ্ন-ঘোর, দেখায়েছ মোরে—
রমণী—জননী-মূর্ত্তি! এবে মাতৃরূপে
করি নারী-পূজা; মাতৃরূপে পূর্ণ মম
হিয়া। নাহি স্থান এ হৃদয়ে। যাও ফিরি,
আসিও না এ পথে ফিরিয়া, মোহছলে
মজিতে আপনি, হায়! মজাতে আমারে।
ডাকিছে কর্ত্তব্য মোরে অই কর্ম্মপথে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।



স্থান—পলাশীক্ষেত্র—সুসজ্জিত নবাব-শিবির

সময়—অপরাহ্ন।



নবাব সিরাজদ্দৌলা দণ্ডায়মান।

দূতের দ্রুত প্রবেশ।

দূ। জাঁহাপনা! দেখাইয়া সংগ্রামে বীরত্ব
অদ্ভুত, পতিত মীরমদন দুর্ব্বার।
যুঝিছে মোহনলাল বীর-চূড়ামণি
ঘোরতর এবে; যুঝে সঙ্গে রণরঙ্গে
নির্ভীক সমর বীর—বিক্রমে কেশরী।
কৌশলী ক্লাইব এবে করি ঘোর রণ,
হয়েছে পশ্চাৎপদ—হটিয়াছে দূর
আম্রবনে।

সি। ধন্য হিন্দু মোহন-সমর!
তোমাদের বীর-কীর্ত্তি হইবে কীর্ত্তিত
বিশ্ব-ইতিহাসে চিরদিন; চিরদীপ্ত
র'বে স্বর্ণাক্ষরে সুউজ্জ্বল, এই মহা-
পলাশী-প্রাঙ্গনে।

দু। কিন্তু, প্রভু, বিনা রণে
দাঁড়াইয়া মির্জাফর্ বঙ্গ-সেনাপতি,
লয়ে বঙ্গ-বিপুল-বাহিনী।

সি। দাঁড়াইয়া
মির্জাফর?—দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিত মম
সেনাদল? ধর্ম্মদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক
আরে বৃদ্ধ প্রবঞ্চক! পবিত্র কোরাণ-
স্পর্শে করি ধর্ম্মের শপথ, কার্য্যকালে
এই প্রবঞ্চনা?

(মহাউদ্বেগে ক্ষণেক পাদচারণ করিয়া)

হায়! নিরাশা পশিছে
হৃদে! তবে কি সিরাজ, থাকিতে বিপুল
সহায়, মজিবে অসহায় প্রবঞ্চনা
ছলে? না—না, যাব নিজে রণস্থলে। হেরি
অন্নদাতা রাজ্যেশ্বরে, র'বে কি দাঁড়ায়ে
সেনাদল মম—পারিবে কি তারা কভু
দাঁড়াইতে প্রাণহীন পুত্তলিকা সম?
দেখি এবে বারেক আহ্বানি সে বঞ্চকে।
পারিবে কি বৃদ্ধ ধর্ম্মে পদাঘাতি, হায়,
পদাঘাতি স্বজাতি-সম্মানে, দাঁড়াইতে
বিধর্ম্মী বিপক্ষ-দলে? কে আছে হেথায়?—

দু। আদেশ এ দাসে?

সি। যাও, দূত, রণস্থলে।
সেনাপতি মির্জাফরে কহিবে সম্ভ্রমে—
নবাব উদ্বিগ্ন তাঁর সাক্ষাৎ-মানসে।

দূ। যে আদেশ, জাহাঁপনা!

[অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান।

সি। ঘোর প্রতারণা!!
আরে কাপুরুষ প্রতারক মির্জাফর!
কতবার ক্ষমি প্রতারণা- কতবার
করেছি সাধনা, এই তার প্রতিফল?
আরবার শেষবার, দেখি পায়ে ধরি
এ ঘোর সঙ্কটে।

(উৎকণ্ঠিত ভাবে পাদচারণ)

[মির্জাফরের সন্দিগ্ধমনে ধীরে প্রবেশ।

মি। বঙ্গেশ্বর। তবাদেশে—

সি। (উদ্বেগভরে চাহিয়া ও মির্জাফরের পদে মস্তকস্থিত মুকুট রাখিয়া)
অর্পিলাম তব পদে, মোগল-গৌরব
এ বঙ্গ-কিরীট। কর—কর চূর্ণ পদে,
মোগল-প্রতাপ-দীপ্ত ও রাজ-মুকুট!
চূর্ণ পদাঘাতে, অই স্বধর্ম্মী স্বজন-
মান—রাখি উচ্চশির বিধর্ম্মীর পদে।

দাও রসাতলে, ভুলি জনম আপন—
ভুলি ভূমণ্ডল-খ্যাত মোগল-সম্ভ্রম,
মোগল-গৌরব অই !

মি। বৃথা এ সংশয় ;
ধর এ মুকুট শিরে, বঙ্গ-অধীশ্বর

(সিরাজের মস্তকে মুকুট অর্পিয়া)

অবশ্য হইব রণে মোরা শত্রুজয়ী।
কিন্তু, অদ্য দিবা অবসান ; সারাদিন
রণশ্রমে, অবসন্ন সেনা-বল এবে।
এ নিশায় লভুক্ বিশ্রাম সেনাদল ;
কল্য প্রাতে, হবে রণে বৈরী ধরাশায়ী।

সি। কিন্তু, সেনাপতি, নিশাযোগে শত্রুসেনা
করে যদি আক্রমণ সুষুপ্ত শিবির,
হবে বঙ্গে সর্ব্বনাশ ;—হবে একেবারে
মোগল-গৌরব-রবি চির-অস্তমিত।

মি। বৃথা এ আশঙ্কা। বৃদ্ধ আমি ; কিন্তু আছে
ভুজে বীর্য্য মোগলের। বক্ষে হস্ত দিয়া,
পবিত্র কোরাণ স্মরি করিনু শপথ—
নিশ্চয় রক্ষিত হবে মোগল-গৌরব।
দেহ আজ্ঞা, বঙ্গেশ্বর ! হউক স্থগিত
যুদ্ধ আজি,—সেনাদল ফিরুক শিবিরে।

সি। সেনাপতি তুমি ; শ্রেয় যদি ভাব, বীর,

যুদ্ধ এবে এ সময়ে করিতে স্থগিত,—
স্থগিত হউক্ রণ। কিন্তু কল্য রণে,
স্মরি পূজ্য মাতামহে, রক্ষ' আত্মমান—
স্বধর্ম্ম-সম্মান নিজ।

মি। নিশ্চয়—নিশ্চয়।
চলিলাম এবে ; রহ নিশ্চিন্ত, বঙ্গেশ !

[প্রস্থান।

সি। কল্য যুদ্ধে সুনিশ্চয় হইব বিজয়ী।
ব্রিটিশের বলদর্প দেখিব কেমন ;
দেখিব কি করে মূঢ় প্রবঞ্চক দল—

[দূতের দ্রুত পুনঃ প্রবেশ।

দূ। প্রভু! বীর-কুলমণি বিক্রমী মোহন-
লাল হ'ন অগ্রসর, দলিতে অরাতি-
দলে। ইচ্ছা তাঁর—দুই চারি দণ্ডে আর
উচ্ছেদি সমূলে অরি—করি একেবারে
কাল যুদ্ধ অবসান, ভেটিতে বৈরীর
দর্প রাজপদে।

[রায় দুর্ল্লভরামের দ্রুত প্রবেশ।

দু। (ব্যস্তভাবে) বঙ্গেশ্বর! তবাদেশে
হয়েছে প্রেরিত দূত—করিতে স্থগিত
যুদ্ধ অদ্যকার মত। না মানে আদেশ

দর্পিত মোহনলাল ;—বৃথা যুদ্ধে করে
বলক্ষয়।

সি। (স্বগত) ধন্য হিন্দুবীরগণ কিন্তু একা
এই বীর যুঝিবে উদ্যমে কতক্ষণ?
বিদলিতে কল্য এই ব্রিটিশের বলে,
করিল শপথ মির্জাফর; গিয়াছে কি
ধর্ম্ম তার?
(প্রকাশ্যে) যাও, দূত! কহগে মোহন-
লালে মহাবলে বলী—বীরত্বে তাঁহার
চিরঋণী বঙ্গপতি; কহ বীরবরে—
বিশেষ কারণে যুদ্ধ করিতে স্থগিত।

দূ। যে আদেশ, প্রভু!

[প্রস্থান।

সি। কল্য যাইব সংগ্রামে;
দেখিব কি বল ধরে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ।
(সহসা পুনঃপুনঃ কামান-গর্জ্জন)
স্থগিত সংগ্রাম; একি! কেন তবে এবে,
অদূরে কামান-মুখে, মুহুর্মুহু উঠে
ভীমনাদ? প্রতারণা-ছলা, গর্জ্জি ঘোর
প্রলয়-হুঙ্কারে, আসে কি দহিতে বঙ্গ-
ভাগ্য—মম ভাগ্য সনে?

[দূতের ছুটিয়া পুনঃপ্রবেশ।

হায়! বঙ্গেশ্বর!
রাজাদেশে ফিরিতে শিবির-মুখে বীর
মোহন-বাহিনী, দুষ্ট দুর্দ্দান্ত অরাতি
না মানিয়া যুদ্ধনীতি, কৃতান্তের সম
ছুটিছে পশ্চাতে—জ্বালি প্রলয়-অনল
ভীষণ কামানে! হেরি জয়ে পরাজয়,
অধীর মোহন বীর,—অক্ষম ফিরাতে
আর ছত্রভঙ্গ সেনা। সেনানী সমর-
লাল, লয়ে নিজ ক্ষুদ্র বীর চমূ—ত্যজি
প্রাণের মমতা, ছুটে দীপ্ত উল্কাতেজে,
রোধিতে ব্রিটিশ-গতি!

সি। (বিস্ময়-বিষাদে) কহ, কোথা মম
সেনাপতি মির্জাফর? কি করে সেনানী
ইয়ার লতিফ এবে? দলি পদে যুদ্ধ-
নীতি, দলে মম বল.বিপক্ষ বঞ্চক,—
তথাপি দাঁড়ায়ে সবে? কেন নাহি করে
গতিরোধ মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ-সেনার?

(রায়দুর্ল্লভের প্রতি)

চল, রায়! চল—তব সেনাদল লয়ে,
নিজে আমি একবার দেখিব ইংরাজে।

যাও, দূত! কহ মম শরীর-রক্ষকে—
চালাইতে মম বলী রক্ষক-সেনায়।

[অভিবাদন করিয়া দূতের প্রস্থান।

চল—রায়!

হু। বঙ্গেশ্বর! ছত্রভঙ্গ সেনা-
দল! চাই ধৈর্য্য-বল এবে বীর্য্য-বল
দেখাবার এ নহে সময়! চলে দাস
রোধিতে অরাতি গতি। কিন্তু, হে জনাব!
রাজার কর্ত্তব্য এবে, রাজ্যের মঙ্গলে,
রক্ষিতে আপন প্রাণ। যাও, প্রভু, নিজ
রাজধানী, লয়ে নিজ রক্ষক সেনায়;—
যেতেছি আমরা দলি এ ক্ষুদ্র অরাতি।
(প্রস্থান করিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া স্বগত)
দলিতেছি একেবার, মূঢ়; এই পদে
দর্পিত ও মুণ্ড তব। বহ্নি-মুখে আর,
উড়িবে পতঙ্গ কতক্ষণ?

[প্রস্থান।

[শরীররক্ষক সেনানীর প্রবেশ।

সে। বঙ্গেশ্বর!
প্রস্তুত রক্ষক-সেনা। কিন্তু,জাহাঁপনা
এ শিবির করি ভঙ্গ—ছত্রভঙ্গ সবে

কয়ে পলায়ন! শুন, প্রভু, হাহাকার—
ঘোর আর্ত্তনাদ! এই বিশৃঙ্খলা-মাঝে,
পলায়িত রাজা রুদ্রপাল।

সি। পলায়িত
বন্দী রুদ্রপাল?—যাক্ বিশ্বাসঘাতক।
নহে একা সেই;—হায়! স্বজন-বান্ধব
যারা—সবে প্রতারক, প্রবঞ্চক, ঘোর
নরকের প্রেত। পূর্ণ প্রতারণা এই
এ বিশ্ব-সংসার! মূর্ত্তিমতী প্রতারণা-
পিশাচিনী অই—হাসে ভীম অট্টহাসি,
মজাইতে মোরে ঘোর রসাতল-তলে!
অন্ধকার! এ আঁধারে একাকী সিরাজ!!

(ক্ষণেক ঊর্দ্ধে চাহিয়া স্বগত)

সত্য কি জয়াশা মম নিশার স্বপন?
বিশ্বাসি বঞ্চক-দলে, নিজ মতিভ্রমে
মজিনু আপনি। হয়ে জয়ী—ভাগ্যদোষে
ঠেলিয়া বিজয়লক্ষ্মী পদে, পলাতক
পরন্তপ বঙ্গ-অধিপতি—পতঙ্গের
ভয়ে। গিয়া রাজধানী, অর্থবলে পুনঃ
সঞ্চয়ি মোগল-বল, রক্ষিব মোগল-
রাজদণ্ড বঙ্গভূমে। হে রাজার রাজা
বিশ্বপিতা! দিয়া শক্তি রক্ষ এ অধমে।

সে। বিলম্বে, জনাব এবে বাড়িবে বিপদ,
প্রস্তুত রক্ষক-চমূ!

সি। (ত্রস্তভাবে) চল রাজধানী;
এ মোগল-সিংহাসন হইবে রক্ষিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পলাশীপ্রান্তর—রণস্থলের এক প্রান্তভাগ।
সময়—সন্ধ্যা।

জনৈক মৃত সেনাদেহে ভর দিয়া আহত রক্তাক্তদেহ
সমরলালের বসিবার উদ্যম।

স। (অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থায় ক্লিষ্টস্বরে)
উঃ! জননী জন্মভূমি! অই অস্তমিত
ঘোর দিবাকর-করে, পড়িছে ও ভালে
তব, চির-অন্ধকার-যবনিকা! আর
না উদিবে দিনমণি এ বঙ্গ-আকাশে,

বিদূরিতে এ আঁধার বিভীষিকাময়।
অই—অই বিস্মৃতি-কুহেলি-মাখা মৃত্যু-
যবনিকা, পড়িছে এ ভালে—আঁধারিয়া,
এ বিশ্ব-সংসার! এস—এস, মৃত্যু! আর
না পারি শুনিতে বিজিতের জয়নাদ
বিজয়-উল্লাসে অই! অসহ্য—অসহ্য—
এ দৃশ্য ভীষণ!! যায় প্রাণ, জগন্ময়ি!
হল'না—হল'না, হায়, কর্ত্তব্য সাধন।
(অবসাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

[দ্রুতগতিতে মোহনলালের প্রবেশ।

মো। এস, ঘোরা তমস্বিনি! তমিস্র ঢালিয়া,
কর চিরমগ্ন তমোগর্ভে বঙ্গভূমি
এই। পোহা'ও না, হে শর্ব্বরি, দেখাইতে
এ জগতে, বঞ্চনা-বিদগ্ধ বঙ্গভাগ্য—
নরকাগ্নিময়!
(রণপ্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)
হায়! হেরিনু এদিকে—
না মানি নিষেধ—দীপ্ত উল্কাতেজে ছুটি,
পশিতে সমর শূরে ব্রিটিশ-বাহিনী
ভেদি! অই বিকলাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ কতই
পড়ি হেথা, দেখায়—সে বীর-বীরত্বের

জ্বলন্ত প্রভাব! কিন্তু হায়, ভাগ্যবলে
বলী এ ব্রিটিশজাতি! ক্ষণেকে যাইত
উড়ি—তৃণপ্রায় যারা এ ভুজ-প্রভাবে,
হা বঙ্গ-জননি! অই তারা তব বক্ষে
করি পদাঘাত—তোলে বিজয়-পতাকা,
দর্পিত স্পর্দ্ধায়। ধিক্! স্বজাতি-স্বধর্ম্ম-
দ্রোহী মূর্খ মির্জ্জাফর! মজালি যবন-
জাতি—মজাইয়া এ শ্মশানে বঙ্গভূমি,
বঞ্চনা-ছলনে জ্বালি নরক-আঁধার!
অসহ্য এ পাপ-প্রতারণা! দাও, মাতঃ,
ভাগিরথি! প্রলয়-প্রবাহে ডুবাইয়া
এই বঙ্গ,—ডুবাইয়া বিস্মৃতি-বারিধি-
গর্ভে এ বঙ্গের এ বিশ্বাসঘাতকতা—
অই ঘোর কালিমা-রঞ্জিত! যাই,—অই
নিরাশা-রাক্ষসী-গ্রাসে আশা কুহকিনী,
চমকি শিহরি, ডাকে রক্ষিতে সিরাজে।

[প্রস্থান।

[ধীরপদে কপালিনীর প্রবেশ।

ক। হেরিনু পশিতে একা বীরে—বীরনাদে
শ্বেতাঙ্গ-সেনায়! হায়! আর না হেরিনু।
রণরঙ্গ অবসান এবে; কেহ আর
নাহি রণাঙ্গনে। সুধু ভীষণ আঁধার,

অট্টহাসি' করে কেলি আঁধার উগারি!
আঁধারে ডুবিয়া, অই মৃত দেহরাশি,
দেখায় বিকট বীরত্বের পরিণাম!!

স। (মূর্চ্ছাভঙ্গে শুষ্ককণ্ঠে অবসন্ন হইয়া)
উহুঃ!—তৃষা!—তৃষা—প্রাণ যায়। মার কার্য্য—
হল' না সাধন।

ক। (সচকিতে) একি!—কে হেথা শায়িত?
কে তুমি মানব?

স। পথিক এ—মৃত্যু-পথে।

ক। একি!—একি!—তুমি!! তুমি স্বর্গের দেবতা—
দেবতা আমার—তুমি?

স। আমি;—তুমি কি সে
দেবী—সন্ন্যাসিনী?

ক। দেবি নহি—দেবী নহি,—
নহি সন্ন্যাসিনী, দেব! মানবী—মর্ত্তের
নারী,—বাসনার দাসী। কেন চলিয়াছ—
দিয়া ভাঙ্গি স্বর্গ-মর্ত্ত মম? কেন হায়
ইচ্ছায় আনিলে মৃত্যু?

স। তোমারি কারণ:—
রাখিতে তোমারে উচ্চে।

ক। আমারি কারণ!!
(স্বগত) হা জননি! কি করিলে? কেন ভুলাইলে,

অবোধ কন্যায় এই মোহের মায়ায় ?
বধিতে এ মহাজনে—কেন ফিরাইলে,
বাঁধি ভাগ্য অই—এই তুচ্ছ নিয়তির
সনে, মাগো, এ-কি-এ অলক্ষ্য আকর্ষণে ?
হায়! বধিলাম দেবতায় !!—

স। রও উচ্চে।
বড় জ্বালা—তৃষা—জল।—

ক। দাঁড়াও, হে দেব!
আনি জাহ্নবীর বারি।

[প্রস্থান।

[চণ্ডদেব, ব্রহ্মচারী, মহামায়া ও উগ্রদেবের প্রবেশ।

চ। এই সেই স্থান।

উ। এই স্থানে রোধিছিনু সে বীর শার্দ্দূলে,
পড়িতে ঝাঁপায়ে তুচ্ছি ব্রিটিশ-অনলে!

ব্র। অই হোথা, মহামায়া, শায়িত সে বীর।
কি-যেন স্বপন-ঘোরে, চলিছে ইচ্ছায়
বীর—ত্যজি মরলোক!

ম। (দ্রুতপদে অগ্রসরি) সমর!

স। কে—তুমি ?

ম। আমি—মহামায়া।

স। (মস্তক তুলিয়া) কি—কি—মহামায়া!! সেই—

শৈশবের মহা ছায়া ? না—না,—নাই আর—
স্নেহ—মহামায়া। এবে—মহামায়া-রূপে,—
মহা—মায়া।—

ম। সমর ! সমর ! ধন্য তব
নারী-পূজা ! ধন্য প্রেম—ভালবাসা !

স। দেবি !—
শিখায়েছ মোরে—তুমিই—এ—ভালবাসা।
এই—মহা—ভালবাসা হতে, শিখিয়াছি—
রমণী—রমণী নয়,- রমণী—জননী।—

ম। সমর ! সমর ! আজি শুনুক্ সংসার,
শুন, বীর, আত্মজয়ী তুমি,—এবে তোমা
"ভালবাসি আমি।" ভালবাসি', এ সংসারে
হয়েছ সন্ন্যাসী ;—'ভালবাসি', বসায়েছ
হৃদে জগন্ময়ী মায়ে,—মহামায়ারূপে ;
'ভালবাসি', হেরিছ রমণী-রূপে—মহা-
মহিমা-মণ্ডিতা মাতৃরূপা মহাশক্তি ;—
তাই ভালবাসি। এস হে প্রেমিক ! এস,
মায়ের সন্তান ! লয়ে এবে এই ক্রোড়ে,
দেখাই ত্রিলোকে নারীপূজা-পরিণতি !!
(সমরলালের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

চ। দেখ' রে জগৎ, নারীপূজা-পরিণতি !!
দেখহ—দেবতাকুল, নারীপ্রেমে মজি—

আত্মজয়ে—কেমনে দেবতা হয় নর,
এ মর্ত্ত্যজগতে !

উ। দেখ’—দেখ’ স্বর্গ-মর্ত্ত-
চরাচর, নারী-হৃদি-মহাশক্তি !—আত্ম-
ত্যাগে কিবা মহাপ্রেম রমণী-হৃদয়ে।
দেখহ মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি কিবা—
প্রকৃতি-রূপিনী জগদ্ধাত্রী রমণীর।

ব্র। হায় প্রাণাধিক ! কি করিলে ?

স। লভিলাম—
দেব,—মহা—শান্তি-স্বর্গ—রমণী-পূজায়।—

ব্র। প্রকৃত সন্ন্যাসী তুমি। ধন্য তব নারী-
পূজা ! শিখাইলে প্রেমে, রমণী—জননী
এ সংসারে। বাহুবলে নহেক বীরত্ব ;—
বীরত্ব প্রকৃত এই ইন্দ্রিয়-বিজয়ে।
এ বীরত্বে—দেবতা-বাঞ্ছিত,—হয় নিত্য
জগৎ-পূজিত। ভবে যেই আত্মজয়ী—
বিশ্বজয়ী নরদেব সেই মহাজন।

স। মাগো !—যাই—তৃষা—জল।—

[জল লইয়া কপালিনীর পুনঃ প্রবেশ।

ক। করিয়াছ দূর,
হে বীর, বাসনা-তৃষা। আনিয়াছি জল—
কর দূর এ পিপাসা। (সমরের মুখে জলদান)

স। (জল পান করিয়া) আঃ!—আঃ—শান্তি—তৃষা।
ব্র। কপালিনি! নহ তুমি এবে সন্ন্যাসিনী।
যোগমায়া কন্যা তুমি মম; পত্নী তুমি
স্বর্গগামী সমরের। সেই শৈশবের
বিবাহ-বন্ধনে, জেন, বৎসে, পতি তব—
এই বীর আত্মজয়ী।
ক। পিতা,—পিতা, নাহি
জানি কিবা পতি—কিবা বিবাহ-বন্ধন।
জানি—এ মানব—এ দেবতা—স্বর্গ-মর্ত্ত
মোর করি অধিকার, রোধি এই পথ—
জ্যোতির্ম্ময় মহাপথ দেখান আমায়;
জানি—মা আমার নিজে, অলক্ষ্য বন্ধনে,
অই প্রাণে এই প্রাণ দিয়াছেন বাঁধি;
জানি—অই দেব, ইষ্টদেব মম হৃদি-
সিংহাসনে; জানি—এ দেবতা-অদর্শনে,
জননীর সে মহা বন্ধন ছিন্ন নাহি হবে
কভু কল্প-কল্পান্তরে।
ব্র নিয়তি-রহস্য
এই, হে রহস্যময়ি, অজ্ঞেয় মানবে।
হায়! একি লীলা তব, লীলাময়ী মাতঃ?
ক। (সমরলালের পদযুগ বক্ষে ধরিয়া)
স্বামিন্! দেবতা! এই পদে—মহাস্বর্গ;

এই পদে—মহা শান্তি মহা মোক্ষ মম ;
এই পদে—বাসনা-বিলয় ; এই পদে—
সর্ব্ব-কর্ম্ম-পথ মম হইয়াছে লয় ;
এই পদে—নারী-জীবনের মহাপথ।
এই প্রেম-পদ বিনা, নাহি শক্তি নারী-
প্রাণে—উঠে ঊর্দ্ধে একা, মিশাইতে সেই
মহা প্রেমার্ণবে। এবে এ পদ-পরশে,
অপরূপ নবসৃষ্টি ধরিল সংসার !!—
কোটি-চন্দ্র-বিভাসিত শান্তি-স্বর্গ কোটি
ভাতিল হৃদয় মাঝে ! এ পদ-পরশে,
সর্ব্ব সাধ হ'ল পূর্ণ,—পূর্ণ এ জীবন।

স। কপালিনি !—দেবি—তুমি। হায় !—দেবি ! সে ল-
উচ্চ হতে,—আসিলে নামিয়া —নিম্নে ? যাই—
দেবি ! যাই—পিতা,—দেহ—পদধূলি। চির—
বিদায়—বসুধে ! যাই,—লও—জগন্ময়ী—
মহামায়া !—মা !—মা !—যা—ই—

(মূর্চ্ছিত হওন।)

ব্র। ধন্য বীর তুমি !
যাও, বৎস ! মৃত্যু কভু এ দেবত্ব তব
নারিবে স্পর্শিতে। এ মহত্ত্বে স্তব্ধ ধরা।
প্রবৃত্তি-সমাধি'পরি সুউচ্চ সুমেরু
সম নিবৃত্তির তব মহাস্তম্ভ হেরি,

স্তম্ভিত হয়েছে বিশ্ব ; ধন্য এ সাধনা।
চল সবে—লয়ে যাই এই মহাত্মনে,—
পতিত-পাবনী,শান্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পবিত্র পুলিনে।
নির্ব্বাণ জীবন-দীপ হইবে অচিরে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মস্‌জিদ-সম্মুখস্থ পথ—অদূরে নদীচর।
সময়—দিবা তৃতীয় প্রহর।

রুদ্রপাল ও মিরকাশেমের প্রবেশ।

মি। দেখেছ নিশ্চয় ?

রু। নাহি সংশয়, সাহেব !

মি। কতদূরে ?

রু। নহে দূরে ; অদূরে লেগেছে
তরি। আছে মম চর তরণী পশ্চাতে,

নানা বেশ ধরি। নদীচরে গতিরোধ
এবে। কোথা যাবে? খাদ্যাভাবে উপবাসী
বঙ্গের নবাব।

মি। না—না, বঙ্গের নবাব—
মির্জাফর। সে সিরাজ—কুক্কুর অধম।

রু। নিশ্চয়—নিশ্চয়, বঙ্গেশ্বর—মির্জাফর।

মি। লয়ে সেনা, রহিনু অদূরে গুপ্তভাবে।
বাঁধিব সিরাজে আমি; ধরিতে বেগমে
দাউদ লুটিবে নৌকা।

[প্রস্থান।

রু। সাধি কার্য্য মম।
সিরাজ! নির্ব্বোধ! চির-পুত্তলিকা তুই
আমারি এ করে;—কোথা পলাইবি এবে?
প্রতিহিংসা! ঘোর প্রতিহিংসা, রক্তস্রোতে
তোর, ভীরু করিবে উন্মুক্ত উচ্চ পথ
মম। অই না সিরাজ আসিছে অদূরে?
হা-হা! মুর্খ, ভিক্ষুকের বেশে, শোভে পদে
অমূল্য পাদুকা! সঙ্গে অই না বেগম—
প্রেয়সী সুন্দরী তোর?—ভিক্ষার্থীর যোগ্য
বটে সাথী! যাই, ধরি ফকিরের বেশ,
জপি জপমালা—বসি ধর্ম্ম-ফাঁদ পাতি।

[অন্তরালে গমন।

[সীমান্ত পরিচ্ছদে সিরাজ ও লুৎফউন্নিসার প্রবেশ।

সি। এস না—এস না, প্রিয়ে।

লু। কেন—কেন, নাথ?

সি। ছদ্মবেশে ভিক্ষার্থী সিরাজ, প্রিয়ে! এবে,
ও চারু চন্দ্রিকা-রূপ হেরি, এ সংসার
প্রবঞ্চনাময়, চিনিবে এ মেঘাবৃত
চাঁদে, প্রাণাধিকে।—ঘটাইবে সর্ব্বনাশ।

লু। কহ, নাথ! কহ, প্রাণেশ্বর! রাজ্যেশ্বর—
পথের ভিখারী—অনাহারী; এ হ'তে কি
আছে আর সর্ব্বনাশ? যাক্ সব—যাক'
জীবন-সর্ব্বস্ব মম।

সি। আছে আশা, প্রিয়ে!
কহে আশা মায়াবিনী, আছে এক আশা—
বিহার-শাসন-কর্ত্তা হিন্দুবীর রাজা
নারায়ণ। অদূরে আজিমাবাদে, মিলি
বিশ্বস্ত ফরাসি বীর মুঁসো লার সনে,
হিন্দুর সহায়ে, উদ্ধারিব বঙ্গভূমে
অস্তমিত মোগল-গৌরব, প্রিয়তমে!
যাও—যাও, প্রাণেশ্বরি! অনাহারী তুমি;
খাদ্য ভিক্ষা করি, ত্বরা ফিরিব নৌকায়।

লু। না—না, নাথ! এ ভিক্ষায় নাহি প্রয়োজন।
ও চন্দ্র-বদন হেরি, হায়, এ চকোরী

অভাগিনী, ক্ষুধা-তৃষা ভুলি, ছার দিন
করিবে যাপন।

সি। হায়! প্রাণাধিকে! ছিল
এ বঙ্গ আমার; ছিল বিভব বিপুল।
এবে, প্রিয়ে, রাজ্যহীন— সহায়বিহীন
অভাগা সিরাজ একা পথের ভিখারী!
নহে তুষ্ট তবু এ বিধাতা। রক্ত-আশে
ছুটিছে চৌদিকে—মম অন্নে পুষ্ট কত
পাতকী পিশাচ! হায়! এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
অভাগার শান্তি এক—তুমি, প্রাণেশ্বরি!
এস না—এস না, প্রিয়ে!—

লু। কেমনে যাইবে,
প্রভু, অভাগিনী দাসী, একা তোমা রাখি,
নিষ্ঠুর সংসার-দ্বারে? কে যেন কহিছে—
ছাড়িলে তোমায়, পুনঃ দেখা না পাইবে
অভাগিনী। কাঁদে প্রাণ; যেও না—যেও না,
প্রাণাধিক! কাঁপে হিয়া,—হেরি চারিদিকে
বিকট আকার রক্তময়ী বিভীষিকা!!

সি। প্রেয়সী আমার, এ সময়ে কাঁদা'ও না
মোরে। বাঁধ হৃদি,—শক্তিময়ী নারী তুমি।
অনাহারে বাঁচিবে না—বাঁচিব না কভু,

প্রিয়তমে! হবে, হায়, অকালে নির্ম্মূল
এ বঙ্গে মোগল-আশা! যাও, প্রাণময়ি!

লু। যাই—যাই, প্রাণেশ্বর! নির্ম্মম সংসার,
হের, জ্বালি অন্ধকার, দেখায় চৌদিকে
বিভীষিকা ভয়ঙ্করী!! এস ফিরি ত্বরা,
জীবন-সর্ব্বস্ব মম। কোথা দেবদেব
রাজরাজেশ্বর! ডাকে কাঁদি কাঙ্গালিনী
রাজরাণী; রক্ষ, নাথ, রক্ষ প্রাণনাথে;

[ধীরে প্রস্থান।

সি। কাঁদে প্রাণ। কিন্তু, অবলার দুর্ব্বলতা
সাজেনা পুরুষে। হায়! ত্যজি রণভূমি,
ফিরিয়া নগরে- বিলায়িনু মুক্তহস্তে
অর্থরাশি, খুলি রাজ-ধনাগার: তবু
না পাইনু একজনে দাঁড়াতে সহায়ে
মোর রক্ষিবারে পুরী! স্বজন-আত্মীয়
যারা, দিয়া আশা লুটি রাজকোষ শেষে,—
একে একে একা,ফেলি বিপদ-পাথারে,
পলাইল সবে!

(অগ্রসর হইয়া সভয়ে)

আসে ফকির জনেক;
দেখি ভিক্ষা মাগি। হা অদৃষ্ট! কি কথায়—
কেমনে মাগিব ভিক্ষা, ভিক্ষুক-সকাশে?

যায়—যাক্‌ এবে প্রাণ ; পারিবে না কভু
এ ভিক্ষা সিরাজ। কিন্তু, প্রাণেশ্বরী—
অনাহারী! হা দগ্ধ বিধাতা! কাঁপে পদ,
না পারি দাঁড়াতে ক্লান্ত দেহে।

[ফকিরবেশে রুদ্রপালের প্রবেশ।

অনাহারী—
দাঁড়াইয়া অন্নতরে।

রু। সুন্দর অতিথি
তুমি ; সুপ্রসন্ন ভাগ্য মম। এস—কর
পানাহার।

সি। আছে সঙ্গে নারী অনাহারী।
হে ধার্ম্মিক! ধর্ম্মস্থানে দেহ ভিক্ষা খাদ্য
কিছু—হবে ধর্ম্মলাভ।

রু। করিয়া ভোজন,
লয়ে যাও, হে সুন্দর! খাদ্য ইচ্ছামত।

স কৃতার্থ আতিথ্যে তব।
(স্বগত) কাঁপে হিয়া মম।
ধর্ম্মদ্বারে, সাধুহস্তে বঞ্চনার শঙ্কা
নাহি কভু।

রু। এস সাথে।

(উভয়ের মস্‌জিদ দ্বারে প্রবেশ ও ক্ষণপরে রুদ্রপালের পুনরাগমন)

ফাঁদে বদ্ধ কেরু ;
রে মূর্খ সিরাজ ! দেখ্—জলন্ত এ প্রতিশোধ।

[অনেক সৈনিকসহ মিরকাশেমের প্রবেশ।

মি। কোথায় সিরাজ ?

রু। রুদ্ধ এই মস্‌জিদে।
যাও—কর বন্দী এবে নির্ব্বোধ বর্ব্বরে,
ভাঙ্গি পাদাঘাতে তুচ্ছ রাজ্য-স্বপ্ন তার।

[সৈনিক সহ মিরকাশেমের মস্‌জিদমধ্যে প্রবেশ]

আজন্ম অর্চ্চিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মম হবে
পূর্ণ এতদিনে—দণ্ডী সিরাজ-শোণিতে।

[রুদ্রপালের অন্তরালে অবস্থান ও সিরাজকে বন্দী করিয়া মিরকাশেমের পুনরাগমন।

সি। কোথা সে ফকির ? হেথা—সেই প্রতারণা !
কাশেম ! হে বন্ধু ! ছিলে মোর সৌভাগ্যের
ভাগী ; এবে এ ভাগ্যের ভাগী হয়ে—হও
সহায় আমার। এ বন্ধন ছাড়ি, বাঁধ'
চির-কৃতজ্ঞতা পাশে।

মি। রে ভীরু ! নির্ব্বোধ !
হা-হা ! ভুজঙ্গের গ্রাসে ভেকের ক্রন্দন
মাত্র সার।

[আলুলায়িত-কেশা লুৎফউন্নিসাকে ধৃত করিয়া মির দাউদের প্রবেশ।

কোথা বঙ্গেশ্বর—রাজ্যেশ্বর—
প্রাণেশ্বর মোর? হের, প্রভু, এ দুর্ব্বৃত্ত
দস্যু ক্ষুদ্র, করে মোর কি ঘোর লাঞ্ছনা!
ছাড়্ মোরে, নরাধম! না জানিস্, পাপি,
করি স্পর্শ সতী-অঙ্গ, কি কাল অনল
নিজ ভালে দিতেছিস্ জ্বালি! ক্ষুদ্র নীচ
ভৃত্য তুই; প্রভুপত্নী রাজেশ্বরী আমি;
রও দূরে, দুরাশয়! না পারি সহিতে,
হা নাথ! হা লজ্জা! পৈশাচিক এ লাঞ্ছনা,
অকৃতজ্ঞ ক্রীতদাস-করে। জুড়াইতে
জ্বালা, তীক্ষ্ণ অসি দে রে এ বক্ষে বসায়ে।

দা। স্ফীতবক্ষে বসিতে এ অসি পায় লাজ,
চন্দ্রাননে!—বসিবে অচিরে, রাজ্যভ্রষ্ট
অধম সিরাজ-হৃদে। হা-হা! অগ্নিহীন
অঙ্গারে, কেহ কি কভু আদরে, মানিনি?
এস, কমলিনি, দিব তোমা বসাইয়া
মিরণ মৃণাল-অঙ্কে শোভিবে সুন্দর
অতি, লো সুন্দরি!

সি। ক্ষুদ্র কীট ক্রীতদাস!
আরে নরকের প্রেত! ঘৃণ্য মুণ্ড তোর
চূর্ণিব এপদে। (লম্ফত্যাগের বৃথা চেষ্টা করণ)।

দা। হা-হা! নাহিক বিলম্ব
নিজ মুণ্ড-পাতে। ভাঙ্গি স্বপ্ন—ত্যজ দম্ভ,
বৃথাদম্ভি, এবে।
লু। আলিঙ্গিতে মৃত্যু, পতি
প্রাণনাথ-পদে, ছাড় মোরে, নরপ্রেত,
অস্পৃশ্য পিশাচ! হায় নাথ। হা প্রাণেশ।
দস্যু ভৃত্যহস্তে যায় মান—যায় প্রাণ।
রক্ষ—রক্ষ মোরে—

[রোরুদ্যমানা বেগমকে সজোরে টানিয়া লইয়া মিরদাউদের প্রস্থান।

সি। ধর্ম্ম রক্ষিবে তোমায়
এ বিপদে, প্রিয়তমে! হোয়ো না অধীরা;
ডাক, প্রিয়ে, এ বিশ্বের দণ্ডধর যিনি—
দয়াময় ধর্ম্মরাজে! কাল বজ্রাঘাতে
প্রতারক পাপীদল পাবে প্রতিফল।

[রুদ্রপালের পুনরাগমন।

রু। ভুঞ্জ অগ্রে নিজ প্রতিফল।
(দূরে কৃত্রিম শ্মশ্রু নিক্ষেপ করিয়া)
চিনেছ কি,
মূঢ়? নহি ধর্ম্মধ্বজী তাপস ফকির;—
দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমান কৃতান্ত করাল!
দেখ—নহে বন্দী রুদ্রপাল; বন্দী মূর্খ
নির্ব্বোধ সিরাজ। দিতে ঘোর প্রতিশোধ,

ঘুরি চক্রে নানা বেশে ; করিব নিপাত
এবে, জ্বালাময় চির মৃত্যু-অন্ধকারে।

কা। ডাকে মৃত্যু। চল্, ভীরু, কোথা পলাইবি ?
পড়েছিস্ বহ্নিমুখে পতঙ্গ আপনি।

সি। জানি—আছে মৃত্যু এ জীবনে। আছে ধর্ম্ম,
জানিস্ রে পাপী প্রতারক ;

কা। থাকে ধর্ম্ম,
হবে কবরিত তোর ছিন্ন মুণ্ড সাথে।

[সিরাজকে লইয়া প্রস্থান।

(নেপথ্যে)
হিঃ হিঃ ! দেশে দেশে ফিরি, গোরে গোরে ঘুরি,
বেড়াই ছুটিয়া—তপ্ত ভ্রাতৃ-রক্ত আশে !

রু। কি বিকট অট্টহাসি !! আসে ছুটি কেবা
ও ডাকিনী !!—

[বিকটহাস্যে উন্মাদিনী মনিয়ার ছুটিয়া প্রবেশ।

ম। হেথা, ভ্রাতঃ ? এস—রক্ত দিয়া—
মিটাও দারুণ তৃষ্ণা—

(রুদ্রপালের বক্ষে সজোরে ছুরিকাঘাত ও
রুদ্রপালের পতন)

রু। পিশাচী প্রেতিনী—

ম। (রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে বিকট হাস্য করিয়া)
পিশাচী—প্রেতিনী নহি ;—আপন ভগিনী।
ভগিনী-সতীত্ব-রত্ন ছিঁড়ি—দিয়াছিলি
যবনের পদে ; সে জলন্ত প্রতিশোধে,
দিলি ভ্রাতৃরক্ত ভগিনীরে।—হিঃ হিঃ ! যাই—
খুঁজি এবে প্রাণেশ্বরে ; সেই রক্তে—এই
রক্ত মিশাইয়া, মিটাইব সব জালা !—
বিরহ বিষম ব্যথা !! ঘুচাব উল্লাসে
প্রেমের পিপাসা—তৃষা—ঘোর রক্ত-তৃষা !!

[বিকট হাসিয়া ছুটিয়া প্রস্থান।

[দুইজন সৈনিকের ছুটিয়া প্রবেশ।

প্র-সৈ। কে পলায়—অই ছুটি বিকট হাসিয়া !—
ধর—ধর—রমণী—কামিনী ও যে ছুটে—
দ্বি-সৈ। (পতিত রুদ্রপালকে দেখিয়া)
একি সর্ব্বনাশ !! এযে রক্ত !—রক্তে ডুবি
রাজা রুদ্রপাল !!
প্র-সৈ। হত্যা !! ধর—হত্যা করি
পলায় ডাকিনী—
দ্বি-সৈ। থাম'—মৃত নহে রাজা।—
রু। (যন্ত্রণায় অতি কষ্টে উপবেশন করিয়া)
শয়তানি ! কি করিলি ?—অসহ্য এ জালা !

কোথা যাই?—রক্ত!—রক্ত!!—রক্তস্রোতে রুদ্ধ
পথ!! অই রুধিরাতরঙ্গে, করে রঙ্গ—
তমোময় মম কার্য্য-কলাপের ঘোর
বিভীষিকা-ছায়া!!

(যন্ত্রণায় অস্থির ভাবে দাঁড়াইয়া)

কোথা হতে হ'ল সৃষ্টি,
এ মুহূর্ত্তে নরক ভীষণ! কি আঁধার!
নরক! - নরক ভয়ঙ্কর! না বিঁধিস্—
না বিঁধিস্ ভ্রাতৃহৃদি, রে প্রেতিনি, হাসি।
অট্টহাস্য বীভৎস বিকট! কে আবার?—
তুমি - রাজা চন্দ্রনাথ? না বাঁধ—না বাঁধ'
বহ্নিময় কণ্টক-শৃঙ্খলে আর। চন্দ্র-
মণ্ডল-বর্ত্তিনী—দিব্য-মন্দার-মালিনী
কে তুমি, রমণি, উচ্চে অই?—মহামায়া!!
এস, দেবি! রক্ষ মোরে—নরক জ্বালায়!

(যন্ত্রণায় আকুল হইয়া ক্ষণপরে)

নরক! নরক! অট্টহাস্যে নরকাগ্নি
জ্বালি, ছুটে চারিদিকে কঙ্কাল-শরীরী
প্রেতিনীর পাল অই—নিক্ষেপিতে মোরে
বিকট ভীষণ অই আঁধার গহ্বরে।
অই—অই অস্থিময় অর্ব্বুদ ভুজঙ্গ-
ফণা, ঘোর নিশ্বাস-গর্জ্জনে কি গরল-

তরঙ্গ তুলিয়া, আসে অই দংশিতে আমারে।
না-না—যাই—রক্ষা কর—যে আছ নিয়ন্তা—

(পতনোন্মুখ, ও দুইজন সৈনিক কর্তৃক পশ্চাৎ হইতে ধারণ)

(ক্ষণেক মূর্চ্ছিতভাবে থাকিয়া ধীরে ক্ষীণস্বরে)

নিবিছে জীবন-দীপ!—ঘিরিছে আঁধার!
আঁধার সমাধি-স্তম্ভ—ঘোর ভয়ঙ্কর—
গঠেছি এ করে! দুরাশার—এই ঘোর
পরিণাম! বুঝি—আছে ধর্ম্ম। না—না, একা
আঁধারে এসেছি,—একা যেতেছি—আঁধারে।
আসে মৃত্যু—আঁধার জ্বালিয়া অই,—যাই—

[মৃত্যু।

প্র-সৈ। মৃত রাজা রুদ্রপাল।

দ্বি-সৈ। এ কি সর্ব্বনাশ!
চল লয়ে ফৌজদার সমীপে সত্বরে;
দেখা যাক্, হয় যদি কোন প্রতিকার।

[রুদ্রপালের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মুর্শিদাবাদ—মির্জাফরের প্রাসাদ-মধ্যস্থ কারাগার।

সময়—নিশীথ রাত্রি।

সিরাজদ্দৌলা বন্দীভাবে দণ্ডায়মান।

সি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
বিশ্ব পূর্ণ প্রবঞ্চনা! হায়! বঞ্চনায়
এ ঘোর দুর্দ্দশা মম,—সব আশা এবে
অবসান! ছিল আশা—উচ্ছেদি ইংরাজে,
মোগল-রাজত্ব বঙ্গে করিয়া সুদৃঢ়,
উড়াব গৌরব-ধ্বজা।—ফুরাল সে আশা।
উড়িষ্যা-বিহার-বঙ্গ-অধীশ্বর, আজ
একাকী কারায় বন্দী! প্রকাণ্ড ধরায়—
এই ক্ষুদ্র কারা-কূপে, একাকী সিরাজ!
স্বপ্ন সম এ জীবন এবে, কোথা যেন
যেতেছে মিলায়ে! দেখাইছে ভবিষ্যৎ—
অদূরে ভীষণ অতীতের চিরঘোর

বিস্মৃতি আঁধার! হায়! কবরিত এবে,
আঁধার সমাধি গর্ভে, জীবন্ত এ আমি!

(অবসন্নভাবে কারাতলে বসিয়া পড়ন।)

[ধীরে কারাদ্বার খুলিয়া, দ্বারদেশে মিরণের প্রবেশ।

মি। (স্বগত) দেখে মূর্খ রাজ্য-স্বপ্ন!! না ভাবে নির্ব্বোধ
দেখিতে করাল কালে হয়েছে সময়!
আসিতেছি মৃত্যু লয়ে তোর, রে বর্ব্বর,
লইবারে প্রতিশোধ —প্রেয়সীর তোর
ঘোর দম্ভ দর্প অভিমান। রূপ-দর্পে
লুৎফন্নিসা—অভাগী মানিনী পদাঘাতে
করিয়াছে তুচ্ছ এ মিরণে—ভাবী বঙ্গ-
অধীশ্বরে! অই বক্ষ-রক্ত-পানে হয়ে
মাতোয়ারা, সে মানিনী-মান এ মিরণ
করিবে দলন!
(প্রকাশ্যে) হা-হা! কি স্বপ্ন দেখিস্,
মূর্খ? খুলি নিকট কবর, দাঁড়াইয়া,
মৃত্যু অই অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপায়ে।
রে ফেরু সিরাজ! মৃত্যু-পদাঘাতে, হবে
চূর্ণ ক্ষণে ও মুণ্ড দর্পিত।

[সবেগে ভূমে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

সি। (চমকিত ভাবে দাঁড়াইয়া) অই মৃত্যু

আসিছে আস্ফালি—আলোড়িয়া অন্ধকার!
নিস্তব্ধ নীরব জনহীন কারা-কূপে,
আয়, মৃত্যু, নীরবতা নির্জনতা ভাঙ্গি।
অই আসে মৃত্যু।- অই আসে তস্করের
সশঙ্কিত পদ-ক্ষেপে, ধীরে ধীরে ধীরে,
ঘাতকের বেশে মৃত্যু—রক্তালোকে জ্বালি!!
কে তুমি?—হোসেনকুলি!! কলঙ্কিনী আবে
অন্তঃপুর-ধর্ম্ম মম আসিছ কি লইতে
মৃত্যু-প্রতিশোধ? এস—এস—জীবনের
সেই এক কলঙ্ক-কালিমা, দাও তুলি,
কাল-অসি ধারে।

[ছোরা হস্তে মহম্মদীবেগের প্রবেশ।

(বিস্ময়-চকিতভাবে)

কে—কে?—তুমি।। তুমি তুমি
মহম্মদীবেগ!! তুমি আসিয়াছ হেথা
নাশিতে আমারে শেষে? তুমি—কেন—কেন?—
কি করেছি? বিপুল বিস্তৃত বসুন্ধরা
এই; এর কোন স্থানে—দূরে—প্রান্তভাগে,
নারিল কি তারা দিতে একটুকু ক্ষুদ্র
নিভৃত নিবাস? রও, মহম্মদীবেগ!
তুমি—তুমি কি এসেছ, বধি প্রভু—পিতা
অন্নদাতা, করিতে অঙ্কিত নাম—অই

ঘোর নরকের দ্বারে, রুধির-রঞ্জিত
জ্বলন্ত অক্ষরে ? রও—দাঁড়াও—দাঁড়াও—

ম। থাক্ এ গঞ্জনা। ছিলে প্রভু যতদিন,
সেধেছি তোমার কাজ-প্রাণপণে। এবে
প্রভু, অন্নদাতা যেই, সাধে কাজ ভৃত্য
এই তার ;—কার্য্যাকার্য্য ভাবিবার, নাহি
তার এব অধিকার। হও হে প্রস্তুত।

সি। থাম্—থাম্—থাম্, দুরাচার ! রাজ্যেশ্বর
প্রভু এই, কভু নাহি যাচে প্রাণ নীচ
ভৃত্য কাছে। রও—রও, পাপি ! একবার
শেষবার জনমের মত, দেখে লই
মানস-নয়নে, সেই চির শোভাময়ী
শৈশবের লীলাভূমি ফুল্ল সুখ-লীলা-
নিকেতন ;—সেই মম স্নেহময় মাতামহে ;—
সেই লুৎ[redacted]ম প্রাণময়ী প্রিয়া
প্রেয়সীর স্বরগ-।রত চিরফুল্ল'
প্রেমাকুল সুন্দর বদন।
(ক্ষণ বিলম্বে)

এস—এস—

এস, মহম্মদীবেগ ! দেখাও জগতে,
জ্বলন্ত এ কৃতঘ্নতা !—উঠুক কাঁপিয়া
বিশ্ব, প্রতারণা-পাপে !!

ম। আর নয়—আর
নয়,—তুলিনু এ' ছোরা।
সি। এস—এস ; না—না,
দাঁড়াও ক্ষণেক। অন্তিমের এই শেষ
মুহূর্ত্তে বারেক, অন্তিমের দেবতার
কাছে, করি লই এই জীবনের শেষ
কর্ত্তব্য-সাধন। না করিস্ স্পর্শ এবে ;
দাঁড়াস্ ক্ষণেক, পাপি !

(জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবেশন ; ক্ষণপরে মহম্মদীবেগ কর্ত্তৃক ছুরিকাঘাত, সিরাজের পতন, উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত।)

আর না—আর না,—
যথেষ্ট—হোসেনকুলি।—হল—প্রায়শ্চিত্ত—
রক্তে মম। রক্তে মম—মোগলের চির-
আশা—হল—শেষ ! শুধু—হেথা
বিশ্ব—পূর্ণ—প্রতারণা !! উঃ—উঃ—উঃ—

(মৃত্যু)

ম। (রক্তাক্ত ছোরা উত্তোলিত করিয়া)
হল শেষ কার্য্য ঘোর ! হল শেষ রক্ত-
লীলা !! একি—একি ? রক্তে—রক্তে এ জগৎ
গেল যে ভাসিয়া ! কোথা যেতেছি ডুবিয়া !!

(কম্পিত হস্ত হইতে ছোরা পতন।)